কালের ইতিহাস

চাণক্য সেন

দে'জ পাবলিশিং
কলিকাতা-৯

শ্যামশ্রী ও ভাস্করকে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

ধীরে বহে নীল
রাজপথ জনপথ
মধ্যপঞ্চাশ
সে নহি সে নহি
তিন তরঙ্গ
মুখ্যমন্ত্রী
সমুদ্র শিহর
শুধু কথা
অশোক উদ্ভিদ মাত্র
রাগ নেই (গল্প-সংগ্রহ)
তারারা শোনে না (নাটক)
একান্তে (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)
আজ এখানে (গল্প-নাটক-সংগ্রহ)

এ উপন্যাসের প্রথম দু-খণ্ড 'উল্টোরথ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হ'য়েছিল 'কালের ইতিহাস' নাম দিয়ে। বর্তমানে, দীর্ঘতর অবয়বে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সময় 'উল্টোরথে'র কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

স্বাধীন ভারতবর্ষে সংবাদপত্রকে কেন্দ্র ক'রে এর আগে কোনও উপন্যাস রচিত হ'য়েছে ব'লে আমার জানা নেই। এ-কাহিনীর সবটা কল্পনা-প্রসূত; কোনও বাস্তব সংস্থা অথবা ব্যক্তির সঙ্গে ঘটনা এবং কাহিনীর সম্পর্ক নেই। মিল যদি কেউ কোথাও আবিষ্কার করেন, দায়িত্ব তাঁর; গ্রন্থকারের নয়।

তিনখানা উপন্যাস নিয়ে একটা ট্রিলজি তৈরীর পরিকল্পনায় বর্তমান উপন্যাস দ্বিতীয় সোপান। 'অশোক উদ্ভিদ মাত্র' (বিশ্ববাণী,) উপন্যাসে আমার মূল বক্তব্য, আমলাতন্ত্র দ্বারা ইতিহাসে কোথাও কোনওদিন নতুন সমাজ গঠিত হয়নি; ভারতবর্ষেও সম্ভব নয়। ব্যুরোক্রাসি বস্তুতপক্ষে তৈরী সমাজব্যবস্থার রক্ষক। আমলাতন্ত্র নামক অশোকতরু আসলে একটি গাছমাত্র; তার যে কিংশুককুসুম আমাদের সামনে দিনরাত প্রতিভাত রাখা হয়, তা নিতান্ত মিথলজি, কল্প-কাহিনী।

বর্তমান উপন্যাসে পাঠক দেখতে পাবেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক রঙ্গমঞ্চে সংবাদপত্র কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ।

এর পরে, অন্য এক উপন্যাসে, পাঠকের কাছে উপস্থিত করব বর্তমান ভারতবর্ষের আর এক প্রধান ঘটনা; রাজশক্তি এবং ধর্মের হাতে-হাত মিতালি। এই সুপ্রাচীন দেশে, বহু বহু শতাব্দী পরে, রাজ এবং রিলিজন সুন্দর সখ্যতায় আলিঙ্গনাবদ্ধ।

যাঁরা আমার উপন্যাস পড়তে ভালবাসেন, তাঁদের এই জন্যে সংক্ষিপ্ত জবাবদিহি। তাঁদের কাছে এ উপন্যাস নিবেদনের সুযোগ পেয়ে আমি সন্তুষ্ট।

নিউ দিল্লী, চাণক্য সেন

'প্রজাতন্ত্র' পত্রিকার সম্পাদক প্রদীপ সকসেনা টেবিলের ওপর পরিচিত কাগজে পরিচিত দস্তখত-সহ মেমোটির ওপর চোখ রেখে স্থির হ'য়ে ব'সে রইলেন। মেমো তো নয়, ঘোষণা। আদেশ।

> আগামী কাল, ১লা মে ১৯৫৫ সাল থেকে 'প্রজাতন্ত্রে'র শিরোনামার নীচে যে বিবৃতি এতদিন চ'লে এসেছে তা আর থাকবে না। আগামী কাল থেকে 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদকীয় নীতির পরিবর্তন হবে। নতুন নীতি সম্পাদককে আমি আজ অপরাহ্ণে বুঝিয়ে দেব। 'প্রজাতন্ত্রে'র সংবাদ-পৃষ্ঠাগুলিতেও নতুন সম্পাদকীয় নীতি প্রতিভাত হবে।
>
> অম্বরনাথ পাণ্ডে
> ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

প্রদীপ সকসেনা বার বার মেমোটি পড়লেন। 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদকীয় নীতি বদলে যাবে। কাল থেকে। এ ঘোষণা এসেছে মালিকের দস্তখত নিয়ে। সম্পাদকের সকাশে। অতএব অবশ্য মান্য এবং গ্রাহ্য।

প্রদীপ সকসেনার হঠাৎ খেয়াল হ'ল, 'প্রজাতন্ত্রে'র শিরোনামার নীচেও কাল থেকে কিছু পরিবর্তন ঘটবে। শিরোনামার নীচেকার বিবৃতিটি আর থাকবে না। কোন বিবৃতি? হঠাৎ মনে পড়ল না। টেবিলের ওপর আজকার 'প্রজাতন্ত্র' রাখা আছে সম্পাদক মহাশয়ের

জন্যে। শিরোনামার নীচে বিবৃতিটি খুঁজে বার করলেন প্রদীপ সকসেনা।

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নির্ভীক স্বাধীন দৈনিক।

'প্রজাতন্ত্র'র এই বিঘোষিত পরিচয় ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবার দিন শিরোনামার নীচে প্রযুক্ত হ'য়েছিল। তার আগের দিন কৃষ্ণনারায়ণজী সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কৃষ্ণনারায়ণের কথাগুলি প্রজাতন্ত্র-ভবনের ইতিহাসের সঙ্গে রূপকথার মত জড়িত, সিল্কের শাড়ির জড়ির পাড়ের মত। ''প্রজাতন্ত্র' এতদিন স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছে,' বলেছিলেন কৃষ্ণনারায়ণ। 'এখন তার নতুন সংগ্রাম শুরু। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, এই যমজ লক্ষ্যের দিকে স্বাধীন ভারতের যাত্রারম্ভ। 'প্রজাতন্ত্র' আজ থেকে লড়বে নতুন গণতান্ত্রিক সমাজের জন্যে।'

অম্বরনাথ পাণ্ডে অন্যপথে চালাবেন 'প্রজাতন্ত্র'কে আগামী কাল থেকে। কোন পথে তা জানিয়ে দেবেন সম্পাদককে আজ অপরাহ্নে। সম্পাদক তো আমি! সহসা মনে পড়ল প্রদীপ সকসেনার। তা হ'লে আমাকেই জানিয়ে দেবেন। অপরাহ্নে। দু তিনচার ঘণ্টার মধ্যে।

চেয়ারে বসলেন প্রদীপ সকসেনা। 'প্রজাতন্ত্র'কে আঠার বছরের পুরানো পরিচয়-বিবৃতি ছাড়া কেমন দেখাবে ঠাহর করতে চাইলেন। শিরোনামার নীচে বিবৃতিটি না থাকলে খালি-খালি দেখাবে। দ্বিতীয় বিবৃতি: 'উত্তর ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত হিন্দী সংবাদপত্র', কাল থেকে আরও বড় হরফে ছাপতে হবে। তা হ'লে খালি-খালি ভাবটা কেটে যাবে অনেকখানি।

অম্বরনাথজী একবার আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন, মনে মনে বললেন প্রদীপ সকসেনা। কিছু ক্ষতি হ'ত না তাঁর। 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক তো আমিই। পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠার তলদেশে তাকিয়ে দেখলেন প্রদীপ সকসেনা। মুদ্রাকর, মুদ্রালয় এবং সম্পাদকের নাম। 'সম্পাদক: প্রদীপ সকসেনা।' মানে, আমি।

কৃষ্ণনারায়ণজী নেই, মালিক এখন অম্বরনাথ পাণ্ডে। আরও আসল মালিক্‌ গঙ্গাবাঈ, অম্বরনাথের জননী, কৃষ্ণনারায়ণজীর—কে? বন্ধুপত্নী? কালান্তর ঘটেছে, যুগান্তর। কিন্তু আমি তো এখনও আছি, সম্পাদক! আমি তো ধারাবাহিকতা রক্ষা করছি কালের! 'প্রজাতন্ত্রে'র শেষপৃষ্ঠার তলদেশে মুদ্রিত নিজের নামটা আবার পড়লেন প্রদীপ সকসেনা। অক্ষর ক'টিতে হাত বুলালেন।

এদের সবাইকে ডেকে বলব এখনি? মুদ্রক পিয়ারীলাল আসবে চারটের সময়। সহঃ সম্পাদকরা নিশ্চয় এসে গেছে সবাই। জানিয়ে দেব ওদের ডেকে? পেন্সিল দাঁতে ক'রে ভাবলেন প্রদীপ সকসেনা। না, এক্ষুনি জানাবার দরকার নেই। দেখি মালিক কি বলেন। সাক্ষাৎকারের পর সবাইকে জানালে অন্তত আমার সঙ্গে আলোচনা না-ক'রে মালিক ঘোষণা জারী করেন নি মনে হবে। নতুন সম্পাদকীয় নীতি জানার আগে আগামীকালের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হবে না। অতএব, প্রদীপ সকসেনা টেবিলে রাখা চিঠিপত্রে মনোনিবেশ করলেন। বেয়ারা এসে চা দিয়ে গেল। প্রদীপ সকসেনা তাকে বললেন, 'দু'খিলি পান নিয়ে আয় তো। জর্দা ভুলিস নে।'

'ইনটারকমে' আওয়াজ হ'ল।

প্রদীপ সকসেনা 'ইনটারকমে'র কাছাকাছি মুখ রেখে বললেন, 'জী নমস্তে।'

'আমার 'মেমো' পেয়েছেন?'

'জী।'

'ব্যস্ত আছেন কি?'

'এমন কিছু নয়।'

'তা হ'লে আসুন আমার ঘরে। লাঞ্চের পর একটা জরুরী কাজ এসে গেল। কথাবার্তাটা এখনই সেরে ফেলি।'

'এক্ষুনি আসচি।'

''প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদকীয় নীতি কাল থেকে কিছুটা বদলাবে,' অম্বরনাথ পাণ্ডে পাইপ টানা বন্ধ রেখে প্রদীপ সকসেনাকে বুঝিয়ে দিলেন। 'গণতন্ত্র নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই, গণতন্ত্র প্রত্যেক ভারত-বাসীর কাম্য, 'প্রজাতন্ত্র' তার সবটুকু শক্তি দিয়ে গণতন্ত্র রক্ষা করবে, বলশালী করবে। সমাজতন্ত্রের ব্যাপারটা আলাদা। ভারত সরকার যে 'সমাজতান্ত্রিক কাঠামো'র লক্ষ্য নির্মাণ করেছেন তার সঙ্গে আমাদের সংঘাত হ'ত না, যদি-না একটা শক্তিমান গোষ্ঠী দেশটাকে কম্যুনিস্ট ক'রে নেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হ'ত। আজ পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে, সরকারী নীতির আড়ালে এ ষড়যন্ত্র বিরাট ও ব্যাপক, এর সঙ্গে এখুনি সংগ্রামে নিযুক্ত না হ'লে একদিন প্রভাতে দেখতে পাবেন গণতন্ত্র ম'রে গেছে, দেশটাকে কব্জা ক'রে নিয়েছে কম্যুনিস্টরা, যাদের অনেকেই গান্ধীটুপি আর খাদি পরে আমাদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। 'প্রজাতন্ত্র', অতএব, 'সমাজতন্ত্র' বর্জন ক'রে এখন থেকে সোজাসুজি প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ প্রচার করবে। রাজনৈতিক নেতারা যাই বলুন, প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ ছাড়া গণতন্ত্র সম্ভব নয়। আমাদের সংবাদ পরিবেশনে এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এখন থেকে প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজের প্রয়োজনীয়তা, এবং সুফল সম্বন্ধে জনমত গঠনের প্রয়াস প্রতিদিন সুস্পষ্ট হবে।'

অম্বরনাথ 'ডানহিল' লাইটার জ্বালিয়ে পাইপ ধরালেন।

'তার মানে 'প্রজাতন্ত্র' এখন থেকে ক্যাপিটালিজম্ প্রচার করবে,' প্রদীপ সকসেনা নতুন নীতির সরলার্থ করলেন।

'ক্যাপিটালিজম শব্দটা নোংরা শোনায়। ওটা আমরা ব্যবহার করব না। আমাদের ক্রোড় নীতি 'প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ'—হিন্দীতে নিশ্চয় শ্রুতিমধুর প্রতিশব্দ আছে, না থাকলে তৈরী ক'রে নিতে হবে।'

'আমরা এতদিন টাটা-বিড়লা-হিম্মৎলালদের বিরোধিতা ক'রে এসেছি, মনপলি ক্যাপিটালকে আক্রমণ করেছি। আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রবাদকে ভারতের শত্রু বলে এসেছি।'

'এসব আর বলা হবে না।'

প্রদীপ সকসেনাকে নীরব দেখে অম্বরনাথ পাইপে টান দিয়ে বললেন, 'প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হবে আপনাদের—বছরের পর বছর একই বুলি লিখে লিখে কলমের অভ্যাস খারাপ হ'য়ে গেছে, মনে মরচে পড়েছে। দুটোকেই ধার দিতে হবে। যদি দেখা যায় ধার নিচ্ছে না, আপনাদের মাথা আর কলম ভোঁতাই থেকে যাচ্ছে, তখন নতুন লোকের কথা ভাবা যাবে। আমার বিশ্বাস তার প্রয়োজন হবে না।'

প্রদীপ সকসেনার কান গরম হ'য়ে উঠল। বললেন, 'পাঠকদের কাছে ব্যাপারটা বিদঘুটে লাগবে না?'

'পাঠকরা তো সংবাদপত্রের নীতি ঠিক করে না, করে যারা সংবাদপত্র চালায়, তারা। পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্যে উপযুক্ত রসদ দিলেই তারা খুশি। এখানেও আপনার বিভাগে নতুন চিন্তা ও উদ্যম প্রয়োজন। আপনাকে অনেকবার বলেছি, বক্তৃতা কমিয়ে দিন। খবরে বক্তৃতা, সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বক্তৃতা। পাঠকরা চায় নতুন নতুন খবর, ফিচার, ছবি, হালকা ভাষায় লেখা 'হিউমান স্টোরী'। এ সবের ব্যবস্থা করুন। 'প্রজাতন্ত্র' এখন থেকে নতুন পথে চলবে। পুরানো আদৎ বদলে ফেলুন।'

'লোকের অভাব।'

'বলুন উপযুক্ত লোকের অভাব। সুদক্ষ কারিগরের অভাব। কৃষ্ণনারায়ণজী একদল অকেজো লোককে ঢুকিয়েছিলেন 'প্রজাতন্ত্রে'। তাদের একমাত্র যোগ্যতা ছিল জেল খাটা আর বক্তৃতা লেখা। আমি তাদের একজনেরও চাকরী খাই নি, কিন্তু আমার ধৈর্যেরও সীমা আছে। একথাটা সবাইকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেবেন, বুঝলেন।'

'এঁরা সবাই 'প্রজাতন্ত্রে'র পুরাতন বিশ্বাসী কর্মী। এঁদের একটা ভ্যালু আছে।'

'তা কি আমি অস্বীকার করছি? কিন্তু নতুন ভ্যালুর দাবী এঁরা

যদি মেটাতে না পারেন তা হ'লে কতদিন আমি এঁদের অবসর গ্রহণের অপেক্ষায় ব'সে থাকবো ?'

'আপনার আজকার সিদ্ধান্তে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ হ'তে পারে। সবার সঙ্গে, অন্তত আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে, বিষয়টা আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত নিলে ভালো হ'ত না কি ?'

'আপনি বলতে চাইছেন কি, মাস্টারজী, 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদকীয় বিভাগে এমন একটি মানুষও আছে যে পত্রিকার নীতি নিয়ে মাথা ঘামায়, পত্রিকা সমাজতন্ত্র বর্জন ক'রে গণতন্ত্রের সমর্থক হ'লে একজনেরও এক রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হবে, বুকে ব্যথা হবে, মন-খারাপ হবে ? এ সংবাদ কি আপনি আমায় দিতে চাইছেন ?'

প্রদীপ সকসেনা শুকনো হাসির সঙ্গে বল্লেন, 'ব্যথা পাবেন অনেকেই।'

'আপনি পাবেন ?'

'নিশ্চয়।'

'ব্যথা পেলে 'প্রজাতন্ত্রে'র নতুন সম্পাদকীয় নীতি কি ক'রে আপনি সুচারুভাবে অনুসবণ কববেন, মাস্টারজী ?'

প্রদীপ সকসেনা বুঝতে পারলেন, ভুল হ'য়ে গেছে। অম্বরনাথের মুখে 'মাস্টারজী' শব্দটা প্রদীপ সকসেনাকে আঘাত করে, মনটাকে কেমন অবশ ক'রে আনে। বুদ্ধি কাজ কবতে পারে না।

পনের বছর আগে প্রদীপ সকসেনা অম্বরনাথের প্রাইভেট টিউটর ছিলেন। সাংবাদিকতায় তাঁর বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। কৃষ্ণনারায়ণ তাঁকে 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন পুরাতন সম্পাদক ধরমবীরের 'পদত্যাগে'র পর। অম্বরনাথ বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে প্রদীপ সকসেনাকে স্মরণ করিয়ে দেন, তিনি আসলে সাংবাদিক নন, ছোট্ট কলেজের সামান্য অধ্যাপক, তাঁর বর্তমান সৌভাগ্য কৃষ্ণনারায়ণ নামক এক সদাশয় ব্যক্তির কৃপার ফল মাত্র।

'আমার কথা ছেড়ে দিন,' প্রদীপ সকসেনা বললেন, 'আমি

বিশ পনের যে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদনা করেছি, তেমনি ক'রে যাবো। এই পনের বছরে 'প্রজাতন্ত্রে'র পাঠক-সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, বর্তমানে আমাদের সার্কুলেশন সত্তর হাজার। বিজ্ঞাপনের আয় চারগুণ বেড়েছে। 'প্রজাতন্ত্র' এখন সারা ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকগুলির অন্যতম। উত্তর ভারতে আমাদের সমকক্ষ কেউ নেই।'

'তা কি আর আমি জানি নে, সকসেনাজী?' অম্বরনাথ মৃদু হেসে বললেন। 'প্রজাতন্ত্র' অনেক বৃদ্ধিলাভ করেছে আপনার সম্পাদনায়, যদিও আমরাও কিছু কম মেহনৎ ক'রি নি, কি বলেন, প্রশংসার যৎকিঞ্চিৎ আমাদেরও প্রাপ্য, তাই নয় কি? 'প্রজাতন্ত্র' এবার দেখবেন আরও বাড়বে। বাড়বে আমাদের সার্কুলেশন—নিউজ প্রিণ্ট যদি দেয় সরকার—বাড়বে প্রতিপত্তি, মান সম্মান। শীঘ্রই শুরু হবে আমাদের ইংরেজী দৈনিক, এই রাজ্যে প্রথম আধুনিক প্রথায় তৈরী ইংরেজী দৈনিক। আরও সম্প্রসারণের প্ল্যান আমাদের আছে, যা এবার আমরা একে একে বাস্তবে রূপায়িত করব। এ সন্ধিক্ষণে আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা আমার একান্ত প্রয়োজন। বুকে ব্যথা নিয়ে সে সহযোগিতা কি দিতে পারবেন আপনি, আপনারা? ব্যথাটা, অতএব, সংক্ষিপ্ত করুন, আজ রাত্রেই যেন প্রশমিত হয়, কাল থেকে যেন তার চিহ্ন না থাকে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অম্বরনাথ 'ইনটারকমে' সেক্রেটারীকে বললেন, 'ড্রাইভারকে বলো গাড়ী তৈরী রাখতে। আমি দু'মিনিটে নীচে নামছি।'

প্রদীপ সকসেনা অম্বরনাথের দপ্তর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে লিফটের দিকে পা বাড়ালেন। অম্বরনাথের হাবভাব আজকাল ক্রমশঃ রহস্যময় হ'য়ে আসছে। অনেক কিছুতে একসঙ্গে হাত দিয়েছে অম্বরনাথ,

হঠাৎ একসঙ্গে অনেক বড় হবার উচ্চাকাঙ্খায়, বড় হবার স্বপ্ন দেখবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মনে করেছে অনেক বড়, অনেক উঁচু, তাই কথায় কথায় শ্লেষ। তবু ভাগ্যি এখনও গঙ্গাবাঈ আছেন, জাহাজের হাল এখনও আসলে তাঁরই হাতে, তাঁর মাথা ঠাণ্ডা, বুদ্ধি পাকা, তাই অম্বরনাথ গুরুতর ভুল ক'রে বসে নি এখনও। প্রদীপ সকসেনাও একেবারে নখদন্তহীন নিরীহ নিরামিষাশী জীব নন 'প্রজাতন্ত্র পাবলিকেশন্‌সে', আমার হাতেও কিছু অস্ত্র আছে, শক্তিশেল না-হয় নাই হ'ল, মারণাস্ত্র তো বটে। তবু ধরমবীরের 'পদত্যাগে'র ইতিহাস প্রদীপ সকসেনার মনের পটে ত্বড়িৎ ছায়া ফেলল, শিরদাঁড়ায় একটা ঠাণ্ডা শিহরণ অনুভব করলেন। ধরমবীর 'প্রজাতন্ত্রে'র জন্ম থেকে সম্পাদক, কৃষ্ণনারায়ণ মতিলাল নেহেরুর সুপারিশে তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন। ধরমবীর জেলে গেছেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আবার 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদনা করেছেন। কারাবাসের সময়ও 'প্রজাতন্ত্রে' সম্পাদক হিসেবে তাঁর নামই ছাপা হ'ত। স্বাধীনতার পরে হঠাৎ ধরমবীরের সঙ্গে মনান্তর হ'ল কৃষ্ণনারায়ণের। ধরমবীর রাজশক্তির সঙ্গে স্বকীয় পৃথক আঁতাত গড়তে লাগলেন যা কৃষ্ণনারায়ণ মনে করলেন তাঁর ও 'প্রজাতন্ত্রে'র স্বার্থের পক্ষে প্রতিকূল। মনান্তর দ্রুতবেগে সংকটে পরিণত হ'ল। হঠাৎ একদিন কৃষ্ণনারায়ণ ধরমবীরকে পদত্যাগ করতে বললেন। ধরমবীর রাজী হলেন না কৃষ্ণনারায়ণের প্রস্তাবে। কৃষ্ণনারায়ণ ধরমবীরের সামনে কয়েকটি দলিলপত্র রাখলেন। ধরমবীর পরের দিন পদত্যাগপত্র লিখে কৃষ্ণনারায়ণের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দলিলগুলি ছিল ধরমবীরের দু'লাখ টাকার সম্পত্তি সংক্রান্ত। কৃষ্ণনারায়ণ ধরমবীরকে মোটা অংকের চেক দিলেন, বিদায় অনুষ্ঠানে তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। ধরমবীর কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও প্রচার বিষয়ক একটা মোটা চাকরীও পেলেন। কিন্তু বছর না যেতেই হার্ট ফেলে তাঁর মৃত্যু হ'ল।

লিফটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে প্রদীপ সকসেনা নিজের

ইতিহাস তলাস করে দেখলেন। অম্বরনাথ [illegible]
ধরমবীরে পরিণত করতে পারে? এ লোকগুলিকে, মা[illegible] [illegible]কে, বিশ্বাস নেই। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে না করতে পারে এমন কাজ নেই এদের কাছে। ধনসম্পত্তি প্রদীপ সকসেনার এমন কিছু নেই, যা আছে তা আইন-সঙ্গত। আদালতে কেউ তাঁকে জব্দ করতে পারবে না। কিন্তু সমাজ নামক আর একটা আদালত আছে যেখানকার আইন-কানুন আলাদা। *প্রদীপ সকসেনা যতটা সাবধানী সুমন ততটা নয়—সুমন অম্বরনাথের বিধবা বোন, প্রদীপ সকসেনার* পেছনে বহুদিনের বল, বর্তমানে অনেকটা নিষ্প্রভ। সুমনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অম্বরনাথের মতিগতি বিশেষ ভালো লাগছে না। কথাবার্তায় বড় বেশি ঝাল। মনে মনে কি মতলব পাকাচ্ছে কে জানে? প্রদীপ সকসেনা অবশ্য জালে ধরা পড়বার লোক নন।

লিফটের সামনে, প্রদীপ সকসেনা দেখলেন অপেক্ষারত জেনারেল ম্যানেজার কমলাপতি নিগমকে। লোকটা অম্বরনাথের নতুন আমদানী। প্রদীপ সকসেনা একেবারে বরদাস্ত করতে পারেন না কমলাপতি নিগমকে।

'নমস্তে এডিটরসা'ব,' কমলাপতি নিগম একগাল হাসল।

'নমস্তে।'

'সব শুভ তো?'

'জী।'

'আপনি তো আবার যাচ্ছেন আমেরিকায়।'

'ঠিক নেই। নিমন্ত্রণ আছে একটা। যাবো কি না ঠিক করিনি এখনও।'

'বেশ আছেন আপনারা। এডিটর মানেই আজ এদেশ, কাল ওদেশ। জেনারেল ম্যানেজারদের কেউ পুছে না।'

'আপনাকে গত সপ্তাহে একটা নোট পাঠিয়েছি। ফেরৎ আসে নি এখনও।'

'ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে আলোচনার সময় পাই নি। উনি বড় ব্যস্ত আছেন ক'দিন।'

'কবে সময় পাবেন?'

'আর ক'দিন অপেক্ষা করুন। তবে হ্যাঁ, একটা কথা আপনাকে বলতে পারি। সম্পাদকীয় বিভাগের ব্যয় প্রতি বছর ভীষণ বেড়ে চলেছে। অম্বরনাথজী এ নিয়ে বিশেষ চিন্তিত। তাঁর ধারণা আপনার পক্ষে ব্যয়-সংকোচ সম্ভব, এবং তিনি সম্ভবত এ বিষয়ে আপনাকে কিছু বলবেন দু'চার দিনের মধ্যে। আচ্ছা, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। নমস্তে।'

প্রদীপ সকসেনা মনে মনে গাল দিলেন। যেমন রাজা তেমনি মন্ত্রী।

'প্রজাতন্ত্রে'র সংগঠন ও নীতির যে গভীর পরিবর্তন আসন্ন 'প্রজাতন্ত্র ভবনে' এ গুজব কয়েকদিন আগেই প্রচারিত হ'য়েছিল। সম্পাদক সকসেনাও গুজব শুনেছিলেন। সহকর্মীদের কাছে কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন নন এ সত্য প্রদীপ সকসেনা প্রমাণিত হ'তে দিতে চান নি, যদিও সবাই এ সত্য জানত, এবং আরও জানত যে সম্পাদক হিসেবে প্রদীপ সকসেনার প্রকৃত দুর্বলতার কারণ তিনি না কর্তাদের বিশ্বস্ত, না সহকর্মীদের। কর্তারা মনে করেন তিনি অতি সহজেই তাঁদের লোক, তাঁরা যাই বলবেন তিনি পালন ক'রে যাবেন আর সহকর্মীরা জানে প্রদীপ সকসেনা কর্তাভজা সম্পাদক, কর্তাদের স্বার্থ তাঁর স্বার্থ, সহকর্মীদের জন্যে কিছু তিনি করবেন না, করার ক্ষমতা তাঁর নেই। সহকর্মীরা, অতএব, প্রদীপ সকসেনাকে বার বার প্রশ্ন করেছে পর্দার আড়ালে কি সমস্ত গুরুতর ঘটনা ঘটছে, প্রদীপ সকসেনা সব-জানি-বলব-না-কিছুই ভাব দেখিয়ে বিজ্ঞ হেসেছেন, তাঁর বিজ্ঞ হাসি নিয়ে সহকর্মীরা আড়ালে হেসেছে। তথাপি রাজনৈতিক সংবাদদাতা নন্দন চোপড়া যেদিন বলল, 'এই তো দিন তিনেক

আগে, 'সকসেনা সা'ব' মালিকরা তো রাঘব বোয়াল বধ করেছেন, বোম্বের হিম্মৎলাল গোষ্ঠীর সঙ্গে একত্র হ'য়ে রাজ্যে চার চারটে বিরাট কারখানা খুলেছেন, হিম্মৎলাল গোষ্ঠী এক কোটি টাকা ঢালছে 'প্রজাতন্ত্র'কে পুরোপুরি মডারনাইজ করতে, 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদকীয় নীতি বেমালুম পালটে যাবে, আপনাকে এবার ধনতন্ত্রের গুণগান করতে হবে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে, এসব খবর কিছু কি রাখেন?' তখন প্রদীপ সকসেনা বিস্ময় চাপতে পারেন নি, বলে উঠেছেন, 'আর যাই হোক, 'প্রজাতন্ত্রে'র মূল নীতি কদাচ বদলাবে না, অন্তত আমি যতদিন আছি ততদিন না'; শুনে নন্দন চোপড়া বাঁকা হেসে মন্তব্য করেছিল, 'তা হ'লে আপনি আর বেশি দিন নেই।'

আজ অম্বরনাথ পাণ্ডের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সুসজ্জিত দপ্তরঘর থেকে বেরিয়ে নিজের দপ্তরঘরে যেতে যেতে প্রদীপ সকসেনার নিজেকে বড় দুর্বল মনে হ'ল। 'প্রজাতন্ত্র' এ রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাবশীল সংবাদপত্র; প্রায় পঞ্চাশ বছর তার বয়স, পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সে বহন করছে। পনের বছর প্রদীপ সকসেনা 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদনা ক'রে এসেছেন, এ পনের বছরে 'প্রজাতন্ত্রে'র অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পুরাতন মালিক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণনারায়ণজী স্বর্গত হয়েছেন; মৃত্যুর বছর খানেক আগেও তিনি 'প্রজাতন্ত্র'কে একটি ট্রাস্টের অধীনে কর্মীকুলের যৌথ মালিকানায় রেখে যাবার পুরাতন ইচ্ছা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু তিনি শেষ-নিশ্বাস ফেলবার পর জানা গেল কেবল 'প্রজাতন্ত্র' নয়, 'প্রজাতন্ত্রে'র কল্যাণে অর্জিত সবকিছু অস্থাবর সম্পত্তি, যেমন 'লোকতন্ত্র প্রিন্টিং ওয়ার্কস', যা এ রাজ্যের অন্যতম প্রধান ছাপাখানা, 'স্বরাজ', যা এ রাজ্যের সর্বাধিক পঠিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাপ্তাহিক এবং দশখানা বাড়ী, এবং 'দি নর্থ ইণ্ডিয়ান পেপার মিলস্', যা এ রাজ্যের একমাত্র কাগজ নির্মাণের কারখানা, সব কিছুর বিনাশর্ত মালিকানা গঙ্গাবাঈ ও অম্বরনাথ পাণ্ডেকে উইল্ ক'রে দিয়ে গেছেন। এ ঘটনার তিন

বছর আগে কৃষ্ণনারায়ণের সঙ্গে বিবাদের ফলে ডাকসাইটে সম্পাদক ধরমবীর ভূপতিত হবার পর কৃষ্ণনারায়ণ প্রদীপ সকসেনাকে সম্পাদক নিযুক্ত ক'রে রাজ্য, এমন কি দেশব্যাপী, বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। প্রদীপ সকসেনা শহরে সনাতন ধর্ম কলেজে সিভিক্স্ আর পলিটিকস্-এর লেকচারার ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অম্বরনাথের এবং পরে সুমনের, প্রাইভেট টিউটর; ছাত্রকাল থেকে মনে কিছুটা স্বদেশী-স্বদেশী আদর্শ-উত্তাপ ছিল, কংগ্রেসের শেষ 'ভারত-ছাড়ো' সংগ্রামে খানিকটা অংশও গ্রহণ করেছিলেন। খাদি ব্যতীত অন্য বস্ত্র পরতেন না, স্বাধীনতা সংগ্রাম, কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে ইংরেজী ও হিন্দীতে নাতিগরম প্রবন্ধ লিখতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্র হিসেবে সুনাম ছিল, নরম ও মিষ্ট স্বভাবের গুণে সাধারণত সবাকার স্নেহভাজন ছিলেন প্রদীপ সকসেনা। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হ'লেও বিবাহ করেন নি, নারীসঙ্গ সযত্নে পরিহার ক'রে চলতেন, এই একাধিক কারণেও লোকে তাঁকে খানিকটা সমীহ করত। 'প্রজাতন্ত্রে' তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ ছাপা হ'য়েছিল; সম্পাদক হবার তিন বছর আগে থেকে 'রাজনৈতিক পটভূমি' শিরোনামা নিয়ে প্রদীপ সকসেনার লিখিত সাপ্তাহিক নিবন্ধ প্রকাশিত হ'ত; তিনি জানতেন ধরমবীরের পছন্দ ছিল না তাঁর রচিত প্রবন্ধ, কৃষ্ণনারায়ণের ইচ্ছাতেই সম্ভব হয়েছিল; জানতেন না, ধরমবীরের অধীনস্থ সম্পাদকীয় বিভাগের প্রায় সবাই তাঁকে তখন থেকেই কৃষ্ণনারায়ণজীর 'গুপ্তচর' নাম দিয়েছিল, তাঁর সামনে মনখুশি কথা বললেও আড়ালে তাঁকে নিয়ে নানা ধরনের তামাশা-বিদ্রূপ হ'ত। এর মধ্যে সবচেয়ে মুখরোচক ও ফিসফিস যে আলোচনা মাঝে মাঝে ঘনিষ্ঠ-আলাপনে রং চড়াত তা হ'ল অম্বরনাথ পাণ্ডের বিধবা বোন সুমনের সঙ্গে প্রদীপ সকসেনার সম্পর্ক।

সম্পাদক হবার পর 'প্রজাতন্ত্রে'র যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে তার জন্যে প্রদীপ সকসেনা কতটা দায়ী তা নিয়ে তাঁর সহকর্মীদের মনে সন্দেহ
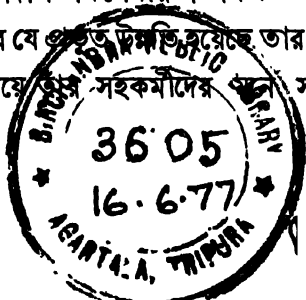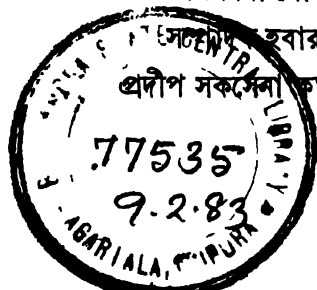
নেই : তাদের মতে কৃতিত্বের একাংশও প্রদীপ সকসেনার প্রাপ্য নয়। অম্বরনাথের প্রাপ্য বারো আনা। অম্বরনাথের পেছনে কার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা কাজ করছে তাও কারুর অজানা নেই। অম্বরনাথ অবারিত উদ্যমে 'প্রজাতন্ত্র'কে আধুনিক করেছেন। চারতলা নতুন বাড়ীতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 'প্রজাতন্ত্রে'র নতুন দপ্তর বসেছে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলায়; বাকী দু'তলা ব্যাংক, ইনসিওরেন্স জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। তেতলায় অম্বরনাথ নিজের দপ্তর একেবারে আধুনিক ডিজাইনে তৈরী করিয়েছেন। তাঁর নিজের সেক্রেটারী দু'জন, একটি খুবসুরত তরুণী, নাম অলকা, যাকে তিনি সোস্যাল সেক্রেটারী বলেন; দ্বিতীয় পুরুষ, রণধীর সিং, যে তাঁর পি এ. এবং বিশ্বস্ত নিজস্ব কর্মচারী, দপ্তরের বাবুদের ভাষায় 'স্পেশাল অপারেটর'। অম্বরনাথের সঙ্গে দেখা করতে যাঁরা আসেন তাঁদের আগে থেকে সময় ঠিক ক'রে নিতে হয়, বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে তিনি অন্যথা কারুব সঙ্গে দেখা করেন না; সম্পাদক ও জেনারেল ম্যানেজারকেও, খুব জরুরী কাজ না হ'লে, বিনা এ্যাপয়েন্টমেণ্টে অম্বরনাথ ঘরে ঢুকতে দেন না। নিজের আপিসঘরে অর্ধবৃত্তাকার টেবিল তৈরী করিয়েছেন অম্বরনাথ; বিরাট ঘরের একদিকে সোফা-সেট, ঘরের সঙ্গেই কনফারেন্স কক্ষ, এখানে বোর্ড অব ডিরেক্টরস্‌-দের মিটিংও বসে। 'ইনটারকম' সহযোগে বাড়ীটার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গে অম্বরনাথ সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করেন, যেমন সম্পাদক, জেনারেল ম্যানেজার, সার্কুলেশন ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজার।

তিনতলায় অম্বরনাথের নিজের দপ্তর ছাড়া রয়েছে জেনারেল ম্যানেজার কমলাপতি নিগমের আপিস, এবং সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ। প্রত্যেকটি বিভাগের সমুদয় কর্মচারী একটা বিরাট ঘরে আলাদা টেবিলে বসে, ম্যানেজারকেও কর্মচারীদের সঙ্গেই বসতে হয়, তাঁরা আলাদা ঘর পান না। আলাদা দপ্তর পান কেবলমাত্র

জেনারেল ম্যানেজার, এবং সম্পাদক। সহকারী সম্পাদক চারজন—তাদের বসবার ব্যবস্থা একটা বড় ঘরের চারটি আধা-ঘেরাও কিউ-বিক্‌ল্‌-এ, যাতে তারা একসঙ্গে কাজ করতে পারে, আবার প্রয়োজন মত নিজস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও রক্ষা করতে পারে। বার্তা-বিভাগ বিরাট একটা হলঘর, বার্তা-সম্পাদককে সাব-এডিটরদের সঙ্গেই বসতে হয়; যেহেতু তাঁকে রিপোর্টারদের কাজও দেখতে হয় তাই রিপোর্টারদের ঘরও বার্তা-কক্ষের সঙ্গেই সংযুক্ত। বার্তা-কক্ষের মধ্যে রয়েছে তিনটি কিউবিক্‌ল্‌, যেখানে বসেন 'প্রজাতন্ত্রে'র তিনজন প্রধান নিজস্ব প্রতি-নিধি: রাজনৈতিক সংবাদদাতা নন্দন চোপড়া, অর্থনৈতিক সংবাদ-দাতা প্রকাশ শরণ, এবং হালে নিযুক্ত কৃষি-সংবাদদাতা, অবিনাশ থাপড়। পুরো সম্পাদকীয় বিভাগ দোতলায়। সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গেই 'কেস রুম'—যেখানে লাইনো মেশিনে 'প্রজাতন্ত্র' প্রতিদিন তৈরী হয়। রোটারী ছাপাখানা বাড়ীটার বেসমেণ্টে। দোতলাতেই রয়েছে সাপ্তাহিক 'স্বরাজ'-এর দপ্তর, যার সম্পাদক অরবিন্দ সহায় হিন্দী সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল। গত দশ বছরে অম্বরনাথের উদ্যোগে আরও দু'খানা পত্রিকা চালু হয়েছে, হিন্দীভাষী ভাবতে তাদের প্রত্যেকটি সমাদৃত। 'নারী' পত্রিকাটি মাসে দু'বার বেরোয়—ইংরেজী 'ফেমিনা' পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বী। 'নবীন' ছাত্র ও যুবক সমাজের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত হিন্দী সাপ্তাহিক। এ দুটি পত্রিকার দপ্তরও বাড়ীটার দোতলায়।

নিজের দপ্তরে ফিরে গিয়ে প্রদীপ সকসেনা চেয়ারে ব'সে, বেয়ারাকে ডেকে দু'খিলি পান আনতে বললেন, 'মোহিনী জর্দা' সমেত। দুর্বলতা ভাবটা কাটেনি, বরং বেড়েছে মনে হ'ল চেয়ারে বসার পর, মনের মধ্যে ভারী অবসাদ। অম্বরনাথ পাণ্ডে 'প্রজাতন্ত্রে'র মালিক, পত্রিকা-প্রতিষ্ঠানের যাট শতাংশ শেয়ার গঙ্গাবাঈ-এর, পনের

শতাংশ তাঁর নিজের, দশ শতাংশ তাঁর ভগিনীর, এবং [illegible] শতাংশ পরিবারের বাইরে অন্য ব্যক্তিদের। অম্বরনাথ যদি পত্রিকার নীতি পালটাতে চান, আমি আর কি-ই বা করতে পারি, প্রদীপ সকসেনা নিজেকে বললেন। আমি 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক, কিন্তু আমার হাতে তো কোনও ক্ষমতাই নেই, আমি কাউকে নিয়োগ বা বরখাস্ত করতে পারি নে, অম্বরনাথ পত্রিকার আসল আসল ব্যাপারে কদাচ আমার পরামর্শ নেন না। আমি প্রবন্ধ লিখি, অন্যের প্রবন্ধ দেখে দি, সম্পাদকীয় বিভাগের দৈনন্দিন ঘরোয়া ছোটখাট সমস্যা আমাকে সামলাতে হয়, যেমন কারুর দু'তিনদিনের ছুটি মঞ্জুর করা, রিপোর্টারদের সঙ্গে বার্তা-সম্পাদকের মতের অমিল হ'লে মধ্যস্থতা করা, সহকারী সম্পাদকদের মধ্যে লেখা বেঁটে দেওয়া। চার বছর আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা ক'রে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর অম্বরনাথ দারুণ চটে গিয়েছিলেন, তার পর থেকে প্রতি রাত্রে তাঁকে টেলিফোনে সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি প'ড়ে শোনাতে হয়; তাঁর অনুমোদন পেলেই ছাপা হ'য়ে থাকে। আমি কি ক'রে জানব মুখ্যমন্ত্রীর নতুন পরিবহন নীতির সঙ্গে অম্বরনাথ পাণ্ডের যোগসাজস ছিল—আমাকে না জানালে আমি জানব কি ক'রে? রাজ্য পরিবহন জাতীয়করণের নীতি 'প্রজাতন্ত্র' চিরদিন সমর্থন ক'রে এসেছে, হঠাৎ সে নীতিকে বদলে দিয়ে বড় বড় শহরে প্রাইভেট 'মিনিবাস' চালাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হ'ল; সমাজতান্ত্রিক আদর্শের এমন মানহানিকে 'প্রজাতন্ত্র' আক্রমণ করবে না তো কে করবে? আমি কি ক'রে জানব 'মিনিবাস' পরিকল্পনার পেছনে যে ক'জন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন তাদের নেতৃত্ব করছিলেন অম্বরনাথ পাণ্ডে, এবং যে পঁচিশ খানা 'মিনিবাস' নিয়ে প্রাইভেট পরিবহন শুরু, তার মধ্যে সাতখানাই ছিল অম্বরনাথের? সম্পাদকীয় ছাপা হবার পরও অম্বরনাথ আমাকে তাঁর বিশ্বাসের গণ্ডীতে গ্রহণ করেন নি; একটি 'মেমো'তে আদেশ জারী করেছিলেন: 'আজ থেকে 'প্রজাতন্ত্রে'র

যাবতীয় সম্পাদকীয় মন্তব্য আমার অনুমোদন না নিয়ে ছাপা হবে না। আমি আপিসে থাকার মধ্যে যদি মন্তব্য লেখা সমাপ্ত হয়, অনুমোদনের জন্যে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। অন্যান্য প্রবন্ধগুলি টেলিফোনে আমাকে প'ড়ে শুনিয়ে আমার অনুমোদন নিতে হবে। এ আদেশ আজ থেকেই বলবৎ হ'ল।' অবশ্য আমি তার আগেই ঘটনার বিবরণ পেয়ে গিয়েছিলাম, তাহলেও অর্ডার পেয়ে আমার কান গরম হয়েছিল, বুকের নিশ্বাস আটকে আসছিল। সহকর্মীরা আমাকে প্রতিবাদ করবার জন্যে চাপ দিয়েছিল, নন্দন চোপড়া বিদ্রূপ ক'রে বলেছিল, 'সকসেনা সা'ব তো বটবৃক্ষ, ডাল কাটলেও ছায়া দিতে কার্পণ্য করেন না, একেবারে উৎপাটিত হবার আগে টেরও পাবেন না যে তিনি আর নেই।' আমি প্রতিবাদের কথা একেবারে ভাবিনি তা নয়, কিন্তু আমি অম্বরনাথের ফাঁদে ধরা পড়বার লোক নই, প্রতিবাদ করলে আমার কিংবা 'প্রজাতন্ত্রে'র লাভ হ'ত না একটুও, অম্বরনাথ তাঁর অর্ডার তুলে নিতেন না, মোলায়েম ভাষায় কতগুলি খারাপ কথা শোনাতেন, হজম ক'রে আমাকে নিজের দপ্তরে ফিরে এসে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে টেলিফোনে অম্বরনাথকে প'ড়ে শুনিয়ে অনুমোদন নিতে হ'ত, প্রতিবাদে কোনও কাজ হ'ত না।

মোহিনী জর্দা দিয়ে দু'খিলি পান খেয়ে দেহে খানিকটা বল এল। প্রদীপ সকসেনা সহকারী সম্পাদকদের ডেকে পাঠালেন। চারজনের মধ্যে অম্বিকাপ্রসাদ আগরওয়াল ষাটের কাছাকাছি, 'প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার প্রায় কৈশোর থেকেই বিদ্যমান। এককালে গান্ধীপন্থী ছিলেন, এখনও আছেন, যদিও তিনি তীব্র মুসলমান-বিরোধী, ভারত-শ্রেষ্ঠ-সামরিক-শক্তি-হোক আদর্শে বিশ্বাসী, এবং পুত্ররা এমন একটি ব্যবসায়ে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত যার মুখ্য সংযোগ আরব দেশগুলি থেকে যারা সোনা স্মাগল ক'রে ভারতবর্ষে বিক্রী করে তাদের সঙ্গে। অম্বিকাপ্রসাদ আগরওয়াল সাধারণত জাতীয় রাজনীতি ও পাকিস্তান বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন, আজকাল চীন

সম্বন্ধেও। ডাঃ নগেন্দ্রকুমার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, দু'বছর লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্-এ গবেষণা ক'রেছেন, হ্যারল্ড লাস্কির ভক্ত, যেহেতু পারদর্শিতা তাঁর অর্থনৈতিক বিষয়ে, তিনি আর্থিক সমস্যার ওপর সাধারণত সম্পাদকীয় লেখেন। মোহন সিং কোমল বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হ'য়ে এসে হাইকোর্টে ব্যবসা জমাতে পারেন নি; পাঁচ বছর হ'ল তিনি 'প্রজাতন্ত্রে'র মুখ্য আন্তর্জাতিক ও আইন বিষয়ক সম্পাদকীয় লেখক। প্রদীপ সকসেনার চতুর্থ সহকারী একটি তরুণী, যাকে অম্বরনাথ বছর দেড়েক আগে সবাইকে চমকিত ক'রে, অনেকের মনে ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়ে, সরাসরি সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত ক'রেছেন। অর্চনা কাউল কাশ্মিরী, বয়স ত্রিশের বেশি নিশ্চয় নয়, সুন্দরী; অম্বরনাথের বাৎসরিক বিদেশযাত্রার, তাঁর নিজের ভাষায়, 'প্রজাতন্ত্রে'র জন্যে উজ্জ্বলতম পুরস্কার।' লস্ এঞ্জেলস্ শহরে অম্বরনাথের সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল অর্চনা কাউলের, সে তখন নর্থ কারলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট করছে কম্যুনিকেশন সায়ান্সে। ছ'মাস বাদে অর্চনা কাউল 'প্রজাতন্ত্র' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। প্রদীপ সকসেনা আজও ঠিক জানেন না কোন কোন বিষয়ে অর্চনা কাউল সম্পাদকীয় রচনার জন্যে সত্যিকাবের যোগ্যতা অর্জন করেছে; তাই তিনি সচরাচর তাকে লিখতে দেন না। অর্চনা কাউল এ জন্যে প্রদীপ সকসেনার ওপর নারাজ, কিন্তু তাতে প্রদীপ সকসেনার বিশেষ মাথাব্যথা নেই, অর্চনা কাউলের সঙ্গে অম্বরনাথ পাণ্ডের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান, যদিও 'প্রজাতন্ত্র ভবনে' দেড় বছরে তার কোনও প্রকাশ ঘটে নি, অতএব অর্চনা কাউলকে 'স্বস্থানে রাখতে' প্রদীপ সকসেনার এখনও অসুবিধা হয় নি।

চারজন সহকারী সম্পাদক একত্রিত হলেন সম্পাদকের দপ্তরে। প্রদীপ সকসেনা বার্তা-সম্পাদক ললিতপ্রসাদ শ্রীবাস্তবকেও ডেকে পাঠালেন। বেয়ারাকে ডেকে চা আনতে বললেন।

প্রদীপ সকসেনা স্বল্পভাষী, কথা বলেন মাটির দিকে তাকিয়ে,

থেমে থেমে, প্রত্যেকটি শব্দের জন্যে অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে, বিষয়বস্তু গুরুতর হ'লে প্রতিটি বাক্যের পর অনেক লম্বা যতি টেনে। আজকের বিষয় গুরুতর, প্রদীপ সকসেনার দেহে মনে ক্লান্তি, অতএব অনেকক্ষণ সময় নিয়ে তিনি সহকর্মীদের যা বললেন তার মর্মার্থ হ'ল : 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদকীয় নীতির আজ থেকে মৌলিক পরিবর্তন। এখন থেকে ধনতন্ত্রবাদ, পুঁজিবাদী এবং মনপোলিস্টদের গালমন্দ, সমালোচনা করা বন্ধ থাকবে, সমাজতন্ত্রের প্রচারও ; বরং প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজের পথ ধ'রে দেশের উন্নতি যে ত্বরান্বিত হ'তে পারে, আমলাতান্ত্রিক ঢিলেমি, অপচয়, অনাচার ও অপটুতা বর্জন ক'রে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হ'তে পারে তাই যুক্তি, প্রত্যয় এবং তথ্যের সাহায্যে অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রমাণ করতে হবে। এ নতুন নীতি প্রতিফলিত হবে কেবল সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ও মন্তব্যে নয়, সংবাদ ও সমীক্ষার পরিবেশনেও।

প্রদীপ সকসেনার বক্তব্য শেষ হ'লে অম্বিকাপ্রসাদ আগরওয়াল বললেন, 'এ নির্দেশ আপনি পেলেন কার কাছ থেকে ?'

'পাণ্ডেজী স্বয়ং আমাকে আদেশ দিয়েছেন।'

'লিখিত ভাবে ?'

প্রদীপ সকসেনা অম্বরনাথের আদেশ সহকর্মীদের দেখালেন।

'আমি জানতাম, আমি অনেকদিন আগেই জানতাম', গম্ভীর কণ্ঠে নিনাদ ক'রে উঠলেন অম্বিকাপ্রসাদ, 'হিম্মৎলালদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে অম্বরনাথ পাণ্ডে, এবার আরও অনেক পরিবর্তন হবে। আমেরিকান টাকা আসবে জাহাজ বোঝাই হ'য়ে, বছর দুই অপেক্ষা করুন, দেখবেন কোথাকার জল কোথায় গিয়ে পৌছয়।'

নগেন্দ্রকুমার প্রশ্ন করলেন, 'গতকাল আমি যে ক্যাপিটালিস্ট ফার্মিং নিয়ে প্রবন্ধটা আপনাকে দিয়েছি সেটা তা হ'লে ছাপা হচ্চে না ?'

'হ'তে পারে', প্রদীপ সকসেনা বললেন, 'যদি আপনি নিন্দাসূচক অংশগুলিকে বদলে প্রশংসা ক'রে লিখে দেন।'

'তা হ'লে ওটা আমাকে ফেরৎ দিন। বদলে দি' আজই। কাল আর আমার লেখার সময় হবে না।'

মোহন সিং কোমল বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললেন, 'ক্যাপিটালিস্ট ফার্মিংকে নিন্দা ক'রে লেখা প্রবন্ধ রাতারাতি প্রশংসায় পরিণত হবে? এই কি আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাস?'

নগেন্দ্রকুমার জবাব দিলেন, 'সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাস যদি আমাদের থাকত তা হ'লে প্রদীপ সকসেনাজী মালিকের আদেশ অমান্য ক'রে পদত্যাগ পত্র দাখিল করতেন। ক্যাপিটালিস্ট ফার্মিং-এর বিরুদ্ধে অনেক কিছু লেখা যায়, সপক্ষেও। মালিক যা চান আমরা তাই লিখি। আমার সঙ্গে অন্যদের প্রভেদ হ'ল আমি এ সত্য স্বীকার করবার সাহস রাখি, তাঁরা রাখেন না।'

মোহন সিং কোমল নগেন্দ্রকুমারের আক্রমণ উপেক্ষা ক'রে বললেন, 'কর্তৃপক্ষ এত বড় একটা সিদ্ধান্ত রাতারাতি চালু ক'রে বসবেন, আর আমরা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেব?'

অম্বিকাপ্রসাদ উচ্চহাসির সঙ্গে বলে উঠলেন, 'সাবাশ মোহন সিংজী। মালিক ঠিক করেছেন 'প্রজাতন্ত্র' ধনতন্ত্র প্রচার করবে, আমরা মালিকের আদেশ অগ্রাহ্য ক'রে সমাজতন্ত্র চালিয়ে গেলে ভারতের সংবাদপত্র ইতিহাসে নতুন নাটকীয় ঘটনার সূচনা হবে। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? আপনি সমাজতান্ত্রিক সম্পাদকীয় লিখলেও এডিটর সাহেব তা অনুমোদন করবেন না।'

নগেন্দ্রকুমার যোগ দিলেন, 'আপনারা, মহিলা ও মহোদয়গণ, ভুলে যাচ্ছেন প্রতি রাত্রে টেলিফোনে মালিকের অনুমতি না নিয়ে সম্পাদকীয় ছাপা চারবছর ধ'রে নিষিদ্ধ হয়ে আছে। আমাদের মধ্যে কেউ তার প্রতিবাদ করেছেন ব'লে এই অধমের জানা নেই।'

ইনটারকমে আওয়াজ হ'ল, প্রদীপ সকসেনা সন্ত্রস্থ হ'য়ে স্পীকারের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'জী, ফরমাইয়ে।'

অম্বরনাথের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'অর্চনা কাউল দপ্তরে এসেছে?'

'জী।'

'আপনি বুঝি মিটিং-এ আছেন? কাদের সঙ্গে মিটিং করছেন?'

'সহকারী সম্পাদক ও বার্তা-সম্পাদক। আমি ওঁদের—'

'পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন?'

'জী।'

'কারুর অমত নেই তো?' অম্বরনাথের কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

'অমত?' প্রদীপ সকসেনার গলায় শব্দ আটকে গেল। কষ্টের সঙ্গে গলা খালি ক'রে, 'না, না। অমত হবে কেন?'

'না হলেই ভালো। আপনাকে বলতে ভুলে গেছলাম। সম্পাদকীয় বিভাগে যদি কারুর নতুন নীতিতে সায় না থাকে; বিবেকের বিরুদ্ধে চাকরী করতে আমি কাউকে জোর করব না। মানে, নীতি বা আদর্শের জন্যে কেউ যদি পদত্যাগ করতে চান, তিন মাসের মাইনে এবং পাওনা-গণ্ডা পুরোপুরি বুঝে নিয়ে বিদায় নিতে পারবেন।'

ইনটারকমে বিঘোষিত শব্দগুলি প্রত্যেকের কর্ণগোচর হ'ল। পাঁচজন মেঝে বা টেবিলের ওপর চোখ রেখে কথাগুলি শুনলেন। কেউ একটাও কথা বললেন না। পাঁচজনের নিশ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

অম্বরনাথের গলা আবার শ্রুত হ'ল, 'অর্চনা কাউলকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। মানে, মিটিং শেষ হ'লে।'

ইনটারকমে স্যুইচ অফ করার শব্দ হ'ল।

মিনিট খানেক চুপের পর প্রদীপ সকসেনা বললেন, 'অর্চনা দেবী আপনাকে পাণ্ডেজী দেখা করতে বলছেন।'

অর্চনা কাউল বলল, 'আমার দু'একটা প্রশ্ন ছিল।'

চারজনই একসঙ্গে বিস্ময়-দৃষ্টি হানল অর্চনার মুখে।

প্রদীপ সকসেনা বললেন, 'কি প্রশ্ন?'

'প্রজাতন্ত্রে'র প্রথম পৃষ্ঠায় টাইটেল-মাস্টের নীচে লেখা থাকে:

'গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নির্ভীক স্বাধীন দৈনিক'। [illegible]
থেকে কি 'সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী' কথাগুলি বাদ যাবে?'

প্রদীপ সকসেনা বললেন, 'বিবৃতিটি কাল থেকে ব্যবহার করা হবে না। তার বদলে অন্য কোনও বিবৃতি ব্যবহারেব নির্দেশ আমি পাই নি।'

অর্চনা কাউল বলল, 'পত্রিকার নীতি নির্ধারণে কি একমাত্র মালিকেরই অধিকার?'

প্রদীপ সকসেনা জবাব দিলেন, 'প্রজাতন্ত্রে'র কোনও লিখিত 'সংবিধান' নেই।'

অর্চনা কাউল প্রশ্ন করল, 'আমাদের মধ্যে, মানে এই পুরো দপ্তরটায়, এমন কি কেউ আছেন গিনি 'প্রজাতন্ত্র' সমাজবাদী পত্রিকা বলেই এখানে কাজ করছেন? সমাজবাদী নীতি ত্যাগ করলে যাঁর পক্ষে কাজ করা অসম্ভব হবে?'

প্রদীপ সকসেনা প্রশ্নের জবাব দিলেন না।

অর্চনা কাউল বলল, 'তা হ'লে কি দেখা যাচ্ছে না, পত্রিকার বিঘোষিত নৈতিক আদর্শের জন্যে আমাদের কারুর সত্যিকারের কোনও দবদ নেই? পত্রিকার নীতি যাই হোক, চাকরী আমরা করতে পারলেই খুশি।'

নগেন্দ্রকুমার বললেন, এ সত্য প্রমাণ করবার জন্যে অম্বরনাথ পাণ্ডে এক দারুণ খেল খেলছেন। তাই না কি?'

মোহন সিং কোমল বললেন, 'মিস্ কাউল, আপনি কি মাস্টহেডের নীচে ঐ শব্দগুলিদ্বারা 'প্রজাতন্ত্রে'র প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন?'

অর্চনা কাউলের গৌর মুখ রক্তাভ হ'ল।

সে বলল, 'একেবারে হই নি তা নয়। কিন্তু আমি তো মাত্র এসেছি। আপনারা আমাকে কতটুকু আর চেনেন, অথবা আমি আপনাদের?'

একটু থেমে অর্চনা কাউল আবার বলল, 'আমার আর একটা

প্রশ্ন আছে। সকসেনাজী, আপনি কি নতুন নীতি সম্বন্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন? কোনও ভাবে আপনার অসম্মতি অথবা স্বীকৃতির অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করেছেন?'

প্রদীপ সকসেনা চুপ ক'রে থাকলে, অর্চনা বলল, 'প্রশ্নে বেআদবি হ'য়ে থাকলে ক্ষমা করবেন।'

প্রদীপ সকসেনা এবার বললেন, 'আমি বলেছি, 'প্রজাতন্ত্রে'র মূল নীতি এভাবে পাল্টে দিলে আমরা সবাই অত্যন্ত দুঃখ পাবো, পাঠকরাও ক্ষুব্ধ হবেন। আমি আরও বলেছি, এ নীতি-বদলে আমার ব্যক্তিগত সমর্থন নেই।'

'এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু করার কথা কি আপনি ভেবেছেন?'

প্রদীপ সকসেনার মুখ রাগে বেগুনী হ'য়ে উঠল। মুখে কথা ফুটল না।

অর্চনা কাউল বলল, 'আমি যদি আপনাদের বলি, আসুন, আমরা সবাই একসঙ্গে অম্বরনাথজী'র কাছে গিয়ে প্রতিবাদ জানাই, আপনারা আসবেন?'

তিনজন একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'ওতে কিচ্ছু লাভ হবে না।'

'লাভ ক্ষতি তো পরের কথা। অন্তত আমাদের বিবেক সাফ্ থাকবে। আপনারা আসবেন কি?'

অম্বিকাপ্রসাদ বললেন, 'যা ক'রে লাভ নেই তাতে কেবল শক্তির অপচয়।'

অর্চনা কাউল চেয়ার ছেড়ে উঠল। 'আচ্ছা, আমি আসচি। নমস্তে।'

সে' নিষ্ক্রান্ত হ'লে, অম্বিকাপ্রসাদ বলল, 'এই আউরৎ স্বয়ং শকুনিকেও চালে হারায়। এক্ষুনি সোজা গিয়ে মালিকের কানে কানে বলত আমরা প্রতিবাদের পাঁয়তাড়া কষছি।'

মোহন সিং কোমল বললেন, 'লালা অম্বরনাথ পাণ্ডের সঙ্গে অর্চনা কাউলের সম্পর্কটা কি ধরনের আমি আজও বুঝে উঠতে পারলাম না।'

নগেন্দ্রকুমার বললেন, 'আইনত মনিব-চাকরের। তার বেশি বুঝতে হ'লে আপনাকে অম্বিকাপ্রসাদজীর দ্বারস্থ হ'তে হবে। তবে উনি সহজে বলবেন না। একবোতল হুইস্কি যদি খরচ করতে পারেন কোনও শনিবারের মধ্যরাত্রে, এক বিচিত্র রহস্যপুরীর দ্বার কিঞ্চিৎ খুলেও বা ধরতে পারেন অম্বিকাপ্রসাদজী।'

প্রদীপ সকসেনা সন্ত্রস্থ হ'য়ে দেখলেন ইনটারকমে স্যুইচ বন্ধ, আছে তো!

আলোচনায় একটুও অংশ নেন নি বার্তা-সম্পাদক ললিতপ্রসাদ শ্রীবাস্তব। সহকারী সম্পাদকরা একে একে উঠে গেলেও তিনি ব'সে রইলেন।

প্রদীপ সকসেনা ক্লান্ত স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কোনও কাজ আছে শ্রীবাস্তবজী?'

ললিতপ্রসাদের বয়স সাতান্ন অতিক্রম করেছে, মাথা-জোড়া টাক, কেবল ঘাড়ের ওপরে একগোছ পাকাচুল, কপালে অনেকগুলি গভীর রেখা, হলদে-লাল চোখের দৃষ্টি অনেকটা স্তিমিত, চোখের নীচে খোকা-গালে মাংস থলথল। সর্বদা পান চিবোনোর জন্যে দাঁতগুলি বিবর্ণ কালো, ফাটা ওষ্ঠাধরে পানের রস শুকিয়ে বাসি রক্তের দাগের মত দেখায়। ত্রিশ বছর আগে 'প্রজাতন্ত্রে' সাব-এডিটরের পদে যোগ দিয়েছিলেন, তিন বছর হ'ল বার্তা-সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত ক'রে আছেন।

ললিতপ্রসাদ বললেন, 'খাত্রা আছে।'

'খাত্রা? কিসের খাত্রা?'

'প্রেসের কথা ভেবেছেন?'

''প্রেসের কথা?'

'ইউনিয়নে গোলমাল হ'তে পারে। মালিক তা জানেন?'

'ওসব কিচ্ছু হবে না।'

'আমার কেমন ভয়-ভয় করছে।'

'ভয়-ভয় করছে?'

'স্টাফে কয়েকটা ছোকরা আছে, ভীষণ বেআদব। কেউ কবি, কেউ-বা উপন্যাস লেখে, প্রকাশকরা ছাপতে চায় না, তাই সব সময় রেগে থাকে। তারা না গোলমাল বাধায়।'

'বাধালে তখন দেখা যাবে।'

'নন্দন চোপড়া ওদের লীডার। মাস্তান লোক। ইউনিয়নের সঙ্গেও যোগসাজস আছে।'

'নন্দন চোপড়া? না, না। আসলে সে মালিকের লোক।'

'রিপোর্টারদের কপি সব দেখে দিতে হবে। তার মানে রাত বারোটার আগে ঘর যেতে পারব না।'

'দু'চারদিন মাত্র।'

'শরীরটা ঠিক নেই। নিশ্বাসের কষ্ট। রাত্রে ঘুম হয় না।'

'প্রথম ক'টা দিন সামলাতেই হবে। উপায় নেই।'

'সুরেশ···ছোট ভাইটা···'

'তার আবার কি হ'ল?'

'প্রথম ক'টা দিন আপনাদের কেউ রাত্রিতে থাকলে ভাল হয়। অম্বিকাপ্রসাদজী, অথবা নগেন্দ্রনাথজী—'

'তা হয় না। আপনাকেই সব কপি দেখে শুনে বাড়ি যেতে হবে। আমাদের অনেক ঝামেলা আছে।'

ললিতপ্রসাদ বেশ কষ্টের সঙ্গে দেহটাকে তুললেন। তাঁর সমস্যা প্রদীপ সকসেনা বুঝবেন না, এঁরা কেউ বুঝবেন না। গৃহে তরুণী ভার্যা বর্তমান। পাঁচ বছর তিনমাস সতের দিনের নতুন পত্নী ছাব্বিশ বছরের শশীপ্রভা। ছোটভাই সুরেশ তেইশ বছরের নওজোয়ান। রাত বারোটা পর্যন্ত আপিসে কাটালে শশীপ্রভা সুরেশের কাছ থেকে আদায় ক'রে নিতে পারে যা ললিতপ্রসাদ তাকে দিতে পারে নি, পারবে না। 'প্রজাতন্ত্র' সমাজবাদ ত্যাগ ক'রে ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদ প্রচার করুক আর না করুক ললিতপ্রসাদের কিচ্ছু এসে যায় না।

সুরেশ বাড়ি ফেরার আগে ঘরে পৌঁছন যে-'বাদে' সম্ভব ললিত-প্রসাদের প্রয়োজন তাই।

শশীপ্রভা 'প্রজাতন্ত্র' খুলেও দেখে না।

পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কতগুলি ছোটখাট ঘটনা ঘটল, যা ঠিক ঘটনা নয়, অথচ যা মানুষের মন ও মাথার দিক থেকে দেখতে গেলে একেবারে তাৎপর্যহীনও নয়। যেমন, প্রদীপ সকসেনা ঠিক করলেন আগামী দিনের সম্পাদকীয় পাকিস্তান নিয়ে লিখিত হোক, তাতে সমাজতন্ত্র-ধনতন্ত্রের প্রশ্ন উঠবে না; তিনদিনের পুরাতন অম্বিকা-প্রসাদ-বিরচিত দীর্ঘকায় নিবন্ধটি তিনি উপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে প্রেসে পাঠিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় নিবন্ধ নির্বাচনেও তকলিফ হ'ল না: মোহন সিং কোমলকে ডেকে বললেন, হরিজনদের সামাজিক অবস্থা নিয়ে হোম মিনিস্ট্রি থেকে বাৎসরিক যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তার ওপরে মন্তব্য ক'রে একটি প্রবন্ধ রচনা করতে। মোহন সিং কোমল সম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে তীব্র আক্রমণ করলেন, এবং পাঠকদের জানিয়ে দিলেন ধনতান্ত্রিক সমাজে জন্মগত জাতিগত কুসংস্কার বিলোপ হ'তে বাধ্য: 'যন্ত্রসভ্যতার দ্রুত প্রসারই জাতিভেদ বিনাশের একমাত্র পথ।' অর্চনা কাউল সম্পাদকদের ঘর থেকে নিজের কিউবিক্‌ল্‌-এ ফিরে গিয়ে দেখতে পেল টেবিলের ওপর অম্বরনাথ পাণ্ডের শ্লিপ: 'আমার সঙ্গে পাঁচটা পঁচিশে দেখা কোরো। এখন ব্যস্ত আছি।' ললিতপ্রসাদ শ্রীবাস্তব রিপোর্টারদের একে একে ডেকে পাঠিয়ে যা বললেন তার সরলার্থ হ'ল: 'আজ থেকে সমাজবাদী সংবাদগুলি কম ক'রে লিখো, চেপে চুপে সাবধানে। প্রাইভেট সেক্টরের ওপর নেকনজর দিতে শেখো। আজ সন্ধ্যাবেলা টাউন হলে শিল্পপতি লালা হিম্মৎলালের বক্তৃতা আছে, ওটার বেশ বড় রিপোর্ট দিও।' সাব এডিটরদের সঙ্গে ব'সে

বললেন, 'জমানা বদলাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বদলাতে হবে। লে-আউট আর হেডলাইনে নতুন নীতির বিকাশ যাতে স্পষ্ট হয় সেদিকে নজর রেখো। আর একটা বছর চাকরী আছে, বাঁবারা সব, আমাকে বিপদে ফেলো না।'

লালা অম্বরনাথ পাণ্ডে জেনারেল ম্যানেজার কমলাপতি নিগমকে ডাকলেন। কমলাপতি অম্বরনাথের নিজস্ব আবিষ্কার। চারবছর আগেও 'প্রজাতন্ত্র পাবলিকেশন্‌স্‌'-এর জেনারেল ম্যানেজার ছিল না। কৃষ্ণনারায়ণের আমলে ম্যানেজার ছিলেন শিবশংকর চাওলা—তাঁকে অবসর নিতে বাধ্য ক'রে অম্বরনাথকে বসিয়েছিলেন কৃষ্ণনারায়ণ জেনারেল ম্যানেজারের চেয়ারে তার পড়াশোনা শেষ হবার পর। কৃষ্ণ-নারায়ণের মৃত্যুর পর অম্বরনাথ তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার কমলাপতিকে জেনারেল ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করেছিলেন। কমলাপতির বয়স মাত্র বত্রিশ, আমেরিকা থেকে বিজিনেস ম্যানেজমেণ্টে এম এস পাস ক'রে বোম্বাই শহরে হিম্মৎলালদের বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে সুনামের সঙ্গে কাজ করছিল, পাঁচশো টাকা বেশি মাইনে দিয়ে অম্বরনাথ তাকে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর বাছাই তাঁকে নিরাশ করে নি। কমলা-পতি নিগম 'প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠানকে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পরিচালনার পথে অনেকখানি এগিয়ে এনেছে; তারও চেয়ে বড় কথা, অম্বরনাথ পাণ্ডেকে সে বুঝিয়েছে, সংবাদপত্রকে শিল্পরূপ দিতে গেলে কি বিভিন্ন বিচিত্র পথে তার বিকাশ সম্ভব হয়, সঙ্গে সঙ্গে মালিকের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়ে। কমলাপতির কাছ থেকে অম্বরনাথ, বলতে গেলে, ক্যাপিটালিস্ট হবার পথ-ঘাট জানতে পেরেছেন। কৃষ্ণনারায়ণ 'প্রজাতন্ত্র' স্থাপন করেছিলেন অনেকখানি স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শের প্রেরণায়, খানিকটা ব্যবসায় বুদ্ধির জোরে। ইংরেজ যতদিন শাসন করেছিল 'প্রজাতন্ত্রে'র আসল ভূমিকা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন করা, যার প্রকৃত মানে, কংগ্রেস দলের মুখপাত্র, ভূমিকা গ্রহণ করা। এ ভূমিকা 'প্রজাতন্ত্র' সফলতার সঙ্গেই

পালন করেছিল, যার ফলে রাজ্যের এবং দেশের সঙ্গে এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, 'প্রজাতন্ত্রে'র ব্যাপক ও গভীর ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর কৃষ্ণনারায়ণ 'প্রজাতন্ত্রে'র মাধ্যমে জাতীয় সরকার ও তার নেতাদের সমর্থন ক'রে আসছিলেন, সমর্থনের পরিধির মধ্যে প্রয়োজন মত সমালোচনা করতেও 'প্রজাতন্ত্র' দ্বিধা করে নি। কৃষ্ণনারায়ণ খানিকটা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে নেহেরু সরকারের বিঘোষিত সমাজতান্ত্রিক নীতি 'প্রজাতন্ত্রে'র আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর আমলে 'প্রজাতন্ত্র' দেশের কতিপয় 'সমাজবাদী' দৈনিকের মধ্যে বেশ কিছুটা প্রাধান্য অর্জন করেছিল।

অম্বরনাথ পাণ্ডে 'প্রজাতন্ত্র পাবলিকেশন্‌স্'-এর মালিক হবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর নতুন এক শাসক শ্রেণীর উদ্ভব হ'য়েছে—এ শ্রেণী তো কেবল কংগ্রেসের নেতারা নন, কংগ্রেস দলও নয়, এর মধ্যে রয়েছে আমলাতন্ত্র, মিলিটারী, শিল্পপতি, গ্রামের মুখ্য, বড় এবং মাঝারী চাষী। অম্বরনাথ বুঝতে চেষ্টা করলেন এই যে শাসন-প্রতিষ্ঠান, ইংরেজীতে যাকে বলে এস্‌টাব্লিশ্‌মেণ্ট, এর মধ্যে সংবাদপত্রের স্থান কোথায়, কি হ'তে পারে, কি ক'রে হ'তে পারে। নেপোলিয়নিক যুগের ফ্রান্সে সংবাদপত্রকে 'ফোর্থ এস্টেট' নাম দেওয়া হয়েছিল—রাজা, চার্চ এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ক্ষমতাসৌধের চার প্রধান স্তম্ভের মধ্যে সংবাদপত্রও অন্যতমের স্বীকৃতি পেয়েছিল। স্বাধীন ভারতের শাসন-প্রতিষ্ঠানে রাজাও নেই, চার্চও নেই—আছে শাসক রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র, সামরিক শক্তি, শিল্প-ও-কৃষির মালিক, বুদ্ধিজীবিদের এক ক্ষুদ্রাংশ: এর মধ্যে সংবাদপত্রের নির্দিষ্ট স্থান কোথায় এবং কি? জনমত সংগঠনে সংবাদপত্রের মুখ্য ভূমিকা রাজশক্তি স্বীকার করতে বাধ্য; মুদ্রিত সমালোচনা শাসককুলের সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায়, অথচ শাসকের হাতে এমন অনেক মহাস্ত্র বিদ্যমান যাতে

সংবাদপত্রের ক্ষমতা ও প্রভাব হ্রাস করা সম্ভব। শাসককুল দাবী এবং আশা করেন সংবাদপত্র প্রত্যেক জরুরী বিষয়ে, বিপন্ন মুহূর্তে, সরকারের সঙ্গে দাঁড়াবে, বিশেষত যে ক্ষেত্রে সরকারের নীতি ও প্রয়াস জনকল্যাণ। জাতীয় সরকারকে সমর্থনে অম্বরনাথের দ্বিধা নেই, বিশেষত যেহেতু সরকার ও সংবাদপত্রের স্বার্থ পরস্পর-সখ্যতায় আবদ্ধ। যেখানে অম্বরনাথের সন্দেহ ও দ্বিধা তা হ'ল সমর্থনের বিনিময়ে সংবাদপত্রের প্রাপ্য নিয়ে। সরকার ও তার নেতারা সংবাদপত্রকে 'সমীহ করেন, রিপোর্টারদের খাতির করেন, ছোটখাট মদৎ-ও ক'রে থাকেন—যেমন অম্বরনাথ প্রতি বছরই কোনও না কোনও বিদেশী গভর্নমেন্টের নিমন্ত্রণে পৃথিবীর কোনও না কোনও দেশে ভ্রমণের সুযোগ পান, প্রদীপ সকসেনাও বোধকরি বার ছ'য়েক বিদেশ ঘুরে এসেছেন, রিপোর্টাররা, অন্তত 'বিশেষ সংবাদদাতা'রাও মাঝে-মধ্যে বিদেশ যাবার সুযোগ পেয়ে থাকেন, মন্ত্রী ও উঁচু পদের আমলাদের অনুগ্রহে তাঁদের সামাজিক স্তর খানিকটা তুঙ্গ হয় বৈ কি! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি ক্ষমতার ভাগ নয়, কাঁটা-হাড়-ছিটে-ফোঁটা মাত্র। সংবাদপত্রকে স্বাধীন ভারতের প্রকৃত fourth estate ক'রে তোলার পথে অন্তরায় অনেক, অম্বরনাথ টের পেলেন 'প্রজাতন্ত্রে'র মালিক হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। ঘটনাটি তাঁর মনে গভীর ছায়াপাত করেছিল, তাঁর পরবর্তী কর্মসূচী নির্ধারণে অনেক প্রেরণা জুগিয়েছিল, বার বার মনে মনে তিনি তার পুনরাবৃত্তি ক'রেছেন, তাকে বিশ্লেষণ ক'রে প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করতে চেষ্টিত হয়েছেন। 'প্রজাতন্ত্রে'র মালিক হবার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত গিরিধারীলালের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের স্মৃতি অম্বরনাথের মনে চিরস্থায়ী হ'য়ে রয়েছে।

পণ্ডিত গিরিধারীলাল কেবল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই ছিলেন না তখন, ছিলেন কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতাও, এবং পণ্ডিত নেহেরুর বিশ্বস্ত সহকর্মী; পরবর্তীকালে প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে তিনি কেন্দ্রীয়

সরকারে যোগ দিয়েছিলেন ; হঠাৎ হার্টফেল হ'য়ে ম'রে না গেলে হয়তো বা প্রধান মন্ত্রীও হ'তে পারতেন নেহেরুর মৃত্যুর পর। রাজ্যে, অতএব, পণ্ডিত গিরিধারীলালের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ; বিরোধীরা তলে তলে তাঁকে সরাবার ষড়যন্ত্র করত, প্রকশ্যে করত তাঁবেদারীতে উলঙ্গ প্রতিযোগিতা। কৃষ্ণনারায়ণ পণ্ডিত গিরিধারীলালকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মানতেন, যার ফলে 'প্রজাতন্ত্র' কদাপি তাঁকে আক্রমণ করত না, বরং প্রত্যেক সংকট-মুহূর্তে তাঁরই পেছনেই দাঁড়াত। অম্বরনাথের মনে হ'ত রাজ্যের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্র 'প্রজাতন্ত্র' অতি সস্তায় পণ্ডিত গিরিধারীলালকে নিজের সম্পূর্ণ সমর্থন অর্পণ করেছিল, বিনিময়ে মাঝে মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর অনুগ্রহভাজন হয়েছে, কিন্তু ক্ষমতার অংশীদাব হিসেবে স্বীকৃতি পায় নি।

অম্বরনাথ নির্দিষ্ট সময়ে মুখ্যমন্ত্রীভবনে সাক্ষাৎকারের জন্যে হাজির হ'য়েছিলেন—গিরিধারীলাল মাত্র আধঘণ্টা বসিয়ে রেখে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'বেছিলেন। অম্বরনাথ ঘবে ঢুকে মুখ্যমন্ত্রীর হাঁটু স্পর্শ ক'রে প্রণাম জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে সোফায় বসিয়ে নিজে পাশে বসেছিলেন, এবং কৃষ্ণনারায়ণের মৃত্যুতে রাজ্যের, দেশের, বিশেষ ক'বে ভারতীয় সংবাদপত্র জগতের গভীর ক্ষতি, তাঁর নিজের এক ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধুর বিয়োগ, ('আমাদের সবারই তো যাবার সময় হ'য়ে এল, কৃষ্ণনারায়ণ আগে চ'লে গেল, আমরাই বা আর ক'দিন আছি !') ইত্যাদি আশানুযায়ী বাক্যে সাক্ষাৎকারটিকে বেশ কোমল ক'রে তুলেছিলেন। এবং তারপর একসময় তাঁদের কথাবার্তা আসল বিষয়ে উত্তীর্ণ হ'য়েছিল।

পণ্ডিত গিরিধারীলাল বলেছিলেন, 'কৃষ্ণনারায়ণ প্রায়ই বলত 'প্রজাতন্ত্র'কে সে একটি ট্রাস্টের হাতে তু'লে দিয়ে যাবে। তোমার পিতৃদেবেরও তাই অভিপ্রায় ছিল।'

অম্বরনাথ বলেছিলেন, 'মৃত্যুর আগে কৃষ্ণনারায়ণজীর মত বদলেছিল।'

'তাই তো দেখছি। তোমাদের বাড়িতেই তো তাঁর শেষনিশ্বাস পড়ে, না?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। হাসপাতালে তিনি যেতে চান নি। আমরাও পাঠাতে চাই নি।'

'তাই তো স্বাভাবিক। তোমরা ছাড়া তাঁর তো আর কেউ আপনার ছিল না! নিজে ছিলেন অকৃতদার ব্রহ্মচারী। তোমার বাবা আর কৃষ্ণনারায়ণ দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। একপ্রাণ, এক লক্ষ্য। দু'জনে একত্র হ'য়ে সামান্য সম্বল আর অসামান্য দুঃসাহস নিয়ে 'প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করেন। তখন আমরা তো আজ জেল, কাল রণক্ষেত্র করছি, তবু আমি কিছুটা সাহায্য ক'রেছিলাম দুই বন্ধুকে। পুরান সংখ্যাগুলি ঘাঁটলে দেখতে পাবে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি আমি 'প্রজাতন্ত্রে'।'

'আমি সেগুলো পড়েছি। আপনি যে গোড়া থেকেই 'প্রজাতন্ত্রে'র সুহৃদ ও সহায় ছিলেন তা আমি ভাল ক'রেই জানি।'

''প্রজাতন্ত্র' যে আদর্শে অনুপ্রেরিত হ'য়ে জীবনযাত্রা শুরু করে সে আদর্শ ছিল আমাদেরও। তাই একসঙ্গে কাজ করা, একত্র শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়ান, এটাই ছিল স্বাভাবিক। দেশ স্বাধীন হবার পরেও তাই চলে এসেছে। প্রত্যেক গুরুতর ব্যাপারেই আমি 'প্রজাতন্ত্রে'র অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ে এসেছি।'

অম্বরনাথ বললেন, 'তাতে 'প্রজাতন্ত্রে'র গৌরব বেড়েছে।'

'কৃষ্ণনারায়ণ, তুমি বলেছিলে, মৃত্যুর আগে মতের পরিবর্তন ক'রে 'প্রজাতন্ত্র' তোমাকে দিয়ে গেছেন। উইল ক'রে গেছেন নিশ্চয়!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু 'প্রজাতন্ত্র'ই নয়, তাঁর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারই বর্তমানে আমাদের।'

'তোমাদের? তুমি আর কে কে?'

'আমার মা, আমি, আমার বোন।'

'তা বেশ, বেশ। শুনে খুব আনন্দ হ'ল। তোমার বোনটি তো বিধবা, না? বিবাহের দু'বছরের মধ্যেই তার স্বামী মারা যায়, তাই না? কৃষ্ণনারায়ণের বড় লেগেছিল। আমার কাছে ব'সে প্রায়ই শোক প্রকাশ করত।'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। তিনি খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। বিবাহও তিনিই দিয়েছিলেন কি না!'

'জানি, জানি। সব মনে আছে আমার। তা, উইল নিয়ে কোনও গোলমাল তো হয় নি!'

'গোলমাল হবে কেন?'

'না,না—মানে, সহকর্মীদের অনেককেই কৃষ্ণনারায়ণ আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি 'প্রজাতন্ত্র'কে ট্রাস্টের হাতে তুলে দেবেন। তাদের কেউ তো গোলমাল করছে না কিছু?'

'না। করলেও লাভ হবে না একেবারেই।' উইলে কোনও খুঁত নেই। রাজ্যের সবচেয়ে বড় বড় আইনজীবিদের তাই মত।'

'খুব ভালো কথা। শুনে খুব আনন্দ হ'ল। তা হ'লে তুমিই এখন 'প্রজাতন্ত্র' এবং অন্যান্য পত্রিকার একমাত্র মালিক। তোমাকে সমীহ ক'রে চলতে হয়, কি বল?'

পণ্ডিত গিরিধারীলাল উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠেছিলেন, অম্বরনাথও সবিনয়ে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর মনে পড়ছিল কৃষ্ণনারায়ণের একসময় ইচ্ছে ছিল একটি পাবলিক ট্রাস্ট ক'রে তার হাতে 'প্রজাতন্ত্র পাবলিকেশন্‌স্' সঁপে দেন, ইচ্ছে ছিল পণ্ডিত গিরিধারীলালকে সে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান করা। ট্রাস্ট না হওয়ায় পণ্ডিতজী যে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হবেন তাই স্বাভাবিক।

মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি কি 'প্রজাতন্ত্র' বিষয়ে নতুন কিছু ভাবছ? না, যা আছে তাই চলবে?'

অম্বরনাথ উত্তর দিয়েছিলেন, 'ভাবছি তো অনেক কিছুই। 'প্রজাতন্ত্র'কে আগে মডারনাইজ করতে হবে। লাইনো মেশিন,

আর একটা রোটারী, এসব দরকার। তারপর ভাবছি একটা ইংরেজী দৈনিক শুরু করব।'

'উত্তম ভাবনা। এ রাজ্যে ইংরেজী দৈনিকের অভাব। আমাদের দিল্লী, কলকাতা, বম্বের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হয়। তুমি ঠিক দিকে নজর রেখেছ।'

'একটা প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী দৈনিক না হ'লে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ঠিক পাত্তা পাওয়া যায় না।'

'এ বিষয়ে আমি একমত। কৃষ্ণনারায়ণকে আমি অনেকবার বলেছি। সে কেবল বলত, ইংরেজী পড়ুয়াদের জমানা চলে গেছে। নতুন পাঠক সব মাতৃভাষী। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু ইংরেজী, বাস্তবক্ষেত্রে, এখনও আমাদের জাতীয় ভাষা—যদিও জনতার সামনে আমি একথা মোটেই স্বীকার করব না—আর তা ছাড়া, রাজধানীর দেশী সাহেবরা হিন্দী-বাংলা-মারাঠী-তামিল পত্রিকাকে আমলই দিতে চায় না।'

'আমার অবশ্য দু-এক বছর সময় লাগবে। বেশিও লাগতে পারে। তবে পাঁচ বছরের মধ্যে ইংরেজী দৈনিক বার করবই।'

'দেরী কেন হবে ? অর্থের যদি প্রয়োজন হয়, গভর্নমেণ্ট তোমাকে কিছু টাকা কর্জ দিতে পারবে।'

'আপনার অনুগ্রহের সীমা নেই। সরকারী সাহায্য নিয়ে পত্রিকা বার করার অভিপ্রায় আমার খুব নেই। চেষ্টা করব অন্য-ভাবে অর্থ সংগ্রহের। যদি না পারি, আপনার দ্বারস্থ হ'তে হবেই।'

'সরকার টাকা না দিলে দেবে ক্যাপিট্যালিস্টরা। তখন তোমার পত্রিকা বোম্বাই-কলকাতার পুঁজিবাদীদের কব্জায় এসে যাবে।'

'ও পথে যাবার ইচ্ছেও বর্তমানে নেই।'

''প্রজাতন্ত্র' আমার গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে বছরে কত টাকার বিজ্ঞাপন পায় জানো নিশ্চয় ?'

'জানি। গত বছর ছু'লাখ তেষট্টি হাজার সাতাশ টাকার বিজ্ঞাপন পেয়েছিল।'

'খুব একটা নিকৃষ্ট অংক নয়, কি বল? রাজ্যের অন্য কোনও পত্রিকা এক লাখের বেশি পায় নি।'

''প্রজাতন্ত্রে'র পাঠক-সংখ্যা অন্য যে-কোনও পত্রিকার অন্তত দ্বিগুণ।'

'তোমার ধারণা পাঠক সংখ্যা দ্বারাই সরকারী বিজ্ঞাপন বাঁটার নীতি নির্ধারিত হয়? সরকার তো ব্যবসা করে না—পণ্য মুনাফায় বিক্রী করাই তার একমাত্র লক্ষ্য নয়। সরকার সমাজ ও জনকল্যাণে ব্রতী। সার্কুলেশন যে সব পত্রিকার কম, তাদের বেশি বিজ্ঞাপন দেওয়াও সরকারী নীতি হ'তে পারে—যদিও এখনকার নীতি তা নয়। সরকারের লক্ষ্য সুস্থ সমাজকল্যাণ সাংবাদিকতার প্রসার ও পুষ্টি।'

'অর্থাৎ আপনি বলছেন এমন অবস্থার সৃষ্টি হ'তে পারে যখন সর্বাধিক প্রচার সত্ত্বেও 'প্রজাতন্ত্র' সরকারী বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত হ'তে পারে।'

'থিওরেটিক্যালি এমন অবস্থা অকল্পনীয় নয়। নিশ্চয় জানো, দেশের বড় বড় পত্রিকাগুলিও ছু'একবার ভারত সরকারের বিজ্ঞাপন থেকে কিছুকালের জন্যে বঞ্চিত হয়েছে।'

'আমার নিশ্চিত বিশ্বাস 'প্রজাতন্ত্র' সে দুরবস্থায় কদাচ পড়বে না।'

'আমার বিশ্বাসও তাই। আর সে জন্যেই তোমার সঙ্গে আজকার এই কথাবার্তা। দিনকাল খুব ভালো নয়, বুঝতেই পার। চীনের আক্রমণের পরে পণ্ডিতজীও আর আগেকার মানুষ নেই, সামরিক ব্যয় দারুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, উন্নয়নের গতি কমে এসেছে। একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হ'চ্ছে সারা দেশে। সুযোগ বুঝে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদীরা আমাদের সমাজতন্ত্রকে ছুর্বল ক'রে দেবার ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত। দেখছ না, ক্যাপিটালিস্টরা কি

রকম সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে! স্বতন্ত্র পার্টি স্থাপন ক'রে তারা সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের তোড়জোড় শুরু করেছে। আমার তো মনে হয় নেহেরুর সমাজগঠন বর্তমানে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। এই সময়ে সংবাদপত্রের সাহায্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। প্রেস যদি আমাদের পেছনে না দাঁড়ায়, তোমরা যদি প্রতিদিন কেবল সরকারের বিচ্যুতি ও ব্যর্থতা দেখাতে থাকো, সমাজতন্ত্রের প্রতি জনগণের আস্থা দুর্বল হ'য়ে পড়বে, আমরা পনের বছরে যা গড়তে পেরেছি তা ভেঙে পড়বে। অতএব আমি আশা করব তুমি তোমার খুল্লতাত কৃষ্ণনারায়ণের পদাংক অনুসরণ ক'রে চলবে, 'প্রজাতন্ত্র' ও সরকারের মধ্যে যে সদ্ভাব দৃঢ়তা লাভ করেছে তাকে কোনও মতে দুর্বল হ'তে দেবে না।'

অম্বরনাথ গভীর মনোযোগের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথাগুলি শুনেছিলেন। তিনি থামলে, বলেছিলেন, 'আমারও তাই ইচ্ছে।'

'কোনও অসুবিধা হলে সরাসরি আমার কাছে চলে এসো। তোমার জন্যে যতটা সাধ্য আমি করব। তুমি আমার পুত্রের মত, কৃষ্ণনারায়ণ আমার অনুজপ্রতিম ছিলেন। ও হ্যাঁ, ইংরেজী দৈনিকের সম্পাদক নিয়োগের আগে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে ভুলো না। আশা করি আমি তোমাকে একটি খুব ভালো সম্পাদক দিতে পারব।'

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অম্বরনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, সংবাদপত্র সরকারের পেছন পেছন চললে তার সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকবে, প্রতিপত্তিও কম থাকবে না, সরকারের বিরোধিতা করলে সরকার চুপ থাকবে না, তার হাতে শক্তিশালী মারণাস্ত্র আছে, তার ব্যবহার করা হবে। বুঝতে পেরেছিলেন ফোর্থ এস্টেট নিজের জোরে, নিজের শক্তিতে

ক্ষমতার সমান অংশীদার নয়, রাজশক্তির কাছ থেকে সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত পুরস্কারের দৌলতে ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠানের গৌণ সত্ত্যমাত্র। 'প্রজাতন্ত্রে'র পরিচালনা গ্রহণ করবার পর থেকে আজ পর্যন্ত বার বার অম্বরনাথকে এই মূল সত্যের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। সরকারের প্রয়োজনে, ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠানের দাবীতে, বার বার 'প্রজাতন্ত্রে' সংবাদের নিরপেক্ষতা, সত্যতা, শালীনতা কম বেশি বর্জিত হয়েছে—সংবাদ-দাতাগণ নিজেরাই সংবাদকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করেছে বেশির ভাগ সময়—তারা এ খেলায় সহজেই পারদর্শিতা লাভ করে—কখনও অম্বরনাথকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। এ রাজ্যে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা লেগে যায় হামেশাই—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দুরা রাজনৈতিক দলের উস্কানী পেয়ে গোলমালের সুচনা করে, এবং হাঙ্গামার সময় গরীব মুসলমানদের ধনপ্রাণের ক্ষতি হয় অনেক বেশি। 'প্রজাতন্ত্রে'র সংবাদে ঠিক এর বিপরীত বৃত্তান্ত পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় সংবাদ কিভাবে লিখতে হবে কনিষ্ঠ রিপোর্টার পর্যন্ত তা জানে। অনেক সময় সংবাদদাতারা মন্ত্রী অথবা কংগ্রেসী দলপতিদের দুর্নীতির খবর নিয়ে আসে, তার কিছুই 'প্রজাতন্ত্রে' ছাপা হ'তে পারে না, ধরমবীর, প্রদীপ সকসেনা অথবা অম্বরনাথ স্বয়ং হ'তে দেন না। বছর দুই আগে কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে রাজ্যের এক মন্ত্রীর ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে অনুসন্ধান হ'য়েছিল—প্রকাশ শরণ একটি চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট তৈরী করেছিল, যার প্রতিটি তথ্য নির্ভরযোগ্য সুত্রে প্রাপ্ত, 'প্রজাতন্ত্রে'র সঙ্গে উক্ত মন্ত্রীর সদ্ভাব ছিল না, অম্বরনাথ রিপোর্টটা কেটে-কুটে, নরম ক'রে ছাপবার কথা ভাবছিলেন, যদিও প্রদীপ সকসেনা একদম চান নি ওটা ছাপা হোক, এমন সময় পণ্ডিত গিরিধারীলালের প্রাইভেট সেক্রেটারীর ফোন এলো, পণ্ডিতজী'র অনুরোধ এ বিষয়ে কোনও রিপোর্ট ছাপা না হোক। অম্বরনাথ যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন, কাল দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের কাগজে খবরটা নিশ্চয়

বেরুবে, রাজ্যের সংবাদপত্রগুলি যদি খবরটা একেবারে চেপে যায় তা হ'লে ভালো দেখাবে না। উত্তরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, 'পণ্ডিতজী মনে করেন এ সংবাদ রাজ্যের পত্রিকাগুলিতে ছাপা হ'লে গভর্নমেণ্টের বিশেষ ক্ষতি হবে। তাঁর অনুরোধ আপনারা খবরটা একেবারেই ব্যবহার করবেন না। রাজ্যের বাইরে কি ঘটে না ঘটে তার ওপর আমাদের কনট্রোল নেই। বিশেষ ক'রে 'প্রজাতন্ত্রে' যদি খবরটা ছাপা হয় তা হ'লে পণ্ডিতজী অত্যন্ত দুঃখিত হবেন।' এ ধরনের সংবাদ-শাসন বছরের পর বছর বেড়ে গেছে, কমে নি। পণ্ডিত গিরিধারীলাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হবার পর নতুন মুখ্যমন্ত্রী কেদারনাথ শাস্ত্রী সংবাদ-শাসন আরও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। গিরিধারীলালের তবু একটা আভিজাত্য ছিল—তিনি নির্দেশ (তাঁর নিজের ভাষায় 'অনুরোধ') জানাতেন অম্বরনাথকে, বড় জোর প্রদীপ সকসেনাকে। কেদারনাথ শাস্ত্রীর সাক্ষাৎ যোগাযোগ বিশেষ সংবাদদাতা, এমন কি রিপোর্টারদের সঙ্গে। ছোট-বড় প্রসাদে তাদের কি ক'রে বশংবদ রাখতে হয় কেদারনাথ শাস্ত্রী সে বিদ্যায় পারদর্শী। সংবাদ যাতে গোড়াতেই সরকারের পছন্দমত বেশভূষায় সেজে পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে কেদারনাথ শাস্ত্রীর লক্ষ্য সেখানে। রাজ্য সরকারের তথ্য ও সূচনা বিভাগের কর্তৃত্ব, অতএব, তাঁর নিজের হাতে সংরক্ষিত।

রাজ্যের ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠানের কনিষ্ঠ অংশীদার হিসেবে সংবাদপত্রকে দেখে অম্বরনাথের তৃপ্তি ছিল না; তিনি স্বপ্ন দেখতেন, ফোর্থ এস্টেট নিজের দাপটে, প্রতিপত্তিতে রাজশক্তির সমকক্ষ হবে। তার ক্ষমতা থাকবে নির্ভীক আত্মবিশ্বাসে এমন সব চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশনের যার ফলে সরকারের আসন টলবে, এমন কি পতনও ঘটবে। সংবাদপত্রের প্রভাব প্রতিপত্তি এত প্রবল হবে যে রাজশক্তি তাকে সাদরে ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অংশীদার ক'রে নেবে; অম্বরনাথকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্যে অনুরোধ আসবে, তিনি সে

অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক'রবেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনা না ক'রে মুখ্য-মন্ত্রী কোনও গুরুতর সিদ্ধান্ত নেবেন না। সংবাদপত্রকে এ ধরনের সুউচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে কোন পথে চলতে হবে তার সন্ধান পাচ্ছিলেন না অম্বরনাথ, কেবল বুঝতে পেরেছিলেন, 'প্রজাতন্ত্র'-ও-রাজশক্তির মধ্যে যে অসমান তাঁবেদারী, হাত-কচলান আজ্ঞে-হুজুর সম্পর্ক কৃষ্ণনারায়ণ স্বেচ্ছায় তৈরী করেছিলেন, তার অবসান ঘটাতে হবে। অম্বরনাথের পরিচালনায় 'প্রজাতন্ত্র' ছোটখাট বিষয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যেতে শুরু করল, এমন কিছু কিছু নীচু পর্দার সংবাদ মাঝে মধ্যে ছাপা হ'তে লাগল যা সরকারেরর মুখ-রোচক নয়, সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ও বিশেষ নিবন্ধেও কদাচ কখনও সরকারী নীতি ও কাজের সমালোচনা হ'তে লাগল। অর্থাৎ অম্বরনাথ দেখাতে চাইলেন তিনি কেদারনাথ শাস্ত্রীর তাঁবেদার নন, 'প্রজাতন্ত্র' স্বাধীন, নির্ভীক জনসেবক, তার আদর্শ সমাজতন্ত্র।

পথের নির্দেশ পেলেন কমলাপতি নিগমের কাছে। কমলাপতি অম্বরনাথকে বোঝালো, শক্তিমান হবার একমাত্র পথ শক্তিসঞ্চয়, শক্তি-সন্ধি, শক্তি-প্রসার। অর্থাৎ অম্বরনাথকে শক্তিসঞ্চয় করতে হবে, শক্তিমানদের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হ'তে হবে, শক্তির নিপুণ বিস্তার করতে হবে। অম্বরনাথ মানুন আর নাই মানুন, তিনি একসঙ্গে কতিপয় ব্যবসায়ের মালিক, অতএব তিনি ক্যাপি-টালিস্ট। সংবাদপত্রকে শিল্পে রূপায়িত করতে হ'লে তাঁর মূলধন প্রয়োজন হবে, যা তিনি সংগ্রহ করতে পারবেন অন্য ক্যাপিটালিস্টদের কাছ থেকে, তাতে ক'রে তিনি শ্রেণী-শক্তির সন্ধান পাবেন, যে শ্রেণীতে তিনি আসলে বিদ্যমান তার প্রাণশক্তি যে কত প্রবল, সৃষ্টিশক্তি কি বিশাল, এবং তার ক্ষমতা যে কত গভীর ও ব্যাপক তা তিনি বুঝতে পারবেন। তাঁকে বাস্তব মন নিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে বুঝতে হবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্বার্থের মধ্যে কারা তাঁর মিত্র, কারা শত্রু। যদি তিনি মনে করেন সমাজের দরিদ্র,

বঞ্চিত জনসাধারণ, শহরের মজুর, ভিক্ষুক, কেরানী এবং গ্রামের বুভুক্ষু জমিহীন চাষী তাঁর মিত্র, তা হ'লে 'প্রজাতন্ত্র'কে একমাত্র তাঁদেরই স্বার্থ, স্বপ্ন, কল্যাণ ও উন্নতির জন্যে নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় হবে—এ পথে বিপদ অনেক, রাজশক্তি রুষ্ট হবে, আঘাতের বদলে প্রতিঘাত করবে নিশ্চয়। তবু এপথে অধ্যবসায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন চলতে পারলে 'প্রজাতন্ত্র' এক-ধরনের প্রাধান্য লাভ করবে, যা আজ পর্যন্ত কোনও সংবাদপত্র এদেশে করে নি, কেন.না কোনও সংবাদপত্রই সত্যিকারের বঞ্চিত জনগণের স্বার্থের সঙ্গে মিতালি করে নি। অপরপক্ষে অম্বরনাথ যদি মনে করেন তাঁর মিত্র সমাজের প্রতিষ্ঠিত শক্তি—তাদের যে নামেই আপনি ডাকুন না কেন—তাঁরা জমির মালিক, কারখানার মালিক, ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকর্তা, তাঁরাই সমাজকে শাসনে রাখছেন, তা হ'লে তাঁকে তা সততার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে, এবং নিজের শ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নির্বাচিত লক্ষ্যপথে এগিয়ে যেতে হবে।

অম্বরনাথ প্রশ্ন করেছিলেন, 'শ্রেণী বিভাগের পথ তো নিয়ে যাবে শ্রেণী সংঘর্ষের পথে। সমাজে সবাইকে সমন্বিত ক'রে উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে পারলেই অনেক ভালো। আর সোস্যালিজম বলতে আমি কিন্তু তাই বুঝি।'

কমলাপতি বলেছিল, 'ওখানেই তো আসল গলদ। সমাজে সবাকার স্বার্থ এক নয়, সবাকার স্বার্থের সমন্বয় সম্ভব নয়। বিশেষ ক'রে উন্নয়নের ক্ষেত্রে। যাদের আছে ও যাদের নেই : এই দুই শ্রেণীতে সংঘর্ষ হ'তে বাধ্য। দেখুন না আমাদের দেশে কি ঘটেছে! পনের বছরের সমাজতন্ত্র ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে, যাদের আছে তাদের অনেক আছে, যাদের নেই তাদের বেশির ভাগ নিঃস্ব হ'তে বসেছে। আলজেরিয়ার বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ও বিখ্যাত লেখক ফেনন একে বলেছেন ভি-সি-টেন (VC 10) সোস্যালিজম—অল্প সময়ে ক্ষুদ্র এক শ্রেণীর অনেক কিছু পাওয়া, আর বিরাট এক

শ্রেণীর অনেক কিছু হারান। আমরা সমাজতন্ত্র বলতে কি বুঝি জানেন? বুঝি, আমাদের যা আছে তা পুরো থাকবে, এবং বাড়বে, তাঁর সঙ্গে যদি ওদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারো, আপত্তি নেই। একটা অতি সাধারণ সত্য মানতে আপনি ভয় পাচ্ছেন। আপনার স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ এবং ছাপাখানার মঙ্গল সিং-এর স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ এক নয়, হ'তে পারে না। আপনি সমাজতন্ত্র বলতে যা বোঝেন মঙ্গল সিং তা বোঝে না, বোঝা সম্ভব নয়।'

কমলাপতি নিগম, এককথায়, অম্বরনাথ পাণ্ডেকে শ্রেণী-সচেতন ক'রে তুলেছিল। অম্বরনাথ বুঝতে পেরেছিলেন তিনি এই অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাজ্যে একা নন, তাঁর সঙ্গে শ্রেণী-স্বার্থে, শ্রেণী-দৃষ্টিতে, শ্রেণী-দর্শনে সংযুক্ত প্রভূত শক্তিশালী এক বিরাট গোষ্ঠী, যারা কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগে কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ শহরে শত-সহস্র শিল্প চালিয়ে যাচ্ছে; এ গোষ্ঠী, আসলে, আরও অনেক বিরাট ও ব্যাপক, সমস্ত দুনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ ব্যাপী তার বলিষ্ঠ প্রভাব। এ সত্য উপলব্ধি ক'রে অম্বরনাথের দেহে-মনে এক বিচিত্র অনুভূতি হয়েছিল, এক অভিনব রাসায়নিক পরিবর্তন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সামাজিক উন্নয়ন, পুনঃর্গঠন আসলে এক দীর্ঘ কঠিন সংগ্রাম—পথের, মতের, লক্ষ্যের। উন্নয়নের কোনও মানে নেই যদি-না পরিষ্কার বোঝা গেল কাদের উন্নয়ন, কোন পথে, কি উদ্দেশ্যে। অম্বরনাথ বুঝতে পেরেছিলেন কোনও দেশই বিনা সংঘাতে, বিনা সংগ্রামে উন্নয়নের পথে এগোতে পারে নি। ইতিহাসের পাতায় পাতায় আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের কাহিনী, কিন্তু যে কোনও দেশের সামাজিক ইতিহাস শ্রেণী-সংঘর্ষ, সংঘাত ও জয়-পরাজয়ের বিবরণে মুখর। উন্নয়ন মানেই সংঘাত। ইউরোপে আমেরিকায় ক্যাপিটালিজম সার্থকতা ও সাফল্য লাভ করবার পর জনকল্যাণের দিকে নজর দিতে পেরেছে—এক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপ আমেরিকার চেয়ে অনেক অগ্রসর। অন্যদিকে রাশিয়া, চীন, পূর্ব

ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের পথে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ দুই পথের সমন্বয়ে কোনও দেশ এখনও উন্নয়নের, উঁচু স্তরে পৌঁছতে পারে নি; অম্বরনাথ কমলাপতি নিগমের সঙ্গে একমত হলেন যে ভারতবর্ষেও পারবে না। ইতিহাসের নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে ভারতবর্ষ ধনী-দরিদ্রের সমন্বয় পথে অগ্রসর হ'য়ে সংঘাত, সংঘর্ষ, সংগ্রাম এড়িয়ে সব স্বার্থের সমান গ্রহণযোগ্য সমাজবাদ তৈরী করবে এমন ঐতিহাসিক অনিয়ম বাস্তবায়ন অসম্ভব।

শ্রেণী সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গে অম্বরনাথের কার্যপ্রণালী ও চিন্তাধারার দ্রুত পরিবর্তন হ'তে লাগল। তিনি ঘন ঘন বোম্বাই যেতে লাগলেন, প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেন। বছরখানেকের মধ্যে 'প্রজাতন্ত্র পাবলিকেশন্‌স্‌' পঞ্চাশ লক্ষ টাকার নতুন শেয়ার বাজারে ছাড়ল। যার প্রায় সবটাই বোম্বাই-এর হিম্মতলাল, বরোদার পুরুষোত্তম যোশী এবং কলকাতার পিয়ার্শন ইণ্ডিয়া (মালিক হীরালাল মনোহরলাল) কিনে নিল। 'প্রজাতন্ত্রে'র পুরো প্রতিষ্ঠান অম্বরনাথ আধুনিক ক'রে তুললেন। তাঁর যে মুদ্রণালয়টি ছিল, সেই 'লোকতন্ত্র প্রিন্টিং ওয়ার্কস' বড় একটা অফ্‌সেট প্রেসে পরিণত হ'ল। মূলধন বিনিয়োগের বিচিত্র কৌশলও অম্বরনাথ এবার ব্যবহার করতে শিখলেন। 'প্রজাতন্ত্রে'র টাকা দিয়ে 'লোকতন্ত্র' তৈরী হ'ল, প্রয়োজনের সময় সে টাকারই একটা বড় অংশ শতকরা সাত টাকা সুদে 'লোকতন্ত্র' 'প্রজাতন্ত্র'কে ধার দিল।

অম্বরনাথ সঙ্গে সঙ্গে শক্তির প্রসারেও প্রবৃত্ত হলেন। কমলাপতির কাছে তিনি আরও একটা নবদর্শন পেলেন, যার মর্মার্থ হ'ল, উন্নতির মানে এগিয়ে যাওয়া, স্থির হ'য়ে অবস্থান করা নয়। শিল্পপতিরা 'সাম্রাজ্য' গঠন করে কেন? ওটা উন্নতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। এক থেকে কয়েক, তারপর অনেক। থেমে গেলে স্থবির, এবং উন্নতির শেষ। 'প্রজাতন্ত্র' লাভজনক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তাকে

নিয়ে বসে থাকার মানে ছোট্ট রাজধানী শহরের ছোট ক্যাপিটালিস্ট হ'য়ে জীবন কাটান। ক্যাপিটালিজম হ'ল যোগ্যতার লড়াই—এতে তাঁদের মাথায়ই মুকুট ওঠে যাঁরা যোগ্যতম। যোগ্যতার একমাত্র প্রমাণ প্রসার। এক সংবাদপত্র থেকে অন্য সংবাদপত্র, পরিশেষে দশ বিশ ত্রিশটি সংবাদপত্রের সাম্রাজ্য! এক শিল্প থেকে অন্য শিল্প, অনেক শিল্প, পরিশেষে এক বিরাট ব্যাপক শিল্প সাম্রাজ্য। অম্বরনাথও বিস্তৃতির পথে পা বাড়ালেন। ইংরেজী দৈনিক শুরু করার ব্যবস্থা এগোতে লাগল। ইতিমধ্যে অম্বরনাথ একে একে পাঁচটি কারখানার মালিকানা আয়ত্ব করলেন—একটি সাইকেল কারখানা, দুটি কোমল পানীয়ের, একটি অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ এবং পঞ্চমটি ঔষধের কারখানা। বর্তমানে এ রাজ্যে প্রথম ট্রাক্টর কারখানা প্রতিষ্ঠায় অম্বরনাথের অনেকখানি উদ্যোগ বিনিযুক্ত। এ জন্যে যে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী খোলা হয়েছে তার চল্লিশ শতাংশ শেয়ার অম্বরনাথের, পঁয়ত্রিশ শতাংশ হিম্মৎলালের, বাকীটা 'জনসাধারণের'।

কমলাপতি নিগম অম্বরনাথের আপিসঘরে প্রবেশ ক'রে অর্ধবৃত্ত টেবিলের অন্যদিকে মালিকের মুখোমুখি বসল, অম্বরনাথ আর একবার সপ্রশংস দৃষ্টিতে কমলাপতিকে দেখে নিলেন। ছ'ফুট-ছোঁওয়া ঋজু দেহ, শরীরের কোথাও অতিরিক্ত মাংস নেই, চওড়া বুকের নীচে পাতলা পেট, বাহু ও পা মজবুত, সুগঠিত। মাথা ভরতি পুরু কালো চুল, একজিকিউটিভ ছাঁট, চওড়া নিভাঁজ কপালের ওপর সযত্নে আঁচড়ান। কমলাপতির চোখ বড় বড়, বুদ্ধিতে ঝকঝক, মোটা ভ্রূ, শক্ত মজবুত নাক, চিবুকে দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা, চোয়াল ও চিবুক মিলে অন্যথা কোমল মুখখানাকে হঠাৎ কেমন-কঠিন ক'রে দিয়েছে, মুখের পানে গভীর ভাবে তাকালে মনে হয় কমলাপতি রসিক ও মিষ্টভাষী হ'লেও, বাক্যে চতুরতা তৎপরতা সত্ত্বেও, ভেতরে ভেতরে

কঠিন ও নিষ্ঠুর, প্রয়োজন-হ'লে-সব-কিছু-করতে-হবে নীতিতে বিশ্বাসী। অম্বরনাথ প্রথম থেকেই তাঁর জেনারেল ম্যানেজারের ডাইনামিক পার্সোনালিটির প্রশংসক, আজ আর একবার পুরাতন প্রশংসা তাঁর চোখে ফুটে উঠল।

বললেন, 'প্রেসে কি গোলমাল হবে মনে হচ্ছে?'

কমলাপতি মৃদু হেসে জবাব দিল, 'কোনও সম্ভাবনা নেই।'

'আমার একটু অবাকই লাগছে। দেখা গেল, শেষ পর্যন্ত তুমিই ঠিক। 'প্রজাতন্ত্র' সমাজবাদ পরিত্যাগ করার সংবাদে সামান্য ঝড়ও উঠল না। অর্থাৎ সমাজবাদী পত্রিকায় কাজ করবার জন্যে কর্মচারীদের একজনও দৃঢ়পণ নয়। 'প্রজাতন্ত্র' কি সম্পাদকীয় নীতি অনুসরণ করে তা নিয়ে সত্যিই এদের মাথাব্যথা নেই।'

'আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম।'

'য়ুনিয়নেও কোনও নালিশ জমে ওঠে নি?'

'য়ুনিয়নের নেতারা চায় মাইনে বাড়ুক, ভাতা, ওভারটাইম বাড়ুক, বোনাস দেওয়া হোক প্রতি বছর। রাজনৈতিক দাবী তাঁদের একেবারেই নেই।'

'নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কিন্তু, সত্যি বলতে কি, আমি একটু হতাশও বোধ করছি। তুমি ইংরেজী কাগজ কবে শুরু করছ?'

'আপনি যবে চাইবেন। আমি প্রায় প্রস্তুত। মাসখানেক আর সময় লাগবে।'

'মেশিন সব এসে গেছে?'

'বসানো পর্যন্ত হ'য়ে গেছে। লোকজন নিয়োগ করতে মাস খানেক সময় লাগবে।'

'সম্পাদকের পদে কাকে ভাবলে?'

'সম্পাদকের নাম অম্বরনাথ পাণ্ডে।'

'তুমি কি সত্যিই মনে করছ সেটা ভালো হবে?'

'আমার কোনও সন্দেহ নেই। ক্ষমতাবান সম্পাদক নিয়োগ

করলে তার সঙ্গে খটমট বাঁধবে। দ্বিতীয় প্রদীপ সকসেনাকে দিয়ে কাজ হবে না। আপনি নিজে সম্পাদক হ'লে একজন সুদক্ষ কাউকে জয়েণ্ট বা এ্যাসোসিয়েট সম্পাদক নিযুক্ত করা যায়। তাতে ভবিষ্যতে অনেক সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন আপনি।'

'প্রস্তাবটা তোমার মন্দ নয়। জয়েণ্ট এডিটর কাকে পাওয়া যাবে?'

'আমার ইচ্ছে দিল্লী থেকে কাউকে নিয়ে আসার। শুনছি 'ন্যাশনাল টাইমস্'-এর ডেপুটি এডিটর হরিবিষ্ণু মাথাই বেরিয়ে আসবার পথ খুঁজছেন। সাংবাদিক হিসাবে সুনাম আছে, স্বভাবটি নরম। তাঁকে আনতে পারলে বেশ হয়।'

'নিয়ে এসো। মাইনের জন্যে ভেবো না। ওখানে যা পাচ্ছেন তার চেয়ে বেশি দিয়ে নিয়ে এসো।'

'দিতেই হবে। দিল্লীর সাংবাদিকরা অন্যত্র যেতে চায় না—কেন্দ্রীয় সরকারের, বিদেশী দূতাবাসের, বিদেশী সরকারের অনেক স্নেহ ও সমাদর তাদের আয়ত্বে। আমাদের এই অনগ্রসর রাজ্যে আসবার মত আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হবে তো।'

'নিয়োগ ব্যাপারটা এবার শেষ ক'রে ফেল। লিস্ট তো আমি মঞ্জুর ক'রে দিয়েছি। ২৬শে জানুয়ারী কাগজের শুভ জন্মদিন।'

'উদ্বোধনের জন্যে প্রধান মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করলে কেমন হয়?'

'তার প্রয়োজন আছে কি?'

' 'দি মাসেস' নামে নতুন দৈনিকের জন্ম-সংবাদটা সারা দেশে প্রচার করতে হবে না?'

'উদ্বোধন তো ঘটার সঙ্গে করতেই হবে। আমার ইচ্ছে ছিল খুব সাধারণ কাউকে দিয়ে উদ্বোধন করান। ধরো, কোনও প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার, কিংবা আমাদের জমাদার বিষাণ্ সিং। প্রধান মন্ত্রীকে অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করবার জন্যে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে।'

'চমৎকার আইডিয়া।'

'কেদারনাথ শাস্ত্রীকে দিয়ে কি করাবে? মুখ্যমন্ত্রীকে যথেষ্ট খাতির দেখাবার মত কিছু একটা ভেবে ঠিক করতে হবে।'

কমলাপতি বলল, 'কেদারনাথজীকে সভাপতি করুন।'

'বেশ তো! তুমি কাজ শুরু ক'রে দাও উদ্বোধনের।'

বেয়ারা ট্রে-তে দু'জনের জন্যে চা নিয়ে এল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কমলাপতি বলল, 'একটা লাভজনক ব্যবসার প্রস্তাব আছে।'

অম্বরনাথ হেসে উঠলেন, 'আরও একটা? তোমার কি আকাশও সীমানা নয়?'

'পনেরশ' একর জমি আছে। কিনবেন?'

'জমি? চাষের জমি? চাষ আমি করব না।'

'চাষী হ'তে বলছি না আপনাকে।

'আমি একজন ক্যাপিটালিস্ট হ'তে চাই। ফিউড্যাল ল্যাণ্ডলর্ড হবার শখ নেই আমার।'

'চাষ থেকে ফিউডালিজম তাড়াতে না পারলে দেশে ক্যাপিটালিজম শক্ত হ'য়ে গড়ে উঠবে না। আমি আপনাকে ফিউড্যাল ল্যাণ্ডলর্ড হ'তে বলছি না। ক্যাপিটালিস্ট ল্যাণ্ডলর্ড হ'তে বলছি।'

'প্রস্তাবটা শুনি।'

'শহরের পশ্চিমে পনেরশ' একর জমি আছে, জানেন নিশ্চয়।'

'মুসলমান জমিদার হিদায়েতুল্লাহ্‌র জমি। সে পাকিস্তানে চলে গেছে।'

'জমিটা কৌশলে হাত করেছিলেন কে জানেন?'

'কে?'

'বিশ্বাস করুন না করুন, কেদারনাথ শাস্ত্রী।'

অম্বরনাথ শিস দিয়ে উঠলেন।

'বলো কি?'

'তখন তিনি পুনর্বাসন মন্ত্রী।'

'নিজের নামে নিশ্চয় নয়?'

'নিশ্চয় নয়।'

'তারপর? এখন হাত-ছাড়া করতে চান?'

'দিল্লীতে এ নিয়ে কি সব কথা উঠেছে। কেদারনাথ শাস্ত্রী জমিটা ছেড়ে দিতে চান। লেখাপড়া হবে দশ বছর আগের তারিখ দিয়ে।'

'কত টাকা লাগবে?'

'লাখ খানেক।'

'জমি দিয়ে করব কি আমরা?'

'শহরের পূর্বদিকে বিস্তার শেষ হ'তে চলেছে। এবার পশ্চিম দিকে বিস্তার শুরু হবে। জমিটা আমরা নতুন একটা কলোনী নির্মাণে ব্যবহার করতে পারবো। কেদারনাথ শাস্ত্রীর সম্মতি আছে। তাঁর মধ্যম পুত্র মহেশচরণকে আমাদের সঙ্গে নিতে হবে। এক-চতুর্থাংশের অংশীদার।'

'তবু লাখ টাকা?'

'পঞ্চাশ হাজার টাকা মহেশচরণ আমাদের ব্যবসায়ে লাগাবে।'

'প্রস্তাবটা মন্দ নয়। কলোনী নির্মাণ বেশ লাভজনক ব্যাপার। কি বল?'

'খুব!'

'লাখ টাকা তুমি পাবে কোথায় এখন? সব টাকা তো নতুন কাগজের প্রয়োজনে আটকে আছে। 'প্রজাতন্ত্র' থেকে পাঁচ লাখ ধার দিয়েছি তোমাকে। ব্যাংক থেকে এক্ষুনি ওভার ড্রাফ্‌ট আর পাওয়া যাবে না।'

'জমিটা হাতে এসে গেলে ব্যাংক থেকে অনেক টাকা পাওয়া যাবে।'

'হাতে আসবার টাকা পাব কোথায়?'

'প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে লাখ খানেক টাকা খরচ করা যেতে পারে।'

'এ নিয়ে পরে মুশকিলে পড়তে হবে না?'

'বছর খানেকের মধ্যে টাকাটা পুরো ক'রে দেব।'

'নতুন পত্রিকা বার করছ। বেশ ক'বছর লোকসান যাবে।'

'বছর পাঁচেক।'

'হঠাৎ যেন অনেক কিছু একসঙ্গে ক'রে ফেলছি আমরা। শেষ সামলাতে পারবে তো?'

'আপনি না করলে অন্তরা এগিয়ে আসবে। প্রকৃতি কোনও কিছুই শূন্য রাখে না। এ রাজ্যের ধনসম্পদ অন্য রাজ্যের পুঁজি-বাদীরা ভোগ করবে। আপনি যদি এ রাজ্যের উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন, আপনাকে বাদ দিয়ে কোনও বড় কিছুই হ'তে পারবে না।'

'তা তো বুঝলাম। আমার প্রশ্ন হ'ল সব দিক সামলান যাবে তো?'

'না যাবার কারণ নেই।'

'রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিবাদ না বেধে যায়।'

'জমিটা কিনে নিয়ে কলোনী নির্মাণ করতে পারলে মুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে পাওয়া যাবে।'

'উত্তম সম্ভাবনা।'

'আপনি দেখবেন আমাদের উদ্যোগ যত বাড়বে, মন্ত্রীরা তত আমাদের সঙ্গে হাত মেলাবেন।'

'কিন্তু মন্ত্রীপুত্র আর মন্ত্রী-ভাগিনেয়দের ডিরেক্টর করতে হবে।'

'ক্ষতি না হ'লে আপত্তি কিসের?'

'আমি ছোট ঘরানার মানুষ। কৃষ্ণনারায়ণকে তুমি দেখ নি। 'প্রজাতন্ত্র' আর ছাপাখানার বেশি তিনি ভাবতেই পারতেন না। ব্যাংকে টাকা প'ড়ে আছে, বিনিয়োগ করবেন না। কয়েক বছর

পরে ধুম্ করে একটা বাড়ী কিনে বসবেন। 'প্রজাতন্ত্র'কে মডার-নাইজ করবার জন্যে কতোবার বলেছি। 'বেশ তো চলছে, চলুক না', ব'লে হঠাৎ দার্শনিক হ'য়ে যেতেন। 'বেশি বাড়তে নেই, ভগবান্ রুষ্ট হবেন, হঠাৎ দেখবে পড়তে শুরু করেছ।'

'একেই পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী বলা হয়। ক্যাপিটালিজম কিন্তু অন্য জিনিস। অনেক দুঃসাহস আর অনেক বড় বড় স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। হেনরী ফোর্ড, মরগ্যান, ক্রুপস্-দের কথা ভাবুন।'

'কিন্তু আমাদের দেশে যে অন্তঃবিরোধ রয়েছে। সরকার সমাজতন্ত্র স্থাপনের নীতি অনুসরণ করছেন। তুমি চাইছ ক্যাপিটালিস্ট ডেভেলপ্‌মেণ্ট। এ দুইয়ের মধ্যে বিরোধে সরকারের জয় নিশ্চিত নয় কি?'

'আমি বলব বিরোধটা ভাসা-ভাসা, অথবা ভাষা-ভাষা, কেবল কথার বিরোধ। একটু খতিয়ে দেখলে বুঝবেন সরকারী নীতি আমাদের সহায়ক। গ্রামের দিকে তাকিয়ে দেখুন না। সরকারী নীতির সুযোগ নিয়ে স্ফীতদেহ হয়েছে কারা? বড় চাষী আর মাঝারি চাষী। গরীব চাষী, জমিহীন চাষীর সংখ্যা হু হু ক'রে বাড়ছে, অবস্থা ক্রমাগত হীনতর হচ্চে। তেমনি আমাদের ক্ষেত্রে। আপনার চারটি নতুন উদ্যোগে সরকারী সাহায্য কি কম পেয়েছেন? ট্র্যাক্টর কারখানার প্রায় সবটুকু মূলধন সরকার ধার দিতে রাজী হয়েছে, প্রত্যেকটি ট্র্যাক্টর বিক্রীর ব্যবস্থাও সরকার ক'রে দিচ্ছে, বিদেশী প্রতিযোগিতা নেই, বাজার আমাদের জন্য সংরক্ষিত। আসল কথা হ'ল সমাজতন্ত্রের নামে সরকার দেশ জুড়ে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছে—আগামী দশ বছরে দেখবেন কৃষি পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক উদ্যোগে পরিণত হবে। সরকারী নীতি আমাদের অনুকূল, প্রতিকূল নয়। প্রয়োজন হ'ল সরকারের সঙ্গে তাল দিয়ে চলা।'

অম্বরনাথ হেসে বললেন, 'আমার মন তোমার কথায় সায় দিচ্ছে। তোমাকে পেয়ে আমি সত্যিই খুশি।'

কমলাপতি বলল, 'আপনার মত মনিব পাওয়া অনেক সৌভাগ্য।'

'তোমাকে দেখে আমার অনেক বিষয়ে মত পালটেছে। ছেলে ছুটোর কথাই ধরো না কেন। জগু, মানে জগমোহন, বি. এ. পড়ছে, লেখাপড়ায় তেমন মন নেই। ভেবেছিলাম এখনই ব্যবসায়ে ঢুকিয়ে দিই। কিন্তু এখন আর তা ভাবছি না। যদি বি. এ. টা অন্তত হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে উতরোতে পারে ওকেও বিজিনেস ম্যানেজমেণ্টে এম. এস. করাবো।'

'তখন আমার চাকরীটি যাবে।'

'নাও যেতে পারে। তোমার কি মনে হয় কলগেট সাহেব জগুকে আমেরিকায় পড়াবার ব্যাপারে সাহায্য করবেন?'

'আলবৎ। তা নইলে কোলাবরেশনের মানে কি? আমরা কলগেট সাহেবের ট্র্যাক্টর ভারতে চালাবার আয়োজন করেছি; উনি আমাদের জন্যে এটুকু করবেন না? নিউ ইয়র্ক রাজ্যে কলগেট শহরে ঐ নামের একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে। জগমোহন সেখানেই এম এস করতে পারবে।'

'মনু, মানে মনমোহন, এখনও স্কুলে। তাকে কোন পথে দেব?'

'কি হ'তে চায় মনু?'

'পায়লট।'

'ভগবানের কৃপায় আমরা একদিন হয়তো এরোপ্লেন তৈরী করব।'

অম্বরনাথ জোরে হেসে উঠলেন, 'আমি বেঁচে থাকতে নয়।'

'মনমোহন করবে। আপনি কি ভেবেছেন চিরকাল আমরা ঐ অপদার্থ সরকারী এরোপ্লেন কারখানা নিয়ে প'ড়ে থাকবো? প্রাইভেট সেকটরের হাতে ছেড়ে দিলে বিদেশী কোলাবরেশনে এতদিনে অনেক এরোপ্লেন তৈরী হ'ত এ দেশে।'

অম্বরনাথ সাক্ষাৎকার শেষ করবার জন্যে বললেন, 'আমি লাঞ্চের পর মহাবীরপ্রসাদ গুপ্তের কাছে যাচ্ছি। তোমার কোনও বিশেষ ভাবনা আছে এ বিষয়ে?'

'কাগজপত্র তো আপনাকে দিয়ে দিয়েছি।'

'শেষ মুহূর্তের কোনও বিশেষ ভাবনা?'

'না। আমাদের কেস্ খুব মজবুত। শিল্পমন্ত্রীর পুরো সহায়তা করা ছাড়া অন্য পথ নেই।'

'মহাবীরপ্রসাদ ঠিক আছে। আমার ভয় কেদারনাথকে নিয়ে। তিনি এখনও পুরো বিশ্বাস করেন না। তাঁর ধারণা আমি পণ্ডিত গিরিধারীলালের অন্তরঙ্গ ছিলাম।'

'মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যমপুত্র মহেশচরণ আমাদের সঙ্গে। আপনি বোধ-হয় জানেন না পুত্রদের দ্বারা অনেক মুখ্যমন্ত্রীই কম বেশি চালিত হ'য়ে থাকেন। মুখ্যমন্ত্রীরা যখন শাসন ও জনকল্যাণে ব্যস্ত, তাঁদের পুত্রদের কর্তব্য পরিবারের ভবিষ্যৎ পাকা-পোক্ত ক'রে নেওয়া। মহেশপ্রসাদ যখন আমাদের সঙ্গে, তখন কেদারনাথকে নিয়ে ভাবনা কিসের?

'তোমার জমি, আর কলোনীর ব্যাপারটা তো এখনও ঠিক হয় নি। মহেশপ্রসাদ আমাদের সঙ্গে এখনও তো নেই। ভবিষ্যতে হ'তে পারে।'

'শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছেন। আমার কাছে শুনে নিন মহেশপ্রসাদ আমাদের সঙ্গে। জমিটা পাওয়ার জন্যে তার সাহায্য দরকার। এ কাজে আমরা কিঞ্চিৎ ব্যয় করতে রাজী, কি বলেন?'

দু'জনকার একত্র হাসির মধ্যে অম্বরনাথ বললেন, 'যৎকিঞ্চিৎ।'

'প্রজাতন্ত্র ভবন' থেকে সাড়ে পাঁচমাইল দূরে অম্বরনাথ পাণ্ডের বাড়ি। শহরের অভিজাত পল্লীতে এ নতুন বাড়ি অম্বরনাথ বছর তিনেক হ'ল তৈরী করেছেন, এর আগে পৈতৃক বসতবাটি ছিল পুরনো শহরে, যে বাড়ীতে ঊনপঞ্চাশ বছর আগে অম্বরনাথ জন্মেছিলেন, সাঁইত্রিশ বছর আগে তাঁর পিতা দিগম্বরনাথ দেহত্যাগ করেছিলেন,

এবং যে বাড়িতে চার বছর আগে কৃষ্ণনারায়ণেরও মৃত্যু হ'য়েছিল। পুরাতন বাড়িতে এখন অম্বরনাথের জননী গঙ্গাবাঈ বাস করেন, বাষট্টি বছর বয়সে তিনি এখনও তাজা এবং সজীব, পূজা-অর্চনা গুরুসেবা ক'রেই তাঁর দিন কাটে না, কৃষ্ণনারায়ণের প্রদত্ত সম্পত্তির সম্প্রসারণে ও রক্ষণে তাঁর অংশ সক্রিয়। অর্থাৎ অম্বরনাথ গঙ্গাবাঈ-এর সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে, তাঁর সম্মতি না নিয়ে বড় কোনও কাজে আজ পর্যন্ত হাত দেন না। কৃষ্ণনারায়ণের উইলে 'প্রজাতন্ত্র পাবলিকেশন্‌স্'-এর সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গঙ্গাবাঈকে সমর্পিত। পুরাতন বসতবাটিতে বাস করবার গঙ্গাবাঈ-এর অন্যতম কারণ কৃষ্ণনারায়ণ যে বাড়িগুলি কিনেছিলেন তার বেশির ভাগই পুরনো শহরে, সাবেকী আমলের নায়েব গোবর্ধন বর্মার সাহায্যে জমিদারীর কর্তৃত্ব তিনি নিজেই ক'রে থাকেন; গোবর্ধন বর্মা পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ, বাড়িটার বাইরের অংশের তিনখানা ঘরে তার চল্লিশ বছরের নিবাস, তাকে বাদ দিয়ে গঙ্গাবাঈ অম্বরনাথের নতুন বাড়িতে উঠে যেতে চান নি, তা ছাড়া অম্বরনাথ ও তার স্ত্রী সৌদামিনী আলাদা বাড়িতে নিজেদের স্বতন্ত্র সংসার তৈরী করুক গঙ্গাবাঈ তাই চেয়েছিলেন। অম্বরনাথকে দিয়ে তিনিই নতুন বাড়িটা নির্মাণ করিয়েছিলেন, নির্মিত হবার পর বলেছিলেন, 'তোমার এখন উঠতির পালা, অনেক নতুন লোকজনের সঙ্গে কাজকারবার হবে, ভালো একটা বাড়িতে হাল আমলের কায়দায় বাস করা প্রয়োজন। তোমরা নতুন বাড়িতে উঠে যাও, আমি আমার নারায়ণ ও শিবঠাকুরকে নিয়ে এখানেই থাকবো, নায়েব মশাইও আছেন, আমার কোনও অসুবিধা হবে না।'

সৌদামিনীরও অভিপ্রায় তাই ছিল। অম্বরনাথ দু'জনের ইচ্ছার সমতা দেখে খানিকটা বিস্মিত হয়েছিলেন, মা ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক দূরত্বটা আগে তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি, গঙ্গাবাঈ সৌদামিনীকে কোনওদিন বিন্দুমাত্র অবহেলা করেন নি, সৌদামিনী গঙ্গাবাঈকে। গঙ্গাবাঈ-এর বাস্তববুদ্ধিতে অম্বরনাথের আস্থা গভীর, মা ও ছেলের

মধ্যে সম্প্রীতি প্রাচীন এবং মজবুত, অম্বরনাথ, অতএব, আলাদা বাস করছেন বছর পাঁচেক, কিন্তু-সপ্তাহে দুদিন গঙ্গাবাঈ-এর কাছে তাঁর আহার।

আজ কথা ছিল অম্বরনাথ লাঞ্চের সময় 'প্রজাতন্ত্র ভবন' থেকে গঙ্গাবাঈ-এর কাছে এসে বিশ্বকর্মা পূজা-প্রসাদ খাবেন। গঙ্গাবাঈ বারো মাসে তের পার্বণ তো করেনই, তা ছাড়াও অনেক পূজা করেন, যা তের পার্বণের বাইরে। প্রতি বৃহস্পতিবার বারোজন ব্রাহ্মণ ভোজন হয়, শনিবার শনি ও সত্যনারায়ণ পূজো, মঙ্গলবার মঙ্গলচণ্ডীর। অম্বরনাথের গাড়ি যখন বাড়িটার সামনে দাঁড়াল, গঙ্গাবাঈ দ্বিতীয় স্নান সেরে গরদের শাদা ধুতি প'রে ছেলের জন্যে নিজের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। অম্বরনাথ ঘরে ঢুকতে মাকে দেখে আর একবার মুগ্ধ হলেন, মাকে দেখে মুগ্ধ হওয়া অম্বরনাথের বাল্যকালের অভ্যাস। গঙ্গাবাই বাষট্টি বছর বয়সেও কোমল ও জীয়ন্ত—দীর্ঘাকৃতি ছিমছাম দেহের বর্ণ এখনও কাঞ্চন, চোখ দুটি এখনও আশ্চর্য কৃষ্ণ ও সজীব, মুখের আদলে এখনও আলগা লাস্য। চুলে সবেমাত্র পাক ধরেছে, কপালে একটি কুঞ্চন নেই, নাক সেই তেমনই সরু ও তীক্ষ্ণ, ওষ্ঠাধর তেমনই ঝিনুকের মত সুঠাম, চিবুকটি এখনও নরম, কণ্ঠস্বর এখনও কোমল। গঙ্গাবাই-এর এককালে সুন্দরী বলে নামডাক ছিল, আজও তাঁর সৌন্দর্যের অনেকখানি অটুট। পূজা-অর্চনায় ঝোঁক বাড়ার পর থেকে তাঁকে অম্বরনাথের কাছে আরও সুন্দর দেখায়—অম্বরনাথ মায়ের প্রাচীন সৌন্দর্যের মধ্যে নতুন সৌম্যতা দেখতে পান।

খেতে বসে অম্বরনাথ বললেন, 'শহরের পশ্চিম দিকে পনেরশ' একর জমি সস্তায় পেয়ে যাচ্ছি। ওখানে একটা কলোনী বানাতে পারলে বেশ লাভ হবে। কিনে নেব নাকি ভাবছি। তুমি কি বল ?'

গঙ্গাবাঈ বললেন, 'শুনেছি ঐ জমিটা কেদারনাথজীর দখলে।'

'তিনি ছেড়ে দিতে চাইছেন।'

'ভেতরে কোনও গোলমাল নেই তো ?

'কমলাপতি সব খোঁজখবর নিয়েছে, বলেছে, সব ঠিক আছে। কলোনী তৈরী করার সময় কেদারনাথজীর মেজো ছেলে মহেশচরণ আমাদের অংশীদার হবে।'

'ছেলেটা ভালো নয়। অসৎ এবং দুশ্চরিত্র।'

'অধিকাংশ মন্ত্রীপুত্রেরাই তো তাই। চতুর্থাংশ শেয়ার থাকবে মহেশচরণের, আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

'জমির দাম কত?'

'লাখ খানেক।'

'সস্তাই তো মনে হচ্চে।'

'কেদারনাথজী জমিটা চটপট ছেড়ে দিতে চাইছেন। দিল্লীতে নাকি তাঁর এই জমিটা আত্মসাৎ করা নিয়ে কি সব কথা উঠেছে। প্রধান মন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বলেছেন কার কি সম্পত্তি আছে সব তাঁকে জানাতে হবে।'

'তুমি তো অনেক কিছুতে একসঙ্গে হাত দিয়েছ। লাখ খানেক টাকা আছে তোমার আছে?'

'হ'য়ে যাবে।'

'যা ক'রে হ'য়ে যাবে, আগে থাকতে আমাকে জানিও।'

'তা হ'লে তোমার সম্মতি আছে?'

'কৃষ্ণনারায়ণ বলতেন, জমির কারবার করতে নেই। জমি মানেই আইন-আদালত, খুন-খারাবি। কেনবার আগে সব দিক দেখে শুনে নিও। পরে কোনও ফ্যাসাদে না প'ড়ে যাও।'

'কমলাপতি খুব সাবধানী লোক। সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।'

'ছেলেটি ভালোই। তবু, নজর রেখো। সব কিছু ছেড়ে দিও না ওর ওপর। কাউকেই পুরো বিশ্বাস করতে নেই। এক ভগবানকে ছাড়া।'

'নজর আমি সর্বদাই রাখছি।'

'তোমার ব্যবসা বাড়ছে। অনেকগুলি ব্যবসা একসঙ্গে চালাচ্ছ।

আমার মনে হয় তোমার এমন একটি লোক দরকার যে সব অফিসারদের ওপর সর্বদা নজর রাখবে এবং তোমাকে রিপোর্ট করবে। কৃষ্ণ-নারায়ণজীর তো 'প্রজাতন্ত্র' ছাড়া বিশেষ কিছুই ছিল না। কিন্তু তিনিও অমনি একটি লোক রেখেছিলেন। তাঁর নিয়োগপত্রে অবশ্যি এ সবের ইংগিতমাত্র ছিল না। তোমরা তাঁকে সবাই চেন, কিন্তু তাঁর আসল কাজ যা ছিল তা তোমাদের অগোচর।'

অম্বরনাথ বিস্মিত হলেন। কৃষ্ণনারায়ণ কর্মচারীদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যে একটি বিশেষ লোককে নিযুক্ত করে-ছিলেন, তাঁকে অম্বরনাথ পর্যন্ত চেনেন না!

'সে লোকটি কে, মা? আমি তো একথা আগে কখনও শুনি নি?'

'শোনবার কথা ছিল না। কৃষ্ণনারায়ণজী চান নি অন্য কেউ এ কথা জানুক। এমন কি যাঁকে এ কাজ দেওয়া হ'য়েছিল তিনিও জানতেন, কৃষ্ণনারায়ণজী'র মৃত্যু হ'লে তাঁর কাজ হবে কেবল আমার কাছে রিপোর্ট করা। তোমাকে এ ব্যাপারে তিনি জড়াতে চান নি।'

'সে লোকটি এই চার বছর তোমার কাছে রিপোর্ট ক'রে যাচ্ছে?'

'মাঝে মধ্যে। বিশেষ গুরুতর ব্যাপারে।'

'তুমি তাঁকে মাইনে দিচ্ছ?'

'তাঁর বেতনের উপরি একটা অংশ কৃষ্ণনারায়ণ তাঁকে দিতেন। সেটা এখন আমি দিই। এমন কিছু টাকা নয়।'

'তার মানে 'প্রজাতন্ত্র ভবনে' কি ঘটছে না ঘটছে তার অনেক খবর তুমি পাও যা আমি পাই নে।'

'তাতে তো তোমার কোনও ক্ষতি হচ্ছে না, অম্বরনাথ। যদি এমন কিছু খবর আমার কানে আসে যা তোমার শোনা প্রয়োজন, তোমাকে বলতে তো আমার অসুবিধা নেই কিছু।'

'এখন তোমার অনেক কথার মানে পরিষ্কার হচ্ছে, মা। তুমি বলেছিলে অম্বিকাপ্রসাদ সোনা স্মাগলিং-এ জড়িত আছে, তার ওপরে

যেন কড়া নজর রাখি। তুমি বলেছিলে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মেহের সিং-এর স্ত্রী টি. বি. তে ভুগছে, কিছু টাকা দিয়ে তাকে হাত করা সম্ভব হবে। তুমি বলেছিলে ছাপাখানার লাইনো অপারেটর অবতার সিং ধীলন কম্যুনিস্ট। প্রদীপ সকসেনা সম্বন্ধেও অনেকবার অনেক কথা তুমি বলেছ।'

গঙ্গাবাঈ মৃদু হাসছিলেন। অম্বরনাথ থামলে, বললেন, 'আজও দু'একটা কথা তোমাকে বলার আছে।'

'তোমার গোয়েন্দাটির নাম বলবে না আমাকে?'

'বলা বারণ। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সে তোমার নিতান্ত বশংবদ কর্মচারী।'

'তবু, মা, আজ থেকে আমার মনে সর্বদা একটা অশান্তি থাকবে। যাকেই আপিসে দেখব, মনে হবে সে তোমার গোয়েন্দা।'

'কৃষ্ণনারায়ণজী তাঁর নাম কাউকে না বলতে আদেশ ক'রে গেছেন আমাকে।'

অম্বরনাথ চুপ ক'রে রইলেন।

গঙ্গাবাঈ বললেন, 'প্রত্যেক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানেই কর্মচারীদের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা থাকে। তোমাকেও সে ব্যবস্থা করতে হবে। সুদক্ষ, প্রবীণ কোনও অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসরকে পেলে ভালো হয়। এ রাজ্য থেকে নয়—এমন কোথাও থেকে যাতে তার পরিচয় কেউ না জানে। মাদ্রাজ কিংবা আসাম থেকে কিংবা গুজরাট। তার একটা পরিচয় তোমাকে দিতে হবে এখানে সবার কাছে। একটা নতুন পদের সৃষ্টিও করতে হবে। আমি ভাবছিলাম ওয়েলফেয়ার অফিসর হিসেবে একজন কাউকে রাখলে কেমন হয়। ঐ পদে নিযুক্ত লোককে সব স্তরের কর্মচারীদের সঙ্গে মিশতে হবে। কর্মচারীদেরও ভালো হবে, তোমার কাজও সাধিত হবে।'

অম্বরনাথ বললেন, 'ভেবে দেখব, মা। এ ব্যাপারে কমলাপতির সঙ্গে পরামর্শ করা নিশ্চয় নিষিদ্ধ।'

'শুধু তাই নয়। কমলাপতির ওপর নজর [illegible] লোকটির বিশেষ কাজ হবে।'

'তুমি কি কমলাপতিকে সন্দেহ করছ, মা?'

ভয়ের শিহরণ লেগে গেল।

'তুমি তাকে অনেক বড় বড় দায়িত্ব দিয়েছ, সে এখন তোমার দক্ষিণ হাত। কিন্তু অম্বরনাথ, কাউকে পুরো বিশ্বাস করতে নেই, একমাত্র ভগবানকে ছাড়া। কমলাপতি খুব বুদ্ধিমান, কর্মঠ ছেলে, সাহস আছে, ঝুঁকি নেবার উৎসাহও আছে। এখন পর্যন্ত সে তোমার স্বার্থ রক্ষা ক'রে চলেছে, তোমার ব্যবসা, প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তোলাই তার লক্ষ্য। কিন্তু কাল সে বদলে যেতে পারে। তার ওপর সতর্ক নজর তোমাকে রাখতেই হবে। এবং অন্যান্য কর্মীদের ওপর, যাদের তুমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছ।'

'তার মানে তো আমাকে একটা বড়-সড় গোয়েন্দা বিভাগ খুলে বসতে হবে।'

'হবেই তো। কার নেই? টাটা-বিড়লাদের নেই? হিম্মৎলালদের নেই?'

'কমলাপতি সম্বন্ধে আপত্তিজনক কিছু শোনো নি তো তুমি?'

'বিশেষ কিছু না। তবু তোমার জানা প্রয়োজন যে কেদারনাথজীর কন্যা তিলোত্তমার সঙ্গে কমলাপতির বেশ ভাব হয়েছে। প্রায়ই সে মুখ্যমন্ত্রীর গৃহে সন্ধ্যা কাটায় এবং রাত্রির আহার করে।'

'তাই নাকি?'

'মুখ্যমন্ত্রী এ রাজ্যে শীঘ্রই একটি নতুন প্রতিষ্ঠান খুলছেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন। তার চেয়ারম্যানশিপ হয়তো কমলাপতি নিগমকে দেওয়া হবে।'

'কি সর্বনাশ! কমলাপতি তা হ'লে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?'

'না-ও যেতে পারে। তুমি তাকে যে মাইনেপত্র দিচ্ছ, রাজ্য

সরকার তা দিতে পারবে না। তা ছাড়া, কমলাপতি সরকারী চাকরি করতে চায় না। তার উচ্চাশা অনেক।'

'তা হ'লে তো কমলাপতির ওপর নজর রাখতেই হয়!'

'তুমি তো আজ রাত্রে হিম্মৎলালের সঙ্গে আহার করছ। তাঁর কাছে একটি বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ লোক চেয়ে দেখতে পার। কমলাপতিকেও হিম্মৎলালদের থেকেই পেয়েছিলে।'

অম্বরনাথ সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

'আর একটা কথা তোমাকে বলবার আছে। সুমন সম্বন্ধে।'

অম্বরনাথ কৌতূহলী দৃষ্টিতে গঙ্গাবাঈ-এর মুখে তাকিয়ে রইলেন।

'সুমন তার শেয়ার বিক্রী করতে চাইছে।'

'কেন?'

'এ শহরে আর তার ভাল লাগছে না। অন্য কোথাও চলে যাবে বলছে।'

অম্বরনাথ বললেন, 'মা, তুমি আমাকে কিছুই বলছ না। যা বলছ তার কোনও মানে হয় না।'

গঙ্গাবাঈ-এর মুখখানা বিষণ্ন হ'য়ে গেছে। বড় বড় কালো চোখে সন্ধ্যা-আকাশের বেদনা।

'অম্বরনাথ, মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, কিন্তু বোধকরি দুর্বলতম সৃষ্টিও বটে। বাষট্টি বছর বয়সে একমাত্র একটা সত্যি আমি জানতে পেরেছি: মানুষ দুর্বল, তাকে বিচার করতে নেই, বিচারের বদলে বোঝবার চেষ্টা করলে হয়তো কিছুটা ফল পাওয়া যায়। সুমন এবং তুমি আমার দুই সন্তান, অথচ কতটুকুই বা তোমাদের আমি জানি ও বুঝি, তোমরাই বা কতটুকু আমাকে জান? সুমন কুড়ি বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল, সে আজ পঁচিশ বছর আগে। সন্তানের জননী পর্যন্ত হ'তে পারে নি। আমার ইচ্ছা ছিল সুমনের আবার বিয়ে হোক, সারাজীবন নিজেকে বঞ্চিত রেখে বেঁচে থাকার মত মূর্খ অপচয় আর নেই। কৃষ্ণনারায়ণজীকে রাজী করাতে পারি নি, তিনি আসলে

অত্যন্ত রক্ষণশীল লোক ছিলেন, তুমি তো জানই। তার চেয়েও আশ্চর্যের কথা, সুমনকে রাজী করাতে পারি নি। দ্বিতীয়বার বিয়ে ক'রে নতুন জীবনের সূচনা সম্ভব এ চিন্তা ও সংকল্পের সাহস সুমনের ছিল না। অথচ আর দশজনের মতোই সুমন রক্ত-মাংসের মানুষ, তার দেহ-মনের দাবী ছিল, সে দাবীর কাছে সুমন ছিল দুর্বল। প্রদীপ সকসেনার মধ্যে প্রকৃত পৌরুষ থাকলে সুমনের জীবনটা অন্য রকম হ'তে পারত। ওদের মধ্যে প্রেম নিশ্চয়ই ছিল, হয়তো এখনও আছে, দীর্ঘদিন ওরা ঘনিষ্ঠ, একথা কারুর অজানা নেই। প্রদীপ সকসেনা সুমনকে বিয়ে করবার সাহস রাখে নি, কিংবা হয়তো বিয়ে ক'রে সংসার করবার মত লোক সে নয়। যাই হোক, ওদের মধ্যে একটা সংকট দেখা দিয়েছে, তার কারণ এবং প্রকৃতি আমার জানা নেই, যদিও আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়। হঠাৎ সুমন বলছে সে আর এদেশে বাস করবে না, সে এখন স্বামী চিন্ময়ানন্দের ভক্ত হ'য়ে উঠেছে, বলছে বিদেশে গিয়ে তাঁর সেবা করবে—আর বলছে তার শেয়ার বিক্রী ক'রে দিয়ে সে নগদ চায়।'

'এ ইচ্ছার কোনও মানে আছে, মা? সাধুসেবার জন্যে বিদেশে যাবে কেন, শেয়ার বিক্রী ক'রে নগদ টাকাই বা তার চাই কেন? নগদ টাকা যদি খরচ হ'য়ে যায়, তা হ'লে সুমনের ভবিষ্যৎ কি? শেয়ারগুলি আছে তাই ওর জীবনে খাওয়া-পরার অভাব হবে না।'

'অম্বরনাথ, তুমি সুমনকে খুব কমই চেন। তোমার চেয়ে চার বছরের ছোট, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কোনওদিন ভাব হ'তে পারে নি। সুমনের বর্তমান মানসিক অবস্থায় শেয়ার বিক্রীর ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়, আমি জানি। তুমি এটা ঠিকই বলেছ। কিন্তু এর মধ্যে আরও জটিলতা আছে। প্রদীপ সকসেনা সুমনের শেয়ারগুলি কেনবার তালে আছে। তুমি নিশ্চয় চাও না সুমনের শেয়ার প্রদীপ সকসেনার হস্তগত হয়?'

'না।'

'এ ব্যাপারটা জানতে পেরে সুমনের সঙ্গে আমি একবার কথা বলেছি। তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, 'প্রজাতন্ত্র পাবলিকেশন্‌স্'-এর শেয়ার পরিবারের বাইরে চলে গেলে অনেক গোলমালের সূচনা হ'তে পারে। সুমন কি বলে জানো? বলে, প্রদীপ সকসেনাকে আমাদের অনেক দিন আগে ডিরেক্টর করা উচিত ছিল—পনের বছর যে কাগজের সম্পাদক, তার ডিরেক্টর হওয়াই স্বাভাবিক। আমার সন্দেহ হচ্চে সুমনের এই শেয়ার বিক্রীর ইচ্ছার পেছনে রয়েছে প্রদীপ সকসেনা। এমনও হ'তে পারে 'প্রদীপ সকসেনাকে ডিরেক্টর হ'তে সাহায্য করার জন্যেই সুমন শেয়ার বিক্রী করতে চাইছে।'

'তুমি ওকে বোঝাতে পেরেছ?'

'না।'

'সুমন যদি পরিবারের মধ্যে শেয়ার বিক্রী করতে চায়, তুমি কিনে নিও। আমি কিনতে গেলে সুমন খুশি হবে না। তা ছাড়া আমার টাকাও নেই।'

'আমারও তাই মত। কিন্তু আসল সমস্যা হবে সুমন যদি আমাকে বিক্রী করতে রাজী না হয়। প্রদীপ সকসেনাকে শেয়ার কিনতে দেওয়া হবে না।'

'না।'

'তা হ'লে এমন ব্যবস্থা করতে হয় যাতে প্রদীপ সকসেনা শেয়ার কিনতে না পারে।'

'সেটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।'

'খুব সহজও না হ'তে পারে। অম্বরনাথ, তুমি অনেক বিষয়ে বিচক্ষণ, তোমার সাহস আছে, উচ্চাশা আছে, বড় হবার তীক্ষ্ণ আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু অনেক বিষয়ে তুমি অত্যন্ত সরল, এমন কি ছেলেমানুষ। প্রদীপ সকসেনাকে দেখে যা মনে হয় সেটাই তার সবটুকু পরিচয় নয়। যারা ভীতু, কোনও বিষয়ে রুখে দাঁড়ায় না, তারা তলে তলে শত্রুতা পোষণ ক'রে, তারা বিপজ্জনক হ'তে পারে

অবস্থার হেরফেরে। তুমি এখন উঠছ, তোমার শত্রু-সংখ্যা কমছে না, বাড়ছে।'

'প্রদীপ সকসেনাকে আমার ক্লীবলিঙ্গ মনে হয়। তোমরা ওকে সম্পাদক বানালে কেন আমি বুঝে উঠতে পারিনে।'

গঙ্গাবাঈ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এ পরিবারের ইতিহাস এখনও অনেকখানি তোমার অজানা। অজানাই বোধকরি থেকে যাবে, কারণ তোমাকে জানাতে পারি একমাত্র আমি, কিন্তু কিছু কিছু এমন ব্যাপার আছে যা আমি তোমাকে জানাতে পারব না। একটা কথা তবু তোমাকে বলি। কৃষ্ণনারায়ণজী প্রদীপ সকসেনাকে 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন কেবল ধরমবীরের পরে একজন দুর্বল ও বাধ্য এডিটরের প্রয়োজন ছিল বলে নয়। প্রদীপ সকসেনাকে 'প্রজাতন্ত্র' এবং পাণ্ডে পরিবারের সঙ্গে বেধে রাখার জন্য প্রয়োজনও ছিল।'

'কি প্রয়োজন ?'

'প্রদীপ সকসেনা এ পরিবার সম্বন্ধে এমন কিছু জানতে পেরেছিল যা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে ফলাফল গুরুতর হ'তে পারত।'

অম্বরনাথ গঙ্গাবাঈ-এর মুখে তাকিয়ে বুঝলেন তিনি এর বেশি কিছু বললেন না। সুন্দর মুখখানিতে বেদনার মেঘ নেমেছে, অম্বর-নাথের বুকেও কোথায় একটা ব্যথার তন্ত্রী বেজে উঠল। গঙ্গাবাঈ-এর জীবন আর দশজন হিন্দু স্ত্রীলোকের জীবন থেকে অনেকাংশে আলাদা। অম্বরনাথ মাকে কখনও বিচার করেন নি। তিনি জানেন আজ যে তিনি 'প্রজাতন্ত্র পাবলিকেশন্‌স্'-এর একচ্ছত্র অধিপতি এর জন্যে দায়ী গঙ্গাবাঈ। সৌন্দর্য ও বুদ্ধির একসঙ্গে এতখানি অধিকার অম্বরনাথ খুব কম পুরুষের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন, নারী তো দূরের কথা। এমন প্রতিভাময়ী একটি স্ত্রীলোককে যে জীবনের অন্ধকার লুকিয়ে রাখতে হয় তাতে অম্বরনাথ দুঃখ পান।

'মা, তুমি যা বলতে চাইছ না, তা জানবার প্রয়োজন নেই

আমার। প্রয়োজন হ'লে তুমি নিজেই বলবে। আপাতত প্রদীপ সকসেনা যাতে সুমনের শেয়ার না কিনতে পারে তার ব্যবস্থা আমি করছি। প্রদীপ সকসেনা সম্বন্ধে সাবধান হ'তেও তুমি ইংগিতে বলেছ, আমার মনে থাকবে। সুমনের ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না, আমি এক্ষেত্রে নিতান্ত অসহায়, সুমন আমার কথা শুনবে না, ওকে কিছু বলাও আমার পক্ষে অসম্ভব। সুমনকে সামলাতে হবে তোমাকেই। আজ আমাকে উঠতে হবে, মা, বাড়ি হ'য়ে আপিসে ফিরে যেতে দেরীই হ'য়ে যাবে, চারটের সময় একটা জরুরী সাক্ষাৎকার আছে। আগামী সপ্তাহে আসব, তার মাঝে দরকার হ'লে ডেকে পাঠিও।'

গঙ্গাবাঈ বললেন, 'তোমার খাটুনি খুব বেড়েছে। শরীরের যত্ন নিও। অনেক দায়িত্ব তোমার মাথায়।'

অম্বরনাথ হেসে বললেন, 'তুমি থাকতে, দায়িত্বের বোঝা হালকা মনে হয়।'

গঙ্গাবাঈ ছেলের সঙ্গে সঙ্গে এগোতে এগোতে বললেন, 'আমি আর ক'দিন ? এখন থেকে সব বোঝাই তোমার। সাবধানে থেকো, দেহের যত্ন নিও।'

অম্বরনাথ চকিত দৃষ্টিতে মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আর ক'দিন মানে ? তোমার শরীর ঠিক আছে তো, মা ?'

গঙ্গাবাঈ মৃদু হেসে বললেন, 'আমি কি চিরকাল বেঁচে থাকবো ?'

অম্বরনাথ গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, 'চিরকাল না হলেও অনেককাল। তোমাকে আমার, আমাদের, অনেক কাল প্রয়োজন। বুঝলে ?'

সৌদামিনীর দেহে সবে মাত্র মাংস জমতে শুরু করেছে। উনিশ বছর আগে অম্বরনাথের সঙ্গে যখন বিবাহ হয়, সৌদামিনীর বয়স

ছিল সতের, দেখে মনে হ'ত চৌদ্দ। চব্বিশ বছরের অম্বরনাথের সঙ্গে সৌদামিনীর অমিলটাই চোখে পড়ত বেশি। অম্বরনাথ ছিল প্রায়-গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, পাঁচ ফুট ন'ইঞ্চি, দৃঢ় মাংসপেশী সমেত সতেজ নওজোয়ান। সৌদামিনী কৃষ্ণবর্ণা, ছায়ছোট্ট, অতিশয় নরম, অতীব কৃশতনু। এবং, অম্বরনাথের এখনও পরিষ্কার মনে আছে, অত্যন্ত সুস্বাদু। রাজধানী শহর থেকে সাড়ে তিনশ' মাইল উত্তরে এ রাজ্যের অন্যতম প্রধান নগরে সৌদামিনী জন্মেছিল এক প্রাচীন জমিদার বংশে, তার বাবা হরদয়াল কাটজু মধ্যপঞ্চাশে জমিদারী সরকারকে বিক্রী ক'রে বেশ কিছু অর্থ নিয়ে কাঠের ব্যবসা শুরু করেছিলেন; সে ব্যবসা সফল হয়েছিল। নগরের স্কুল থেকে মাট্রিক পাস করার সঙ্গে সঙ্গে সৌদামিনীর বিবাহ, পরবর্তী জীবনে প্রাইভেটে বি.এ. পাসের ইচ্ছা অনেকবার উচ্চারিত হ'লেও বাস্তব হ'য়ে ওঠে নি। সৌদামিনীকে অম্বরনাথের বিয়ের রাত্রি থেকেই ভাল লেগেছিল; কৃশ, নরম ও লাজুক হ'লেও তার মুখখানা লাবণ্যে সুশ্রী, এবং, দেহ অত্যন্ত সুস্বাদু।

উনিশ বছরে সৌদামিনীর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, দেহে, মনে। বিয়ের এক বছর পরেই জগমোহনের জন্ম, আজ আঠারো বছরের জগমোহন কলেজে পড়ছে। জগমোহন জন্মাবার পর সৌদামিনী অম্বরনাথকে জন্মনিয়ন্ত্রণে বাধ্য করেছিল, দ্বিতীয়বার মা হ'য়েছিল পুরো সাত বছর পর, এগার বছরের মনমোহন স্কুলের ছাত্র। পাণ্ডে বাড়ির বৌ হিসেবে সৌদামিনী নিয়মকানুন মোটামুটি মেনে চললেও স্বভাবসিদ্ধ স্থৈর্য ও শান্তস্বভাবের মাধ্যমেই নিজের জন্যে একটা বিশিষ্ট স্থান সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিল। অর্থাৎ শাশুড়ীকে মেনে চলেও বুঝিয়ে দিয়েছিল তাঁকে তার খুব একটা পছন্দ নয়, সুমনকে প্রাপ্য মর্যাদা দেবার সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিল তার প্রতি সৌদামিনী খুব সদয় নয়, এমন কি কৃষ্ণনারায়ণকে পর্যন্ত, সেবা, যত্ন ও বাধ্যতার ঘাটতি না-ক'রেও, বুঝিয়ে দিয়েছিল তিনি যত বড় মানুষই হোন না কেন,

যতই হোক না তাঁর প্রতাপ, ধন, ব্যক্তিত্ব এবং ক্ষমতা, সৌদামিনী তাঁকে খুব একটা বড় চোখে দেখে না। এখানেই সৌদামিনীর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, সে নিকটে থেকেও কাছে নয়, সব নিয়ম মেনে চলেও সে অনিয়ম করবার কৌশল জানে। কৃষ্ণনারায়ণ, গঙ্গাবাঈ, সুমন: এঁদের কেউ সৌদামিনীর ব্যবহারে ত্রুটি বার করতে পারেন নি, কিন্তু একজনেরও বুঝতে দেরী লাগে নি যে সৌদামিনীর চোখে তিনি সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নন। অম্বরনাথের বেলাও এর ব্যতিক্রম হয় নি। স্ত্রী হিসেবে সৌদামিনী প্রায় নিখুঁত, অম্বরনাথ স্ত্রীর কাছে এমন কিছু চান নি যা সৌদামিনী দিতে পারে নি বা দেয় নি, স্বামীর অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও সে নতুন পরিস্থিতির উপযোগী ক'রে নিয়েছে, কিন্তু, এই সুদীর্ঘ উনিশ বছরের ব্যাপকতার মধ্যে মিশে আছে অম্বরনাথের নির্ভুল অনুভূতি: সৌদামিনী তাঁকে পরিপূর্ণ গ্রহণ করে নি, তাঁর অস্তিত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক, যার জন্যে অম্বরনাথ দায়ী নন, কিন্তু যা তিনি কেবল স্বীকার করেই নেন নি, তার ওপরে নিজের জীবনসৌধ নির্মাণও করেছেন, সৌদামিনীর কাছে মর্যাদা পায় নি। সৌদামিনীকে অম্বরনাথ বিয়ের রাত থেকেই ভালোবেসে এসেছেন, সৌদামিনীও তাঁকে ভালোবেসেছেন এবং বাসেন, তথাপি দু'জনেই তাঁরা জানেন একটা দেয়াল আছে তাঁদের মধ্যে, যা সৌদামিনী ভাঙতে রাজী নন, অম্বরনাথের মত দেয়ালটাও তাঁর কাছে বাস্তব। কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সৌদামিনী নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে এসেছেন। অম্বরনাথের ব্যবসা তার মধ্যে প্রধান। এই বৃহৎ এবং প্রসারমান উদ্যোগে সৌদামিনী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে রাজী হন নি। অম্বরনাথ অনেক সময় ব্যবসার কথা বলতে গিয়ে দেখতে পেয়েছেন সৌদামিনী অন্যমনস্ক, কথা তাঁর কানে পেঁছচ্ছে না; যদি নালিশ করেছেন, জবাব পেয়েছেন, 'এসব ব্যাপার আমি বুঝি নে, তুমি আর তোমার মা-ই তো আছ, দিদিও বেশ বোঝে, আমাকে অন্য কথা বল।'

'প্রজাতন্ত্র পাবলিকেশন্‌স্‌' অথবা নতুন-তৈরী কোনও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হন নি সৌদামিনী, তাঁর নামে একটা কোম্পানীরও শেয়ার নেই, একটা কোম্পানীরও ডিরেক্টর নন তিনি (গঙ্গাবাঈ প্রত্যেকটা কোম্পানীর ডিরেক্টর, যেমন 'প্রজাতন্ত্র পাবলিকেশন্‌স্‌ প্রাঃ লিমিটেডে'র)। অম্বরনাথ ক্ষোভ প্রকাশ করলে সৌদামিনী বলেছেন, 'ব্যবসা বাণিজ্য আমি বুঝিনে, ওসব তোমাদের পরিবারের প্রতিভা। তার বাইরেও তো তুমি একটা প্রকাণ্ড পুরুষ, সে-তোমাকে নিয়েই আমি খুশি, তাকে নিয়েই আমার জীবন কেটে যাবে।' এই ক্ষীণদেহ নরম কালো এবং সুশ্রী মেয়েটির মধ্যে একটা পাথর-কঠিন নিষেধের সঙ্গে অম্বরনাথের পরিচয় দীর্ঘকালের; সে-নিষেধটিকে অম্বরনাথ ভয় করেন, মানেন, যদিও সম্যক চেনেন না।

আজ বাড়িতে ঢুকে অম্বরনাথ দেখতে পেলেন সৌদামিনী তাঁর বৈঠকখানায় অপেক্ষা করছেন। অম্বরনাথ বসতে তাঁকে পান এগিয়ে দিলেন।

'তুমি আহার করো নি?'

'আজ আমার বিশ্বকর্মার উপোস। রাত্তিরে খাবো।'

'তুমি প্রায়ই আজকাল উপোস করো মনে হচ্চে।'

'দেখছ না, যা মুটিয়েছি।'

'এমন কিছু নয়। গিন্নীবান্নীদের একটু মোটা না হ'লে মানায় না।'

'একে বেঁটে, তারপর ইয়া মোটা হ'লে উঠতে বসতে পারব না। কেন যে এমন মোটা হচ্চি বুঝতে পারছি না। খুব একটা খাই বলে তো মনে হয় না!'

'ওটা বয়সের ধর্ম। শাস্ত্রে লিখিত আছে, বয়স হ'ল চল্লিশপ্রায়, স্ফীতমন স্ফীতকায়।'

'শাস্ত্রে এসব বাজে কথা লেখে না। তোমার তো চল্লিশ পেরিয়ে গেছে, তুমি তো মোটা হও নি!'

'তুমি আর একটু আদর যত্ন করলেই হ'য়ে যেতাম।'

'তা হ'লে তুমি আমাকে একটু 'কম আদর যত্ন করো। আমি সত্যি মোটা হ'তে চাই নে।'

'ব্যায়াম করো।'

'অসম্ভব। ভেবে দেখো জগু, মনু কি ভাববে? ঝি চাকররা হাসবে।'

'এবার বুঝেছি। রজনীর ব্যায়াম কমে এসেছে বলে তুমি মোটা হচ্চ।'

'অসভ্যতা কোরো না।'

'নিশ্চয় তাই। আজকাল এমন কাজের চাপ পড়েছে, বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়, শোবার পরে আর শক্তি থাকে না।'

'মহাশয়কে সে জন্যে কেউ কোনও নালিশ জানায় নি।'

'কাল রাত্রে দেখতে পেলাম তুমি বালিশ জাপটে ঘুমুচ্ছ।'

'মিথ্যে কথা!'

'বালিশের নাম অম্বরনাথ পাণ্ডে।'

'তোমার বয়স বাড়ছে না?'

'তোমার বাড়ছে?'

'নিশ্চয়। আমি এখন দুই সোমত্ত ছেলের মা।'

'এবং এক সোমত্ত পুরুষের স্ত্রী।'

'ওটা এখন গৌণ ভূমিকা। আগে মা, পরে স্ত্রী।'

'কথাটা শোনাল বিশ্রী।'

'তুমি কি কিছুক্ষণ আছ? না এক্ষুণি পালাবে?'

অম্বরনাথ ঘড়ি দেখে বললেন. 'চল্লিশ মিনিট।'

'চা খেয়ে যাবে?'

'বেশ তো!'

'শুয়ে বিশ্রাম করবে?'

'বিশ্রাম না শ্রম?'

'অসভ্য! আমার তো বিশ্বকর্মার উপোষ।'

'তা হ'লে বিশ্বকর্ম চলবে না, 'কি বলো ?'

'অসভ্যতা রাখো। দিন দুপুরে বিশ্বকর্ম অনেকদিন অচল। পাঁচ সাত বছর তো হবেই।'

'মন্নু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে।'

'আমি চা ক'রে আনছি। দু'একটা কাজের কথা আছে।'

অম্বরনাথ বিছানার ওপরে খোলা বইটা তুলে নিলেন। সৌদামিনী উপন্যাস পড়তে ভালোবাসেন। বাড়ীতে শ'পাঁচেক হিন্দী ও ইংরেজী উপন্যাস আছে, ইংরেজী সৌদামিনী পড়তে চান না, পড়তে এবং বুঝতে কষ্ট হয়, কাহিনীর রস গ্রহণ করতে পারেন না। 'হিন্দ পকেট বুক্‌স'-এর মেম্বার হ'য়ে প্রতি মাসে দু'তিনখানা হিন্দী উপন্যাস পান। তা ছাড়া বই আসে দোকান থেকে, লাইব্রেরী থেকে। বইটা, অম্বরনাথ দেখলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিশ্বপরিচয়'। হিন্দী অনুবাদ। সাহিত্য অকাদেমী দ্বারা প্রকাশিত। অম্বরনাথ যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হলেন সৌদামিনীর পাঠ্যতালিকায় রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' দেখে। উপন্যাস ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক সৌদামিনী পাঠ করেন তাঁর জানা ছিল না। কতো কাছের মানুষকেও কত সময় কতটুকুই বা আমরা চিনি, অম্বরনাথ ভাবলেন, 'বিশ্বপরিচয়ে'র পাতা ওলটাতে ওলটাতে। সৌদামিনীই বা কতটুকু চেনে আমাকে? অবশ্যি তাতে ক্ষতি হয় না।... যেটুকু চেনা-পরিচয় তার মধ্যে ফাঁক ও ফাঁকি না থাকলেই হ'ল। 'বিপরীতধর্মী বৈদ্যুতকণার যুগল-মিলনে যে সৃষ্টি হ'ল সেই জগৎটার মধ্যে সর্বব্যাপী দুই বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া, চলা আর টানা, মুক্তি আর বন্ধন। একদিকে ব্রহ্মাণ্ডজোড়া মহা দৌড় আর-একদিকে ব্রহ্মাণ্ডজোড়া মহা টান। সবই চলছে আর সবই টানছে। চলাটা কী আর কোথা থেকে তাও জানি নে। আর টানটা কী আর কোথা থেকে তাও জানি নে।' অম্বরনাথ বইখানা রেখে দিলেন। আমার জীবনটাও বড় বেশি চলতে শুরু করেছে, শুরু হয়েছে মহাদৌড়, সবাই, সবকিছু মিলে আমাকে

তাড়িয়ে নিচ্ছে, লক্ষ্যের সীমানা দিগন্তে ক্রমাগত স'রে যাচ্ছে, গতি, গতি, গতি, গতি, কমলাপতি বলে, গতিই জীবনের নিয়ম। কিন্তু, এই তো রবীন্দ্রনাথ বলছেন, আরও একটা নিয়ম আছে, মহা টান, আমাকে আমার মধ্যে ধ'রে রাখা। সৌদামিনীই একমাত্র আমাকে টেনে রাখছে, সে আমার মহাদৌড়ের ঘোড়া নয়, সৌদামিনী আমার অবস্থিতি। একটু মোটা হয়েছে তো কি, সৌদামিনী এখনও সুস্বাদু।

চা-এর ট্রে নিয়ে সৌদামিনী ঘরে আসতে অম্বরনাথ বললেন, 'তুমি দেখছি গুরুগম্ভীর সব কিতাব পড়ছ আজকাল!'

'তুমি জান যে আমি কেবল খেলো উপন্যাস পড়তে ভালবাসি।'

'উপন্যাস মাত্রই খেলো নয়।'

'মুখ্যু মানুষ, যা হাতের কাছে পাই পড়ি। সময় কাটাতে হবে তো। বাড়ীতে তিনটে ঠাকুর চাকর ঝি। আমার আর কাজ কোথায়?'

'কেন? স্বামীসেবা। সেটা তো তুমি ঝি চাকরের হাতে তুলে দাও নি!

'তোমাকেই আর কতোটুকু পাই বলো? তুমি সাম্রাজ্য গড়তে ব্যস্ত।'

'আমার সাম্রাজ্যের মধ্যে এসে গেলেই তো পার! তোমার জন্যে আসন তো তৈরী।'

'কাজ নেই আমার তোমার সাম্রাজ্যে। আমার সাম্রাজ্য আমার স্বামী, আমার ছেলেরা। এতেই আমি খুশি। এর বাইরে পা বাড়াবার লোভ নেই।'

'তোমাকে সঙ্গে পেলে আমার ভালো লাগত।'

'তা হ'লে আমাকে পাবার জন্যে আর ঘরে ফিরতে না।'

কথাটা শুনতে অম্বরনাথের ভালো লাগল। সৌদামিনী আরও বললেন, 'এই যে এত কাজ, এত জটিল সব ব্যাপার ছেড়ে ছুড়ে তুমি

প্রতি সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আস, এটুকুই আমার সার্থকতা। এখানে, এই ঘরে, এখনও আমি রয়েছি, এটুকু চেতনা আমার চিরদিন থাক, তার বেশি আমি চাই নে।'

সৌদামিনীর গলাটা হঠাৎ ভারী হ'য়ে এল। অম্বরনাথ চা পান করছিলেন, সিগারেটের সঙ্গে—এটা পুরনো অভ্যাস। স্ত্রীর ভারী কণ্ঠস্বর শুনে স্তম্ভিত হলেন।

'কি ব্যাপার বলো তো! তোমার গলা তো সহজে নরম হ'তে দেখা যায় না!'

সৌদামিনী নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বললেন, 'কিছু না। এমনি। সত্যি কিছু না।'

'যদি কিছু তোমার মনের মধ্যে বিঁধেছে, আমাকে বলে ফেলাটাই কি ভালো নয়?'

'মা-র সঙ্গে কথাবার্তা হ'ল?'

'হুম।'

'মা নিজের কথা বললেন না?'

'নিজের কথা?'

'কিছু বললেন না?'

'কৈ? না তো!'

'বড় কঠিন তোমার মা।'

'একথা বলছ কেন?'

'কতো ক'রে বললাম যেন নিজেই তোমাকে কথাটা বলেন। না, জিদ ধ'রে বসলেন, বলতে হবে আমাকেই। তিনি কিছুতেই বলতে পারবেন না তোমায়।'

'কি সব বলছ তুমি বুঝতে পারছি না। মা-র সঙ্গে দেখা হ'ল কখন তোমার? কবে? কি এমন বলার আছে মা-র যা তিনি তোমাকে দিয়ে বলাতে চান, নিজে বলতে পারেন না?'

'মা-আজ সকালে এখানে এসেছিলেন। তুমি বেরিয়ে যাবার পর।'

'তাই বুঝি? কেন?'

'মা-র ক্যানসার হয়েছে।'

অম্বরনাথ চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'কি বললে?'

'মা-র ক্যানসার হয়েছে।'

'ক্যানসার? কোথায়? কে বললে?'

'রক্তে। কাল রিপোর্ট এসেছে। ডাঃ মিত্র জানিয়েছেন।'

'ব্লাড ক্যানসার?'

'মা আর বেশিদিন বাঁচবেন না।'

'এ খবরটা আমাকে নিজে দিতে পারলেন না?'

'দিতে চান নি। তুমি শুনে যে শক্ পাবে সেটা চোখের ওপর দেখতে পারবেন না, তাই।'

'ডাঃ মিত্র আমাকে জানান নি কেন?'

'মা-র নিষেধ ছিল। রিপোর্ট পাঠাবার নির্দেশ ছিল একমাত্র তাঁরই কাছে।'

'দেখে কিন্তু একটুও মনে হ'ল না! শুধু মাঝে মাঝে একটু ক্লান্ত লাগছিল।'

'কয়েক সপ্তাহের বেশি বাঁচবেন না।'

'তাই বোধকরি আমাকে অনেক কিছুর অনেক লোকের সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিলেন। বলছিলেন, আমি আর ক'দিন আছি।'

'ডাঃ মিত্রর সঙ্গে কথা ব'লে তুমি চিকিৎসার ব্যবস্থা কোরো।'

'হাসপাতালে যাবেন না নিশ্চয়?'

'না।'

'খুব কষ্ট পাবেন। অমন সুন্দর দেহ জ্বলে যাবে বোধহয়।'

'আজকাল বোধহয় কষ্ট কমিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।'

'আর কেউ জানে?'

'না। এখন আর কেউ জানবে না। মা ব্যারিস্টার ঝাকে খবর পাঠিয়েছেন। কাল তিনি উইল করবেন।'

'সুমন? সুমন জানে?'
'না। মা-র ইচ্ছে নয় তাকে এখন জানানো হোক।'
'সুমনের খবর কি? তোমার সঙ্গে হালে কবে দেখা হয়েছে?'
'সৌদামিনী গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'দিদির খবর আমি রাখি নে

অম্বরনাথ গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে প্রথম ভাবলেন হাতে একটু সময় আছে, আপিস হ'য়ে জরুরী কাজকর্ম কিছুটা সেরে নিয়ে তারপর শিল্পমন্ত্রী মহাবীরপ্রসাদ গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে যাবেন। গাড়িতে ব'সে ড্রাইভারকে প্রথম তাই নির্দেশ দিলেন, কিন্তু হঠাৎ মন বেঁকে বসল, দপ্তরে যেতে চাইল না। মন কি চাইছে জানতে পেরে অম্বরনাথের বুকের মধ্যে ব্যথা ক'রে উঠল, চোখ জ্বালা করল। মন চাইছে মা-র কাছে ফিরে মাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে, মা তোমার বুকে কতদিন নাও নি আমায়, বড় হবার পরে আর নাও নি, আর নেবে না কোনওদিন, এবার, আর ক'দিন পর, তুমি আর থাকবে না, তোমার অমন সুন্দর শরীর জ্বলে ছাই হবে, তুমি অতীত ইতিহাস হবে, তুমি মরবে। অম্বরনাথের নিজেকে হঠাৎ বড় একা মনে হ'ল। আমার সাম্রাজ্য তৈরী হচ্চে, একের পর এক কোম্পানীর জন্ম, অমার ব্যবসা বাড়ছে, প্রভাব প্রতিপত্তি নাম যশ সব বাড়ছে, অথচ আমি একা হ'য়ে যাচ্ছি, একা এবং নির্বান্ধব, প্রাণ খুলে কথা বলতে পারি এমন আর কেউ থাকছে না। সৌদামিনী আমার সাম্রাজ্য-সঙ্গিনী নয়, তার একমাত্র রাজত্ব গৃহে, তার বাইরে আসতে সে অনিচ্ছুক। এ সাম্রাজ্যের মূলে, আমি জানি, আমি নই, আমার মা, কৃষ্ণনারায়ণ উইল ক'রে সব কিছু আমাদের দিয়ে গেছেন একমাত্র মা-র জন্যে, মা কৃষ্ণনারায়ণের বন্ধুপত্নী শুধু নন, মা-র সঙ্গে কৃষ্ণনারায়ণের আসল সম্পর্কের কিছু আমার অজানা নেই, মা কিছুই গোপন করেন নি আমার কাছ থেকে। আজ থেকে বহু বছর আগে, অন্য এক

ভারতবর্ষে, কৃষ্ণনারায়ণ আর দিগম্বরনাথ পাণ্ডে নামক দুই বন্ধু বাস করতেন। দু'জনেই দেশকে ভালোবাসতেন, স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, অবশেষে দু'জনেরই যুগ্ম সংকল্প তৈরী হ'য়েছিল জাতীয়তাবাদী হিন্দী দৈনিক প্রতিষ্ঠার, যার অভাবে উত্তর ভারতে কংগ্রেসী আন্দোলন প্রসার লাভ করতে পারছিল না। দিগম্বরনাথের কিছু অর্থ ছিল, কৃষ্ণনারায়ণের কিছু জমি, দুই বন্ধু সামান্য মূলধন নিয়ে অর্ধশতাব্দীকাল আগে 'প্রজাতন্ত্র' শুরু করেছিলেন। সঙ্গে ছিল গুটি কয়েক লোক, একই আদর্শে অনুপ্রাণিত। দিগম্বর বিবাহ করেছিল, কৃষ্ণনারায়ণ অকৃতদার, দু'জনে একই সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করত, একই ধ্যান-ধারণা দু'জনের। বিজ্ঞাপন যোগাড় করা, সম্পাদকীয় লেখা, সংবাদ এডিট করা, ছাপাখানার কাজের তদারক, প্রুফ্ দেখা, ডাকটিকেট লাগিয়ে মফঃস্বলে পত্রিকা পাঠানো : যাবতীয় সব কাজই দু'বন্ধু, এক-বন্ধুপত্নী এবং জনা চারেক বিশ্বস্ত অনুচরদের দ্বারা সাধিত হ'ত। এর মধ্যে একবার দিগম্বরনাথকে ধ'রে নিয়ে গেল পুলিশে, বিনা বিচারে চার বছর বন্দী ক'রে রাখল। 'প্রজাতন্ত্র' মরল না, দিগম্বরের ভূমিকা গ্রহণ করল তার স্ত্রী গঙ্গাবাঈ, কৃষ্ণ-নারায়ণ দ্বিগুণ উদ্যমে 'প্রজাতন্ত্র'কে রক্ষা করবার ও বাড়িয়ে তুলবার কাজে লেগে গেলেন, তাঁর উদ্যম সংক্রামিত হ'ল গঙ্গাবাঈতে। দিগম্বর যখন জেল থেকে ফিরে এলেন তখন 'প্রজাতন্ত্র' দাঁড়িয়ে গেছে, উত্তর ভারতের প্রধান হিন্দী সংবাদপত্র, তার পাঠক-সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার, বিজ্ঞাপনের জন্যে কারুর দ্বারস্থ হ'তে হয় না, সরকারী বিজ্ঞাপনও না চেয়েই পাওয়া যায়। দিগম্বরনাথ এবার দেখতে পেলেন গঙ্গাবাঈ শুধু তাঁর একার নয়, বন্ধু কৃষ্ণনারায়ণের সঙ্গেও তার গভীর একাত্মবোধ।

গঙ্গাবাঈ একদা অম্বরনাথকে বলেছিলেন, 'তোমার বাবা অতি মহান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ব্যাপারটাকে এত সহজ ভাবে নিলেন আমি একেবারে বিস্মিত ও অভিভূত হ'য়ে গেলাম। বললেন, 'কৃষ্ণ

আর আমি অভিন্ন, যদি সম্ভব হ'ত আমরা দু'জনেই তোমাকে বিবাহ করতাম। দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামী ছিল আমাদের শাস্ত্রে কত রকম সত্যের স্বীকৃতি আছে।'

জেলেই দিগম্বরের স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল, মুক্তির পর তাঁকে যক্ষ্মারোগে ধরল, কৃষ্ণনারায়ণ অকৃপণ হাতে অর্থব্যয় করলেন, গঙ্গাবাঈ সেবার চূড়ান্ত, কিন্তু দিগম্বর ম'রে গেলেন, তখন অম্বরনাথের বয়স মাত্র বারো, সুমনের আট। মৃত্যুর আগে কসৌলী স্যানাটরিয়ামে দিগম্বর কৃষ্ণনারায়ণকে ব'লে গেলেন, 'গঙ্গাকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, এখন থেকে ওকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজের ক'রে নিও, ওকে আর ছেলে মেয়ে দুটোকে। 'প্রজাতন্ত্র' তো দাঁড়িয়ে গেছে, এদের ভার এবার তোমার।' দিগম্বরের মৃত্যুর পর কৃষ্ণনারায়ণ আলাদা বাড়িতে উঠে যেতে চাইলেন। বাধা দিলেন গঙ্গাবাঈ। 'তুমি এখানেই থাকবে, যেমন ছিলে তেমনি। আমাদের জীবন আর দশজনের মত নয়। কিন্তু তা ব'লে আমরা কারুর চেয়ে কোনও ভাবে হীন নই। আমাদের সত্য আলাদা, ধর্ম আলাদা। তাকে মেনে চলবার সৎসাহস আমার আছে। তোমার তো আছেই।' আসলে, অম্বরনাথ মনে মনে বললেন, গঙ্গাবাঈ দু'জন পুরুষকে একসঙ্গে ভালোবেসেছিল, দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে, একজন চ'লে গেলে অন্যজনকে গ্রহণ করতে তার বাধে নি, বিশেষ ক'রে সে যখন জানত তার স্বামীরও ইচ্ছে ছিল তাই। গঙ্গাবাঈকে, আমার মাকে, আর যে কেউ যাই বলুক না কেন, আমি তাঁকে জানি, চিনি, আমি জানি তিনি কতো বড় স্ত্রীলোক, কি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কি বিচক্ষণ বিচার, কি মমতাময় মন, ভালোবাসবার কি উদার ক্ষমতা, কি দারুণ দুঃসাহস। পশ্চিমের কোনও দেশে জন্মালে গঙ্গাবাঈ ইতিহাস-বিখ্যাত হ'তে পারতেন, এদেশের ইতিহাসে তাঁর নামমাত্র থাকবে না, বরং বহুলোকের চাপা—অচাপা কুৎসার তিনি পাত্রী। সৌদামিনী যে মাকে আসলে সইতে পারে না তারও কারণ ঐ একই : সৌদামিনীর চোখে গঙ্গাবাঈ অসতী, দুই পুরুষের প্রেয়সী,

এর পেছনে যে একটা মহাকাব্যের মত গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী আছে, তিনটি মানুষের সমন্বিত জীবনবেদ, যা সচরাচরের বাইরে, তথাপি আশ্চর্য মাধুর্যে, পারস্পরিক আস্থায়, নির্ভরশীলতায়, স্বার্থহীনতায় সুন্দর, সৌদামিনী তা বোঝে না, বোঝবার ক্ষমতা ও ইচ্ছে দুটোর একটাও তার নেই। এখন এই অলিখিত নাটকের যবনিকা আসন্ন, মা বিদায় নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন, এবার অন্য নাটকের শুরু হবে শীঘ্র, যার একটি মাত্র চরিত্র, অম্বরনাথ পাণ্ডে, একা, একক, নিঃসঙ্গ সম্রাট।

পাঁচটার সময় অম্বরনাথ 'প্রজাতন্ত্র ভবনে' ফিরলেন। লিফ্‌টে চ'ড়ে উঠে এলেন চারতলায়, নিজের ঘরে যাবার পথে কমলাপতি নিগমের ঘরে উঁকি মেরে বললেন, 'একটু এসো।'

কমলাপতি হাজির হ'লে, প্রশ্ন করলেন, 'রিপোর্ট করবার মত কি কিছু ঘটেছে?'

'ইউনিয়ন প্রেস কর্মীদের মিটিং ডেকেছে কাল সন্ধ্যেবেলায়। কিন্তু দুশ্চিন্তা করবার মতো কিছু নেই।'

'মেহের সিং-এর সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে?'

'চারজন লোক নিয়ে মেহের সিং আমার কাছে এসেছিল। প্রতিবাদ জানাতে। 'প্রজাতন্ত্র' যদি ধনতন্ত্রবাদের মুখপত্র হয়, শ্রমিকরা তা হ'লে অনেক বিষয়ে নিজেদের এতদিনকার নীতি পুনঃর্বিচার করবে। এত বড় একটা সিদ্ধান্ত মালিক কেবল তাঁর ইচ্ছেমত গ্রহণ করবেন, কর্মচারীদের মতামতের বিন্দুমাত্র পরোয়া না ক'রে, এ অত্যন্ত আপসোসের বিষয় এবং আমরা সহজে এই স্বৈরাচার মেনে নেব না।'

কমলাপতি কথাগুলি বিদ্রূপাত্মক হাসির সঙ্গে বলল, অম্বরনাথ অলীক গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি জবাব দিলে?'

'মালিক নিজের ইচ্ছায় কিছু করেন নি, বোর্ড অব ডিরেক্টরস্-এর সম্মতি নিয়ে করেছেন। পত্রিকার নীতি কি হবে না হবে তার সঙ্গে কর্মচারীদের কোনও সম্পর্ক নেই। 'মালিক জানিয়ে দিয়েছেন, 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদকীয় নীতির সঙ্গে বনিবনাও না হবার দরুন কেউ যদি পদত্যাগ করতে চান, তাঁকে তিন মাসের বেতন ও সব পাওনাগণ্ডা বুঝিয়ে দেওয়া হবে।'

'গুড।'

'মেহের সিং আজ রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

'বেশ তো। তোমার কোনও দুশ্চিন্তা হচ্ছে না!'

'একেবারেই না। অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্বে। আপনার সাক্ষাৎকারের ফল শুভ তো?'

'মহাবীরপ্রসাদ তো অনেক কিছু ভরসা দিল। এখন কাজে কতটা করে কে জানে?'

'কিছু তো করবেই!'

'বলল, এ রাজ্যে শিল্পপ্রসার হোক, সরকারের তা অতিশয় কাম্য। সরকারের ক্ষমতা নেই প্রয়োজনীয় মূলধন শিল্পে বিনিয়োগ করবার। অন্য রাজ্যের ক্যাপিটালিস্টরা এদেশে সাম্রাজ্য-বিস্তার করুক সরকার তাও চায় না। অতএব আমরা যদি উত্তম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে শিল্পপ্রসারে নিযুক্ত হই, সরকারী সাহায্য পেতে মুশকিল হবে না। অবশ্য আমাদের সরকারী নীতি-নিয়ম মেনে চলতে হবে।'

'আমি বললাম, পশ্চিম বাঙ্গলা থেকে অনেক শিল্পপতি ক্যাপিটাল সরিয়ে নেবার আগ্রহ প্রকাশ করছে। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে রাজ্য সরকার কতকগুলি কনসেশন ঘোষণা করতে পারেন। মন্ত্রী বললেন, তিনি এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীকে নোট পাঠিয়েছেন, কিছু কিছু মূল্যবান কনসেশন শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। আরও বললেন নতুন কারখানার জন্যে জমি, বিদ্যুৎ, জল ইত্যাদি পাঁচ বছরের জন্যে বিনা ট্যাক্সে পাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না।'

'খুব খারাপ লাগছে না কথাগুলি'।

'এখন যা বলছি তা অত ভালো শোনাবে না। রাজ্য সরকারের নীতি হ'ল পাঁচ লাখ টাকার ওপরে মূলধন বিনিয়োগে যে সব কারখানা তৈরী হবে তার বোর্ড অব ডিরেক্টরস্-এ একজন সরকার-নিযুক্ত সভ্য থাকবেন।'

'এ নীতি কিতাবেই প'ড়ে আছে। ব্যবহার হয় নি একটি ক্ষেত্রেও।'

'যে-ক'টি কারখানা আছে পাঁচ লাখ টাকার বেশি মূলধন নিয়ে, তাদের মালিকরা আপত্তি করায় নীতিটিকে আপাতত শিকেয় তুলে রাখা হয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যবহার হবার সম্ভাবনা খুব কম, যদি—'

এবার অম্বরনাথ হেসে ফেললেন, '—যদি আমরা ট্র্যাক্টর কারখানার দশ পার্সেণ্ট শেয়ার মহাবীর প্রসাদকে দিই, এবং দামটা নিজেরাই মিটিয়ে নিই।'

'বলেন কি? সোজাসুজি বলল এমন কথাটা?'

'সোজাসুজি না বললেও যা বলল তার পরিষ্কার অর্থ এই!'

'মাই গড্! একটা মন্ত্রীকেও সৎ আর নির্লোভ দেখলাম না।'

'যেমন আমরা তেমনি ওঁরা। না হ'লে একসঙ্গে কাজ করব কি ক'রে? আমার জমি চাই নাম মাত্র দামে, বিদ্যুৎ চাই, জল চাই পাঁচ বছরের জন্যে বিনা খরচে, কি সামান্য খরচে। কর্জ চাই কম সুদে কি বিনা সুদে। দেনেওয়ালা তার ভাগ পাবে না এমন অশাস্ত্রীয় কথা বলি কি ক'রে?'

'আপনি রাজী হ'য়ে এলেন?'

'বললাম, পাঁচ পার্সেণ্ট একেবারেই সম্ভব নয়। তবে দু পার্সেণ্ট প্রিভিলেজড্ শেয়ার হয়তো তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে বিক্রী করা যেতে পারে।'

'প্রতিক্রিয়া?'

'দরদস্তুর চলবে।'

'আপনাকে হটাৎ বেশ ক্লান্ত লাগছে। বোধহয় বড্ড বেশী খাটছেন। আজ তাড়াতাড়ি চ'লে যান। আমি আছি সাতটা

'ক্লান্ত একটু লাগছে বটে, তবে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে তার লাঘব হবে না। বরং এখান থেকে ক্লাবে যাবো ভাবছি।'

'তাই যান। দেরী করবেন না।'

অম্বরনাথ একটু চুপ থেকে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'কমলাপতি, তুমি বিয়ে করো নি কেন?'

'সময় হ'য়ে ওঠে নি।'

'বাজে কথা। চায়ের মতো সব সময়ই বিয়ে করার সময়।'

'তা হ'লেও অনেকেরই বিয়ে করতে বড্ড সময় লেগে যায়।'

'সেটা সময়ের অভাবে নয়। অন্য কারণে।'

'জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগে বিয়ে না করা ঠিক করেছিলাম।'

'তা হ'লে এখন বিয়ের তোড়জোড় করছ?'

'বিশেষ না।'

'তুমি কি কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবছ?'

'না। এ প্রশ্ন কেন?'

'ভয় পেয়ো না। আমার কুমারী কন্যা অথবা বোন নেই। তা ছাড়া থাকলেও আমাদের দু'ঘরে ক'জ হ'ত না।'

'আমার কিন্তু কোনও জাত-বিচার নেই।'

'তোমার বাবা-মার নিশ্চয় আছে।'

'মা বেঁচে নেই। বাবার সঙ্গে সম্পর্ক সামান্য।'

'জানা রইল। অনেকে সুপাত্র সন্ধান করে। তুমি তা হ'লে কাউকে নির্বাচন করো নি এখনও?'

'না। করলে আপনি অনেকের আগে জানতে পারবেন।'

'তা বোধহয় পারবো। তুমি না জানালেও পারবো।'

'জানাবো আমিই। আপনাকে জানাবো না তো জানাবো কাকে ?'

'তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। তুমি কি সরকারী কাজ নেবার কথা ভাবছ ?'

'এ প্রশ্ন কেন ? আমাকে কি আপনার আর প্রয়োজন নেই ?'

'আছে, এবং থাকবে। আমি শুনেছি রাজ্যে একটা ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন গঠনের ব্যবস্থা হচ্ছে। তার অধিকর্তা হবার জন্যে আহূত হ'লে তুমি কি গ্রহণ করবে ?'

কমলাপতি নিগম কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। পরে বলল, 'না।'

'এত নিশ্চিত হ'য়ে 'না' বলছ কি ক'রে ? অনেক ক্ষমতা, মাইনে ভালো, সত্যিকারের লোভনীয় পদ।'

'আমি সরকারী নোকরী করতে চাই নে। খুব ঠেকায় না পড়লে করবো না।'

'শুনে নিশ্চিন্ত হ'লাম। তোমাকে আমার দরকার। তুমি না থাকলে আমার অসুবিধা হবে।'

'যদি তাড়িয়ে না দেন, জগমোহন এম. এস. হ'য়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত থাকবো।'

কমলাপতি নিষ্ক্রান্ত হ'লে অম্বরনাথ জরুরী কাগজপত্র নিয়ে বসলেন। কয়েক মিনিট পরে টেলিফোনে স্রেক্রেটারী বলল, 'মিস কাউল অপেক্ষা করছেন।'

অর্চনা কাউল ঘরে ঢুকতে অম্বরনাথ তাকিয়ে তাকে পুরোপুরি দেখলেন। ধবধবে ফর্সা রং, মাথার চুল লালচে, কপালটি ছোট ও চাপা, কাজলে চোখ ঘন কালো, নাক সামান্য চ্যাপ্টা, ঠোঁট আর অধরের মধ্যে খানিকটা অসামঞ্জস্য, বোধকরি সামনের তিনটি দাঁত সামান্য উঁচু ব'লে, মুখের সামগ্রিক আদল ডিমের মত : অর্চনা কাউল

সুন্দরী। দৈর্ঘে পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি হবে, মোটা নয় তবে কৃশও নয়; পুষ্ট স্তন দুটি শক্ত কাঁচুলির আড়ালে দেমাকী, কোমরে কিঞ্চিৎ মাংসের বাহুল্য। হাসলে অর্চনা কাউলের গালে টোল পড়ে, চিবুকের গর্তটির সঙ্গে ঠোঁট দুটি হঠাৎ একটি সুন্দর ত্রিভুজ সৃষ্টি করে। এখন যেমন করল, অর্চনা কাউল হেসে নমস্কার জানিয়ে যখন বলল, 'বসতে পারি ?'

'বোসো, বোসো,' অম্বরনাথ কিঞ্চিৎ অস্থির হ'লেন, 'চা খাবে ?'

ইনটারকম-এ সেক্রেটারীকে এক ট্রে চা পাঠাতে আদেশ দিলেন।

'লাঞ্চের আগে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি, বড় দুঃখিত। আশা করি অনেকক্ষণ ব'সে থাকতে হয়নি তোমাকে, কাজকর্মের পরে ?'

'আপনি আজ যে বিশেষ ব্যস্ত তা আমরা সবাই জানি।'

'কাজের চাপ বেড়েই চলেছে। এই বোধহয় জীবনের নিয়ম। অনেকদিন থেকে ভাবছি তোমার সঙ্গে বসে একটু কথা বলব। সময় আর ক'রে উঠতে পারি নি।'

'আপনাদের মত লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গেলে হয় লস্ এঞ্জেলস্ নয় নিউ ইয়র্কে সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়।'

'কথাটা একেবারে মিথ্যে বলো নি। বিদেশে গেলে কেমন খালি খালি একা একা লাগে। কাজকর্ম কম থাকে না, কিন্তু সে অন্য ধরনের কাজ। চটপট হ'য়ে যায়। একটা কাজের জন্যে দশবার দশটা মানুষের পেছনে দৌড়তে হয় না। তা ছাড়া দেশে সর্বদাই দু'চারজন সাহায্য করবার জন্যে হাতের কাছে লেগে থাকে। বিদেশে সব কিছু নিজেকে করতে হয়। এ সব কারণে কেমন একা একা লাগে।'

অর্চনা কাউল গালে টোল তুলে হাসল। বলল, 'দেশে সর্বদা আপনারা অমাত্য-পরিষদে ঘেরাও থাকেন, বিদেশে তাদের অভাবও আপনাদের অনেকটা নিঃসঙ্গ ও সঙ্গী-সন্ধানী ক'রে তোলে।'

কথোপকথনের এই ধারার সঙ্গে অতীতের এক ঘটনার সম্পর্ক

সম্বন্ধে দু'জনেই সচেতন, কিন্তু একজনের কথাতেও সে ঘটনার প্রতি প্রত্যক্ষ ইংগিত ধরা পড়ল না। অর্চনা কাউল বলতে চাইল, বছর দেড়েক আগে আপনি আমেরিকায় সফর করতে গিয়ে লস্ এঞ্জেলস্ শহরে উপস্থিত হয়েছিলেন ; আপনার স্তাবকরা সঙ্গে ছিল না, তাই নিজেকে খুব একটা উঁচু মানুষ মনে করতে পারেন নি, যাদের সঙ্গে কাজকারবার ছিল তারা কাজকর্মের পরে পুঁথিগত আতিথেয়তার বাইরে আপনাকে পাত্তা দেয় নি, যে হোটেলে ছিলেন আমি ঘটনাচক্রে সেখানে সাময়িক একটা চাকরী নিয়েছিলাম, আমার শাড়ি আপনাকে আকর্ষণ করেছিল, তারপর আমি, আপনি এবং আমি দু'দিনের জন্যে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। নিঃসঙ্গ একা সাধারণ মানুষ হ'য়ে বেঁচে থাকবার বোঝা দু'দিনও আপনি ব'য়ে বেড়াতে পারেন নি, অতএব, আমাকে আপনার প্রয়োজন হ'য়েছিল এবং দু'দিনের জন্যে ভালোও লেগেছিল ; বিদায় নেবার সময় ব'লে ফেলেছিলেন, দেশে ফিরে যদি জার্নালিজম করতে চাও, হিন্দী জার্নালিজম, আমার সঙ্গে দেখা কোরো, নিরাশ হবে না। তখন বোধহয় ভাবেনও নি সত্যি আমি এত শীঘ্র একদিন আপনার সামনে এ শহরে এসে দাঁড়াব, চাকরীর প্রার্থী হ'য়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই হ'ল, পারিবারিক কারণে আমাকে হটাৎ চলে আসতে হ'ল দেশে, খুঁজতে হ'ল কাজ, মনে পড়ল আপনাকে, আপনার আশ্বাস-ভরা কথাগুলি। আপনি আমাকে দেখবার জন্যে তৈরী ছিলেন না একটুও, খুশিও হন নি দেখে, তবু, মানুষ আপনি খারাপ নন ব'লেই হয়তো, হয়তো-বা পাছে আমি কিছু কুৎসা-কেলেংকারী ঘটিয়ে তুলি, আমাকে মাত্র দেড় মাস ঘুরিয়ে চাকরী দিয়েছিলেন, 'প্রজাতন্ত্রে'র সহকারী সম্পাদক, এবং বলেছিলেন, এটা সাময়িক, ইংরেজী একটি দৈনিক শুরু করবেন আপনি নিকট ভবিষ্যতে, তখন আমার পাকা চাকরী হবে। আরও বলেছিলেন, এই ঘরে এমনি ক'রে ব'সে এক সন্ধ্যাবেলা, এমন খোলাখুলি আর সততার সঙ্গে যে আমার মনে সে কথাগুলি আজও

দাগ কেটে রয়েছে, বলেছিলেন, 'অর্চনা, বিদেশে, অনেক দূরে, দু'দিনের জন্যে তোমার সঙ্গে যে সম্পর্ক ঘটেছিল, আমার প্রকৃত জীবনের সঙ্গে তার একটুও মিল নেই। সে দিন দুটিকে আমি ভুলি নি, ভুলব না কখনও, কিন্তু তার বিন্দুমাত্র জের টেনে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার স্ত্রী-পুত্র আছে, শহরে সুনাম মর্যাদা আছে, তোমার সঙ্গে মনিব-চাকুরে সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু সম্পর্ক সম্ভব নয়। আমি তোমাকে কাজ দিয়েছি তোমার যোগ্যতার জন্যে, অন্তত নিজেকে আমি তাই বোঝাচ্ছি, আমি চাই তুমিও তাই বোঝ। না, তোমার দিক থেকে কোনও প্রলোভন আসে নি, তুমি অত্যন্ত সংযত স্বাভাবিক ব্যবহার ক'রে এসেছ এজন্যে আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি, তবু তোমাকে আমার যা বলার খুলে বললাম, আশা করব তোমার ব্যবহারে অন্যতর কিছু প্রকাশ পাবে না।' পায় নি, আপনি ভালো ক'রেই জানেন, আমি সযত্নে আপনার কাছ থেকে দূরে থেকেছি, মনিব-চাকুরে সম্পর্কের বাইরে আপনার সঙ্গে আমার আর কোনও জানা-চেনা নেই, যদিও আমি আপনার মধ্যে আর একটা মানুষকে জানি, এখনও সে আমার চেনা, তার কথা মনে পড়লে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে আমার কৌতুক হয়, হাসি পায়······

অম্বরনাথ যা বললেন না তা আরও জটিল, তা তাঁর আজকের দিনের বিভ্রান্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে অজ্ঞাত রসে সংমিশ্রিত। একদিন, মনে হয় অনেকদিন আগে, দুটি অসতর্ক মুক্ত দিনরজনীতে কি এক বিস্মিত রসায়নে তোমার সঙ্গে একত্রিত হ'য়েছিলাম, সে ঠিক তুমি কিনা তাও ঠিক জানি নে, হয়তো অন্য কেউ, যদিও দু'জনেরই নাম অর্চনা কাউল, তোমরা একই রকম দেখতে, অন্তত অনেকটা ; ভাবিনি সত্যিই তুমি এসে হাজির হবে আমার দরজায় চাকরী চেয়ে, তোমার একমাত্র ভাই, যার রোজগারে সংসার সচল, দুর্ঘটনায় ম'রে গেল, বৃদ্ধ মা-বাবা আর দুটি বোনের দায়িত্ব নিতে তুমি দেশে ফিরতে

বাধ্য হ'লে, আর সে বাধ্যবাধকতার হাল ধরতে হ'ল আমাকে: তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছিলাম সেদিন, মনে হ'য়েছিল তুমি আমার অনেক ক্ষতি করতে পার, এবং তা জেনেই এসে দাঁড়িয়েছ আমার কাছে, তোমাকে চাকরী না দিয়ে আমার উপায় নেই, তোমাকে বশে রাখা আমার পক্ষে অপরিহার্য; তবু মাস দেড়েক ঘুরিয়ে দেখলাম তোমাকে, তুমি চাকরী পাবার জন্যে কতো-টা করতে রাজী, কি তোমার মতলব, মানুষটা তুমি কি রকম। দেখলাম চাকরী ছাড়া আর কিছু প্রার্থনা নেই তোমার, তুমি প্রার্থীই রয়ে গেলে দেড়মাস, কেবলমাত্র চাকরীর, আমাকে ব্ল্যাকমেল করার ধার দিয়ে গেলে না, মনে হ'ল মানুষটা তুমি খারাপ নও, খল নও। চাকরী পাবার পরেও তুমি কখনও উপরি-পাবার লোভ দেখাও নি, তোমাকে নিয়ে আমার সমস্যা হয় নি কোনও, তাতে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি, একটু হতাশও কি হই নি? আজ তোমাকে সামনে পেয়ে হটাৎ কেন দেড় বছর আগের গোপন-লালস দিন দুটোর স্মৃতির কাঁটা বিঁধছে মনের লুকান গহ্বরে, বলতে পারো?······

'যতো বয়স বাড়ছে', অম্বরনাথ অর্চনা কাউলকে বললেন, 'আর যতো কাজ বাড়ছে, ততো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে জীবন। এটাই নিয়ম। যাক গে, তোমার খবর কি বলো।'

'আপনি আমায় স্মরণ করেছেন, এ ছাড়া বলবার মতো খবর কিছু নেই।'

'তা হ'লে আমিই খবর দিচ্ছি তোমায়। তুমি নিশ্চয় 'প্রজাতন্ত্রে'র সহকারী সম্পাদক-পদে সুখী নও?'

'মাইনে তো আপনি খুব খারাপ দেন না, এ শহরের অন্য পত্রিকাগুলির তুলনায়। কিন্তু দেড় বছরে সম্পাদকীয় আমি ক'টা লিখেছি হাতের আঙুলে গোণা যায়।'

'জানি। সকসেনা সা'ব স্ত্রীলোক-লিখিত সম্পাদকীয় পছন্দ করেন না। তাঁর ধারণা সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি একমাত্র পুরুষের কলম থেকেই বেরুতে পারে।'

'শুধু তিনি নন, এ বাড়ির আরো অনেকেই তাই মনে করেন।'

'তোমার জন্যে আমি অন্য কাজ ঠিক করেছি।'

অর্চনার মুখে তাকিয়ে অম্বরনাথ একটু ভাবলেন। বললেন, 'তুমি আসবার আগে একটা কাজই ঠিক করেছিলাম। এখন তোমাকে তিনটে কাজের মধ্যে একটা নিতে বলব। পছন্দ তোমার।'

অর্চনা কাউলের মুখে তিনটি টোলের সুন্দর ত্রিভুজ তৈরী হ'ল।

'আগামী মাসে আমাদের নতুন ইংরেজী দৈনিক 'দি মাসেস' শুরু হচ্চে। তুমি তার সহকারী সম্পাদক হ'তে পার। মাইনে এখন যা পাচ্ছ তার চেয়ে একশো বেশি। সম্পাদকীয় লিখবার যথেষ্ট সুযোগ পাবে। আগামী মাসেই দিল্লীতে আমাদের লিয়াঁজন অফিস খুলছে। তুমি আমাদের লিয়াঁজন অফিসর হ'তে পার। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বাড়ছে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির সঙ্গে সর্বদা সংযোগ রাখা তোমার প্রধান দায়িত্ব হবে। উঁচু স্তরের আমলাদের সঙ্গে তোমাকে কাজ-কারবার করতে হবে, অর্থাৎ পাবলিক রিলেসন্স। আমি বা কমলাপতি দিল্লী গেলে আমাদের নানাভাবে সাহায্য করতে হবে। এ পদের মাইনে এক হাজার, তা ছাড়া তুমি বিনা ভাড়ায় বাসস্থান পাবে এবং গাড়ি পাবে—ড্রাইভিং তোমাকে শিখে নিতে হবে। তৃতীয় পদ হ'ল: আমার সঙ্গে কাজ করার। দুটি পত্রিকা একসঙ্গে চালিয়ে যেতে হ'লে আমার একজন এডিটোরিয়েল এ্যাসিস্টেণ্ট চাই, পদ সহকারী সম্পাদকের সমান, একশো টাকা বাড়তি ভাতা। আমার তরফ থেকে তোমাকে দুটি পত্রিকার জন্যে যা দরকার সব কিছু করতে হবে। এখন বলো তুমি কোনটা পছন্দ করছ?'

অর্চনা কাউলের মুখে কিছুক্ষণ কথা সরল না।

অম্বরনাথ বললেন, 'তোমাকে এখনি কিছু বলতে হবে না। একদিন সময় নাও। ভেবে চিন্তে কাল আমায় জানিও।'

অর্চনা কাউল ব্যাগ খুলে একখানা লেফাফা অম্বরনাথের সামনে রাখল।

'কি এটা?'

'অনুগ্রহ ক'রে প'ড়ে দেখুন।'

লেফাফা খুলে অম্বরনাথ একখানা টাইপ করা কাগজ বার করলেন। পড়তে পড়তে তাঁর মুখ রঙিন হ'য়ে উঠল।

'তুমি কাজে ইস্তফা দিচ্ছ?'

'যদি গ্রহণ করেন।'

''প্রজাতন্ত্র' সমাজবাদ ত্যাগ ক'রে ধনতন্ত্রবাদ প্রচার করলে তোমার ক্ষতি কিসের?'

'আমার চেয়ে আপনার ক্ষতি বেশি। আপনি আজ বুঝছেন না। একদিন বুঝবেন। আপনার ক্ষতির সঙ্গে আমি জড়িত থাকতে চাই নে।'

'তোমাকে তো আমি 'প্রজাতন্ত্র' থেকে সরিয়ে আনছি!'

'আপনার অসীম কৃপা। আমি আজ 'প্রজাতন্ত্রে'র সহকারী সম্পাদক। একটি প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাকে আপনি দিবালোকে ধর্ষণ করছেন। অন্তত একজন তার প্রতিবাদ করুক।'

'তোমার প্রতিবাদে কিছু কাজ হবে না।'

'শুধু প্রতিবাদ করা তো হবে! আপনি আপনার পথে চলুন। আমাকে বলতে দিন, আমি মানি না।'

'অর্চনা, তুমি দারুণ বোকামি করছ।'

'প্রথম প্রতিবাদ বোকামির মতোই দেখায়। কিন্তু প্রথম প্রতিবাদের বোকামি না হ'লে পরবর্তী কালের সার্থক সফল প্রতিবাদের জন্ম হয় না।'

'তোমার তো রাজনীতি নেই ব'লে জানি। তোমার মতো বামপন্থী এ বাড়ীতে পঞ্চাশ জন আছে। ছাপাখানার লোকদের ধরলে একশোর বেশি। আর কেউ তো প্রতিবাদ করল না! তুমি কেন?'

'তাদের সাহস নেই।'

'তোমারই বা এত সাহস কোত্থেকে? তোমার বাড়ির খবর তো আমি জানি।'

'আমার যে সাহস কিছুটা আছে তা কি আপনি জানেন না?'

অম্বরনাথের মুখে কথা এল না।

অর্চনা কাউল বলল, 'তিন মাসের মাইনে তো আপনি দিচ্ছেন। তিন মাসের মধ্যে একটা কাজ নিশ্চয় পেয়ে যাবো।'

'তুমি আমার চাকরী আর করবে না?'

' 'প্রজাতন্ত্রের' সম্পাদকীয় নীতি ঘোষণা ক'রে বদলান'র দরকার ছিল না। ধীরে, আস্তে, স্তরে স্তরে বদলাতে পারতেন আপনি। তা না ক'রে আপনি সমাজবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন। নিশ্চয় অনেক ভেবে চিন্তে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনি, আপনারা। যদি এ সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয়, চাকরী করতে অমত নেই আমার।'

'তোমার সম্পাদকীয় প্রতিভা হাতে রাখার জন্যে আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সঙ্গত কারণ দেখছি না।'

'এ বিষয়ে আমিও আপনার সঙ্গে একমত।'

'আমি তোমাকে একদিনের সময় দিতে পারি ভেবে দেখতে।'

'আমি চাই না একদিনের সময়। একদিন দু'দিনে মানুষের জীবনে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে।'

অম্বরনাথের দৃষ্টি সহসা কঠিন হ'য়ে উঠল, 'তুমি আমার সঙ্গে সূক্ষ্ম কোনও চাল খেলছ না তো?'

'না।'

'তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসো না।'

'অভিপ্রায় নেই।'

'ঠিক বলছ?'

'আপনি নিজেকে যতোই দুঃসাহসী ভাবুন, লোকটি আপনি ভীষণ ভীতু। ভুলতে পারছেন না দেড় বছর আগে দু'দিনের জন্যে কি ক'রে বসেছিলেন। কেন পারছেন না? কারণ, যা করেছিলেন তাতে আপনার আনন্দ হয়েছিল, আপনি এমন কিছু পেয়েছিলেন যা জীবনে আগে পান নি, পরে পাবেন কিনা সন্দেহ। অথচ এ আনন্দটুকুকে সম্মান দেবার মত সৎসাহস আপনার নেই। একটা সংক্ষিপ্ত সুন্দরকে আপনি বিকৃত ব্যাপক কুৎসিতে পরিণত ক'রে রেখেছেন। কেন আপনাকে ব্ল্যাকমেল করব না পরিষ্কার ক'রে বলছি। দেড় বছর আগে যা ঘটেছিল তার জন্যে আপনার মতো আমিও দায়ী ছিলাম। যা করেছিলাম, চোখ খুলে, বুঝে সুঝেই করেছিলাম। তার জন্যে আমি লজ্জিত নই, ক্ষুব্ধ নই, বিবেকের দংশনে আহত নই। ভীত তো নইই। আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে হ'লে নিজেকেও ব্ল্যাকমেল করতে হয়। তার জন্যে আমি এখনও প্রস্তুত নই।'

অম্বরনাথকে নীরব, নিথর দেখে অর্চনা কাউন্টার ব্যাগ হাতে তুলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'আমি তা হ'লে আসি। পদত্যাগ-পত্রটি গৃহীত হ'ল ধরে নিচ্ছি।'

যাবার উদ্যোগ ক'রে আবার বলল, 'আপনি একটা মস্ত ভুল করছেন। ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ধনতান্ত্রিক সমাজগঠন সম্ভবপর নয়। ক্যাপিটালিজম যে সব মাল মশলা পেয়ে পাশ্চাত্যে বিকাশলাভ করেছে, ভারতে তার একান্ত অভাব। সমাজতন্ত্র ছাড়া আমাদের গতি নেই। তবে তা কংগ্রেসী নেতাদের সমাজতন্ত্র নয়। এ ভেজাল আপনাদেরই সাহায্য ক'রে এসেছে, আরও কিছুদিন করবে। তারপর দেখবেন এ দেশটার প্রাচীন মাটি একদিন কেঁপে উঠেছে।

আপনাকে ভয় দেখানো বা উপদেশ দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি শুধু জানি আপনি ভুল করছেন, ভুল পথে পা বাড়িয়েছেন। দেড় বছর আগের ছুটো দিনের বন্ধু হিসেবে এ কথাটা বলে গেলাম।'

অর্চনা কাউল চ'লে যাবার মিনিট খানেক পরে অম্বরনাথ টের পেলেন তাঁর ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছে। জিভ থেকে পেট পর্যন্ত শুকিয়ে খরখর। জিভে একবিন্দু জল নেই।

দ্বিতীয় খণ্ড

পঞ্চাশ বছর বয়সে নন্দন চোপড়া বুঝতে পেরেছে, একমাত্র নিজের সঙ্গে ছাড়া সত্যিকারের বাক্যালাপ কারুর সঙ্গে সম্ভব নয়।

পঁচিশ বছর নন্দন চোপড়া সাংবাদিকের কাজ করেছে, রিপোর্টার হিসেবে শুরু ক'রে এখন সে রাজনৈতিক সংবাদদাতা ও সমীক্ষক। সংবাদ যেখানে জন্মায়, যেখানে তার উৎপত্তি, বিন্যাস এবং প্রসারণ, নন্দন চোপড়ার কাজকারবার সেখানে। সংবাদের খোঁজে, সংবাদের তাড়নায়, সংবাদের নেশায় তাকে প্রতিদিন এমন সব মানুষদের ছায়া হ'য়ে থাকতে হ'য়েছে, এখনও হচ্চে, যারা, ঈশ্বর! তোমার রসিকতা এখনও বুঝতে পারলাম না, সংবাদ পয়দা করে—যাদের চিন্তা-ভাবনা, বিবেচনা-সিদ্ধান্ত, কাজকর্ম, এমন কি চলা-ফেরা-দেখা-সাক্ষাৎ-বন্ধুত্ব-বৈরীতা-চোখের-চাহনি-মুখের-ভাব সবকিছু 'সংবাদ' হবার সম্ভাবনা রাখে। সংবাদের অনুগমন ও সংহারে এই দীর্ঘ বছর কাটিয়ে নন্দন চোপড়া আজ বিলক্ষণ জানে সাংবাদিকতা মানে সত্যসন্ধান ও সত্যপরিবেশন নয়, তথ্য-সন্ধান তথ্য-পরিবেশনও নয়, সত্য ও তথ্যের সঙ্গে অন্য যে রাসায়নিক বস্তুর সংমিশ্রণে সংবাদ তৈরী, যার অভাবে সংবাদ সংবাদ নয়, তার নাম রাজনীতি, এবং রাজনীতির নাম স্বার্থ, এদের কয়েকের, অনেকের একক অথবা যৌথ স্বার্থ। সোজা কথায়, রাজনীতি বাদ দিয়ে সংবাদ নেই, সত্য নেই। আর রাজনীতি তো কেবল গভর্নমেণ্ট ও তার নেতাদের একচেটিয়া ব্যবসা নয়, সমাজের সর্বত্র তার অনুপ্রবেশ, এমন কিছু নেই, কেউ নেই যে তার বৃত্তের

বাইরে, ছোট, মাঝারি, বড়, অতি-বড় তুমি যাই না কেন হ'য়ে থাক, তোমার জীবন রাজনীতির লক্ষকোটি সুতোর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, তুমি যদি বড় বা অতি-বড় হও, যেখানেই হোক না তোমার স্থান, কি ব্যবসায়ে কি বিশ্ববিদ্যালয়ে কি যক্ষ্মা-হাসপাতালে, তুমি রাজনীতির সঙ্গে বহু যোগসূত্রে জড়িত, যার মানে : যে রাসায়নিক বস্তুটির কথা আমি একটু আগে বলছিলাম, যা সত্য-তথ্য-মিথ্যার চেয়ে অনেক, অনেক রহস্যময়, এবং ক্ষমতাশীল, সে রাসায়নিক পদার্থ তোমার শিরাপথে প্রবাহিত, 'রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত, এবং, তার ফলে, তুমি আর আস্ত, শক্ত, স্বয়ং-সম্পুর্ণ একটি মানুষ নও, তুমি দলে মিশে একটা অতিকায় বিরাট সমষ্টির অবিচ্ছিন্ন অণু অংশ মাত্র, অর্থাৎ তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ আর সম্ভব নয়, তোমার নিজস্ব মন নেই, কথা নেই, চিন্তা নেই, মনন নেই, যা আছে তা ঐ সমষ্টি থেকে পাওয়া, অতএব সত্য-তথ্য-রূপকথা-সংস্কার-বিশ্বাস-আরও অনেক কিছুর সংমিশ্রণ তুমি, তোমার সঙ্গে ব'সে, সামনে দাঁড়িয়ে, মুখোমুখি বা পাশাপাশি হ'য়ে অনেক শব্দের বকবক সম্ভব, বাক্যালাপ আর সম্ভব নয়।

—কিন্তু, নন্দন চোপড়া, তুমি নিজেও তো ঐ অতিকায় সংমিশ্রণের একাণু মাত্র, নও কি ?

—নিশ্চয়।

—তা হ'লে তোমার সঙ্গেই বা তুমি বাক্যালাপ করবে কি ক'রে ? তুমি নিজেকে নিজে যা বলতে তাও তো ঐ একই সত্য-অসত্য-মিথ্যা-অমিথ্যার রাসায়নিক মিশ্রণ !

—তা হ'লেও। আমি তো শুধু একটা সত্ত্বা নই। আমি অনেকগুলি সত্ত্বার সমষ্টি। এক সত্ত্বা অন্য সত্ত্বাকে মোকাবিলা করছে আমার মধ্যে। আমি যদি হই আসামী, আমার মধ্যেই আছে প্রতিপক্ষ, আছে বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের উকিল, আছে জুরি, আছে আদালত। আমাকে অনেক-আমি এক-সঙ্গে জেরা করতে পারে, এক-আমির মিথ্যাকে অন্য-আমি টেনে বার করতে পারে, আমার মধ্যে বহু-আমির

টানাটানিতে যে কথার-পিঠে-কথা সৃষ্টি হ'য়ে থাকে, এখনও, মাঝে মধ্যে, তাকে বলা যায় বাক্যালাপ, তার মধ্যে এখনও কখন-সখন খুঁজে পাওয়া যায় যা-ঠিক তাই, কেবল যা-ঠিক-মনে-হয় তা নয়।

—যেমন ধরো আজকের কয়েকটা ঘটনা। এগুলোর একটারও জনক আমি নই, অথবা মুখ্য চরিত্র। অথচ এগুলোর সঙ্গে আমি জড়িত, কেননা আমি সাংবাদিক, সংবাদ আমার পেশা, নেশা। আমি 'প্রজাতন্ত্রে'র নিজস্ব রাজনৈতিক সংবাদদাতা। এই রাজ্য, এই দেশ, এই পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবন্ত ইতিহাস 'প্রজাতন্ত্রে'র বিস্তৃত পাঠককুলের জন্যে প্রতিদিন আমাকে খুঁজে বার করতে হয়, বুঝতে হয়, জানাতে হয়। অথচ আমি যা জানি, যা বুঝি তার কতটুকুই বা আমার পাঠকদের জানাতে পারি, বুঝিয়ে দিতে পারি? আমি যা জানি, তা আমার। আমি যা লিখি তা আমার নয়।

—কার?

—ঐ অতিকায় বিরাট সংকর সমষ্টির।

—সেটা কি? কারা?

—যারা দেশ ও সমাজ চালায়, তারা। তারা নিজেদের মধ্যে অনেক ছোট-বড় বিরোধ, প্রতিযোগিতা-কলহ নিয়েও, সমবেত স্বার্থের বেতনভুক প্রতিনিধি মাত্র।

—তা হ'লে? তা হ'লে তোমার সঙ্গে তোমার বাক্যলাপ সম্ভব কি ক'রে?

—সাংবাদিক নন্দন চোপড়া ছাড়াও আর একটা, না, না, আরও অন্তত কয়েকটা নন্দন চোপড়া আছে।

—কে তারা?

—কেন? একজন হিমানী চোপড়ার স্বামী, অন্যজন কুশল-কেয়ার পিতা, আরও একজন একটা তিনতলা বাড়ি ও একশো বিঘে জমির মালিক, আর, আর একজন মানুষ।

—মানুষ! এ সব কিছুকে বাদ দিয়ে? ছাপিয়ে? চালাকি করবার জায়গা পাও না!

—মানুষ। এ সবকিছুকে নিয়েও। এখনও বেঁচে।

—প্রমাণ?

—সব কিছুরই কি তৎক্ষণাৎ প্রমাণ আছে? ইন্‌স্‌টান্ট্‌ প্রুফ্‌?

—তুমি যে এখনও মানুষ তার তৎক্ষণাৎ প্রমাণ নেই?

—আছে, এবং নেই।

—আছে। পঁচিশ বছর সাংবাদিকতা ক'রে, তুমি, মানুষ-নন্দন-চোপ্‌রা অনেক কিছু লিখেছ যা সত্যি নয়, অনেক সত্য ও তথ্য বেমালুম গোপন করেছ, অনেক শক্তিশালী ব্যক্তি, এবং ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর স্বার্থের রথ টেনেছ, এমন একটা কিচ্ছুও করো নি যাতে তোমাকে উঁচু মানুষদের রোষভাজন হ'তে হয়েছে, কোনও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের, বেআইনী লালস স্বার্থসিদ্ধির, বিরুদ্ধে দাঁড়াও নি তোমার কলম আর টাইপরাইটার নিয়ে, শুধু বড় বড় আস্ফালন করেছ আপিসে, রেস্তোঁরায়, প্রেস ক্লাবে, বন্ধুদের বৈঠকখানায়, মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে, এবং যেহেতু তুমি মানুষ, তাই, এই চেনা পথে, মসৃণ পথে, অনেকের-চলা পথে, জীবন নামক যানটিকে এমন সুকৌশলে চালিয়ে এনেছ যে তোমার একটি দিব্যি-সুন্দর তিনতলা বাড়ি উঠেছে, যার একতলায় তুমি বাস করো, দু'-এবং তিনতলা থেকে ভাড়া পাও পাঁচশো তিরিশ টাকা (তোমার আয়কর থেকে এ আয়টি নিশ্চিত বাদ পড়ে), একশো উনিশ বিঘে জমিও তুমি কিনে নিয়েছ, বাজার দরের চেয়ে বেশ সস্তায়, অমন উম্‌দা সুযোগ পেলে কিনবে না কেন, তুমি যে মানুষ। তেরবার বিদেশে গিয়েছ, ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুর, লাওস, সিংহল, সোবিয়েত রাশিয়া, ইস্টজার্মানী, রুমানিয়া, যাও নি কোন দেশে তুমি, তোমার গৃহে, সুতরাং, পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আনা বস্তুদ্রব্যের মিউজিয়ম, তুমি এ রাজ্যের দশজনের একজন, তোমার কথা কোনও মন্ত্রী

ফেলতে পারে না, যেমন তুমি ফেলতে পার না তাদের কথা। মানুষ হিসেবে তুমি আছ, আছ, আছ। কিন্তু—

—জানি তুমি কি বলবে। এ-মানুষটা সেই অতিকায় বিরাট সংমিশ্রণের অণু মাত্র।

—নয় কি?

—নিশ্চয়।

—তবে?

—আর একটা মানুষও আছে নন্দন চোপড়ার মধ্যে।

—হাসিও না।

—আছে। তার তাড়নায় আমি দিল্লীর অতবড় চাকরী ছেড়ে দিয়েছিলাম, তোমার মনে নেই? ইংরেজী সাংবাদিকতা পরিত্যাগ ক'রে, রাজধানীর বহু বড় প্রলোভন কাটিয়ে, হিন্দী সাংবাদিকতার পতিত পেশা গ্রহণ ক'রে এই অনগ্রসর রাজ্যের রাজধানী-শহরে স্বেচ্ছায় চলে এসেছিলাম। ভুলে গেছ?

—কথা ও কাহিনী।

—সত্যি নয়?

—সত্যি কি, আর কি যে নয় বলা ভীষণ কঠিন। বিশেষত আমাদের কালে। তা ছাড়া, সত্য তো বিচারবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করবার জিনিস নয়। সত্য হ'ল নির্বিবাদ নির্বিচারে বিশ্বাস করবার জিনিস। তাই না ধর্ম সত্য, ঈশ্বর সত্য, দেশ সত্য। তাই না ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্র সত্য, গণতন্ত্র সত্য, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সত্য। বিশ্বাসে মিলায় ভাগ্য তর্কে বহুদূর।

—কি বলতে চাইছ তুমি?

—বলতে চাইছি, কথা-ও-কাহিনী ছাড়া জীবন অচল। কি ব্যক্তির, কি সমাজ সভ্যতার, কি প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার। ইংরেজীতে কথাটা হ'ল 'মীথ' (myth)। প্রতিদিন আমরা প্রত্যেকে নিজেদের নিয়ে কথাকাহিনীর জাল বুনি। ইতিহাসের

ইতিতে বিধাতা পুরুষের একটি ব্যঙ্গ হাসি উহ্য থাকে, যার মানে হ'ল, হাজার হোক মানুষ তো! মীথ্ ছাড়া বাঁচবে কি ক'রে?

—আমি দিল্লীর বড় চাকরী ছেড়ে এ ছোট শহরে চলে আসি নি?

—চলে এবং পালিয়ে।

—ইংরেজী সাংবাদিকতা ছেড়ে হিন্দী সাংবাদিকতা গ্রহণ করি নি?

—ভবিষ্যৎ দৃষ্টির চতুর ব্যবহারে। তুমি বুঝতে পেরেছিলে ভারতবর্ষে ইংরেজী সংবাদপত্রের দিন ফুরিয়ে এসেছে। ভবিষ্যৎ হিন্দীর করায়ত্ত। জানতে পেরেছিলে, 'প্রজাতন্ত্রে'র মালিক অনতিদূর ভবিষ্যতে ইংরেজী দৈনিক শুরু করবেন। অংক ক'ষে দেখেছিলে, পাঁচ সাত বছর পরে তুমি ছুটো পত্রিকারই প্রধান রাজনৈতিক সংবাদদাতা হ'তে পারবে।

—দিল্লী হ'ল সংবাদের পীঠস্থান। দিল্লীর রাজনৈতিক সংবাদদাতার সঙ্গে এ শহরের রাজনৈতিক সংবাদদাতার কি তুলনা চলে? আট বছর আমি দেশের অন্যতম প্রধান সংবাদপত্রের রাজনৈতিক সংবাদদাতা ছিলাম না দিল্লীতে? নীতি ও আদর্শের সংঘাতে সে কাজ ছেড়ে দি নি আমি? ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিন তিনটে সংবাদপত্র আমাকে নিয়ে করে নি টানাটানি? কেন অনেক ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, বড় মাইনে ছেড়ে 'প্রজাতন্ত্রে'র সঙ্গে জড়িত হ'য়ে গেলাম পাঁচবছর আগে? তার মধ্যে আদর্শ ও নীতি কি ছিল না বলতে চাও!

—ছিল।

—তা হ'লে!

—ভারতের বৃহত্তম নিজস্ব শিল্পের নাম ভেজাল।

—এবার তুমি নীতিবাগীশের বাড়াবাড়ি করছ!

—করছি কি? তোমার মুখে আর একবার শোনা যাক সেই পুরনো ইতিহাস। নন্দন চোপড়ার দিল্লী ত্যাগের, ইংরেজী সাংবাদিকতা ত্যাগের কথা-কাহিনী।

—আর একটু গোড়া থেকে শুরু করলে আপত্তি আছে?

—বেশ তো। তুমি আর আমি যখন তুমি, তখন তুমি যা বলবে আমি শুনব, আমি যা বলব শুনবে তুমি। বেশ তো। গোড়া থেকেই বল। শুধু দেখো, অবান্তর বিষয় নিয়ে বক বক কোরো না অনেক, তাতে বাক্যালাপ বন্ধ হবে, তুমি কেবল ব'লে যাবে, আমি শুনব না, শুধু হবে বর্তমান সমাজ সভ্যতার আর এক পুনরাবৃত্তি, সবাই একসঙ্গে অনেককিছু বক বক্ করছে, বলছে না কিছুই, শুনছে না কেউ।

—আমার নাম চন্দন চোপড়া। পিতা স্বর্গত ভুবনেশ্বর চোপড়া। অখণ্ডিত ভারতবর্ষের মুলতান শহরে জন্মেছিলাম আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। ভুবনেশ্বর চোপড়া দিল্লীর ফেডারেল কোর্টে অ্যাডভোকেট হ'য়ে উত্তর-তিরিশে রাজধানীতে চলে আসেন। সেই থেকে নন্দন চোপড়ার নিবাস দিল্লী। ভুবনেশ্বর চোপড়া আর দশজন ভারতীয়ের থেকে পৃথক ছিলেন। ইংরেজ রাজত্বে তিনি ছিলেন অনুগত নাগরিক—অথচ মনে মনে স্বদেশী, বাইরে ইংরেজ শাসনের স্বপক্ষে যাই ক'রে আসুন না কেন, যেমন যুদ্ধের তহবিলে মোটা চাঁদা দিয়ে রায় বাহাদুর খেতাব পাওয়া, অন্তরে স্বদেশ প্রেমের বাতি নিভে যায় নি একদিনও, অতএব দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি পুরোপুরি স্বদেশী হ'তে পেরেছিলেন অনায়াসে, এমন কি দিল্লী কংগ্রেসের মাঝারি নেতাও, এবং একদা, উপযুক্ত সময়ে, কর্পোরেশনের অলডারম্যান, হটাৎ হার্টফেল ক'রে ম'রে না গেলে কেন্দ্রের কনিষ্ঠ উপমন্ত্রীত্ব তাঁর জুটে যেত নির্ঘাৎ।

না জুটল তো ক্ষতি হ'ল না নন্দন চোপড়ার বিশেষ, কেন না ভুবনেশ্বরের মৃত্যুকালে তার শিক্ষা সমাপ্ত—মডার্ন স্কুল, সেণ্ট স্টিফেন্স্, আর কি চাই? এবং কর্মজীবনের শুরু। সেণ্ট স্টিফেন্স্ থেকে ইতিহাসে সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেয়ে পাস করবার পর ভুবনেশ্বরের ইচ্ছে ছিল নন্দন চোপড়া আই-সি-এস হয়। সাল তখন ১৯৪৩,

মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তি সবেমাত্র বিজয়ের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে, ভারতের পূর্বাঞ্চলে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ, অন্তরে বিক্ষোভ। আই-সি-এস পরীক্ষা বন্ধ। নন্দন চোপড়ার সম্মুখে কতিপয় কর্মসম্ভাবনা উন্মুক্ত—যুদ্ধবিষয়ক চাকরীর অভাব নেই, মিলিটারীর রাক্ষুসে ক্ষুধার সামান্যতম অংশ মেটাতে পারলেই আয়ের প্রাচুর্য নিশ্চিত। পিতা-পুত্রে একদিন নন্দন চোপড়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা-কালে দেখা গেল পিতার ইচ্ছা নন্দন মিলিটারী কনট্রাক্টর হোক, নন্দনের ইচ্ছা জার্নালিজম, রক্তে তার রাজনীতির মাদকতা, দলীয় রাজনীতি নয়, বুদ্ধির রাজনীতি, বিশ্লেষণের। নিউজ প্রিণ্টের দুর্ভিক্ষ সংবাদপত্রগুলিকে হ্রস্বতম ক'রে দিয়েছে, অতএব প্রবেশকের জন্যে দ্বার উন্মুক্ত নয়, তথাপি সাংবাদিকতার গা-ছোঁওয়া একটা কাজ একদিন স্বল্পায়াসে জুটল, দিল্লীস্থ যুদ্ধ-সূচনা, ওয়ার ইনফরমেশন, কেন্দ্রে। বিভিন্ন হেডকোয়াটার্স থেকে প্রাপ্ত নানারকম 'সংবাদ' সংবাদপত্রগুলির জন্যে উপযুক্ত বেশবিন্যাসে সাজিয়ে দেওয়া—মিত্রপক্ষের অবিরাম বিজয় কাহিনী, অক্ষশক্তির ক্রমাগত বিপর্যয়, ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্ব, নাগরিকদের উদার, স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধ-সাহায্য, গণতন্ত্রের মহিমা, ফ্যাসীবাদের বীভৎস চেহারার উদ্ঘাটন। নন্দন চোপড়ার সাংবাদিকতায় হাতে-খড়ি হ'ল প্রচারের মহিমা-কীর্তনে। যুদ্ধ শেষ হ'লে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ল, সংবাদপত্র-গুলি ভারত-রক্ষা আইন বাঁচিয়ে স্বরাজের জন্যে দুঃসাহসিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'ল, জনৈক ইংরেজ মিলিটারী অফিসর, যার প্রিয়পাত্র হবার সৌভাগ্য ক'রেছিল নন্দন চোপড়া, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনৈক স্বদেশ-প্রেমিক সম্পাদককে একদিন সান্ধ্য হুইস্কির আসরে কয়েকটি বাক্য নিবেদন করলেন, দিন পনের পরে নন্দন চোপড়া দিল্লীর অন্যতম মুখ্য পত্রিকার স্টাফ্ করেসপণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হ'ল, শঙ্খ বাজিয়ে এবার আরম্ভ হ'ল তার সত্যিকারের সাংবাদিক জীবন।

তারপর একে একে, একের-উপর-এক অনেক ঘটনা ঘটে গেল।

মুসলমান মারল হিন্দুকে, হিন্দু মুসলমানকে; কংগ্রেস-লীগে বিচ্ছেদ চূড়ান্ত সংঘর্ষে পরিণত হ'ল; ভারত বিভক্ত হ'ল। এবং স্বাধীন। সংবাদপত্র—দ্য ফোর্থ এস্টেট—সোজাসুজি হাত মেলাল শাসককুলের সঙ্গে নতুন দেশ, নতুন সমাজ গঠনের সোনালি উদ্যোগে, এতদিন, তা প্রায় দেড়শো বছর হবে, সংবাদপত্র ও প্রশাসনের মধ্যে যে জটিল সহযোগিতা-অসহযোগের সম্পর্ক চলে আসছিল, এবার তার মৌলিক পরিবর্তন ঘটল, ১৯৪৮ সালে যৌবনদীপ্ত নন্দন চোপড়া উদ্দীপক সুযোগ পেল স্বাধীন ভারতের রাজশক্তির কিছুটা দেশবাসীর জন্যে প্রতিদিন অনুবাদের। সে দিনগুলির কথা এখনও মাঝে মধ্যে মনে পড়ে, অনেক দিন আগের পড়া উত্তেজক উপন্যাসের মত, অনেক দিন আগে দেখা দিলখুশ ছায়াছবির মত।

—খুব উত্তেজিত হ'য়ে গিয়েছিলে, কি বল?

—দারুণ! একে তো স্বাধীনতা ব্যাপারটাই একটা বিরাট রহস্য—বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হ'ল না, অথচ বদলে গেল সব কিছু, তারপর যাঁদের এতদিন কেবল স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনাপতির ভূমিকায় জেনে এসেছি, অর্ধেক মানব আর অর্ধেক কল্পনা, তাঁরা নিজেদের বলিষ্ঠ কাঁধে তুলে নিলেন দেশ-নির্মাণের অভিনব দায়িত্ব, আর এই মহান নাটকের তাৎপর্য দেশবাসীর কাছে নিবেদন করার দায়িত্বের অংশীদার হলাম আমি, অথচ আমি তো এর মধ্যে ছিলাম না, আমি এঁদের লোক নই, বলতে গেলে আমি অন্যপক্ষ, না নয়, নিরপেক্ষ! মনে আছে দুটি ঘটনা, একই দিনে, আমার নতুন চাকরীর তৃতীয় দিনে। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যবিভাগের মন্ত্রী নিজেই, পি-আই-বি-র মাধ্যমে সংবাদদাতাদের একটি ইনফরম্যাল সভা ডেকেছেন সকাল দশটায়। আমরা শ' দেড়েক সাংবাদিক হাজির হ'য়েছি—মিলিটারী ব্যারাকসমুষ্টির একটা অংশে তখন পি-আই-বি-র দপ্তর, কনফারেন্স ঘরে তিল ধরবার স্থান নেই; নির্দিষ্ট সময়ের একটু পরেই মন্ত্রী উপস্থিত, আমরা সাংবাদিকরা

উত্তেজিত করতালি দিয়ে তাঁকে স্বাগত করেছি, শুধু তাঁর বাণী শোনবার জন্যে নয়, তাঁর দর্শনের জন্যেও আমাদের মনে, স্নায়ুতে অস্থির উত্তেজনা, এবং তিনি আমাদের বলছেন, 'আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছি, স্বাধীন, নির্ভীক, নিরপেক্ষ প্রেস ছাড়া গণতন্ত্র অসম্ভব। আপনাদের কাছে আমরা সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং সমানুভূতি চাইব, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় হচ্চে আপনাদের নিজ কর্তব্যে অটুট আস্থা। সত্য—নির্ভীক, নির্ভেজাল, নিরপেক্ষ সত্য : এই হোক ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রধান পরিচয়। আপনারা আমাদের নীতি ও সিদ্ধান্ত দেশবাসীর কাছে পেঁাছে দেবেন, কিন্তু আপনাদের ভয়হীন সমালোচনা ও সত্যনিষ্ঠা থেকে আমরা শিখবো কোথায় আমাদের ভুল হয়েছে, কোথায় পা পিছলেছে আমাদের, যাতে ভুল শুধরে, ঠিক পথে ফিরে আসতে পারি আমরা।' তাঁর বক্তৃতা শুনে মনে হ'ল কি সৌভাগ্য আমার, এমন মহান, দায়িত্বপূর্ণ কর্ম আমার জুটেছে, মনে হ'ল আমি হটাৎ বেশ খানিকটা বেড়ে গেছি, যা ছিলাম তার থেকে বেশ খানিকটা বড় হ'য়ে গেছি। সেদিনই বিকেল চারটের সময় দিল্লীতে সংবাদপত্র সম্পাদক ও মালিকদের সভা শুরু হ'ল : সেই ১৯৪৭-৪৮ সালে আমাদের সংবাদপত্রগুলির কোনও 'মালিক' ছিল না, অর্থাৎ কৃষ্ণনারায়ণজীকে কেউ 'প্রজাতন্ত্রে'র 'মালিক' হিসেবে দেখতো না, বরং 'সেবক' হিসেবে দেখত, এমন কি বিড়লা ডালমিয়াদের পর্যন্ত বলা হ'ত না 'নিউজপেপার ওনার্স'। জমিদার কংগ্রেসনেতাকে যেমন সেদিন কংগ্রেস নেতা-ই বলা হ'ত, জমিদার নয়, সংবাদপত্র-মালিকদেরও তেমনি শিল্পপতি বলা হ'ত না, যদিও যুদ্ধের বাজারেই প্রথম আমাদের দেশে সংবাদপত্র শিল্পের গোড়াপত্তন, যুদ্ধবাজারের মোটা লাভে। সম্পাদকদের সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং, তাঁকে লক্ষ্য ক'রে সভাপতি, তিনি আমারই পত্রিকার সম্পাদক, নিষ্কম্প গলায় সুস্থির গাম্ভীর্যে, বললেন, 'দেশনির্মাণের দুঃসাহসিক উদ্যোগে আপনার পাশে দাঁড়ানো ভারতীয়

সংবাদপত্রের সৌভাগ্য, এ সুযোগের পূর্ণ ব্যবহারে আমাদের কোনও ত্রুটি হবে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত আমরা উচিত সমালোচনায় ভীত হব না, সত্য ও কল্যাণের সেবাই হবে আমাদের বীজমন্ত্র। একই আদর্শের পানে একই পথে চলবে শাসনশক্তি এবং সংবাদপত্র, কিন্তু চলতে চলতে প্রয়োজন মত আমরা আপনাদের ভুল ত্রুটি স্পষ্ট দেখিয়ে দেব, তাতে যদি আপনারা ক্ষুব্ধও হন, তা হ'লেও এ কর্তব্যে আমাদের স্থির থাকতে হবে, কারণ গণতন্ত্র শিকড় মেলবে না এমন সমাজে যেখানে সংবাদপত্র কেবল সরকারের কণ্ঠে স্বর মিলিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে থাকে।' আমার বুক দ্বিতীয়বার চওড়া হ'ল, একই দিনে, দ্বিতীয়বার মনে হ'ল, ভাগ্যিস এ কাজ জুটল জীবনে!

—তার আরও একটা মস্ত কারণ ছিল। তখন হিমানীর সঙ্গে তোমার রোমান্স চলছে পুরোদমে।

—নিশ্চয়। হিমানী ছিল মিরান্দা হাউসের ছাত্রী, ছাত্রকালে আমাদের বন্ধুত্বের গোড়াপত্তন। ওর বাবা-মা থাকতেন লণ্ডনে, ইণ্ডিয়া হাউসে কাজ করতেন হিমানীর বাবা। লণ্ডনে ম্যাট্রিক পাস ক'রে বি. এ. পড়ছিল হিমানী মিরান্দা হাউসে, আমরা দু'জনেই থাকতাম হস্টেলে, ভাব জমতে আমাদের দেরী লাগে নি। ভুবনেশ্বর চোপড়া বেঁচে থাকলে হিমানীকে বিয়ে করা একটু মুশকিল হ'ত, মানে, ভুবনেশ্বর চোপড়া বাধা দিতেন, সব আসল বিষয়ে তিনি ছিলেন প্রকৃত রক্ষণশীল, যদিও নিজেকে ঘোষণা করতেন উদার মতাবলম্বী হিসেবে। হিমানীর দোষ ছিল অনেক—প্রথম, সে বাঙালী, দ্বিতীয়ত তার বাবা-মা অসবর্ণে বিবাহ করেছিলেন, তৃতীয়, সে সুন্দরী নয়, চতুর্থ, আমার সমবয়সী, পঞ্চম, দারুণ মডার্ন, ষষ্ঠ, সর্বদা ইংরেজী বলত। ভুবনেশ্বর চোপড়ার মৃত্যুর পরে নন্দন-হিমানীর একত্র হবার পথে সত্যিকারের কোনও বাধা রইল না, ওয়ার ইনফরমেশন ব্যুরোতে কাজ করবার সময়ই হিমানীকে নিয়ে নন্দন চোপড়া রাত্রিবাস

করেছিল, সাংবাদিক হবার কিছুদিন পরেই তাদের বিবাহ হ'ল। এ'তে এমন কিছু দুর্ঘটনা ঘটল না, শুধু একটি মাত্র মানুষের কিছুটা অসুবিধে হ'ল, সে কেউ নয়, নন্দন চোপড়ার সেকেলে জননী, তিনি কাশীবাসী হলেন, তাতে বিশ্বনাথজী নিশ্চয় খুশি, কেননা ভুবনেশ্বর চোপড়ার উত্তরাধিকার পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রায় সবটাই তখন থেকে বিশ্বনাথজীর সেবায় খরচ হ'তে লাগল। নন্দন চোপড়া পরোয়া করল না, তার ভালো মাইনের চাকরী আছে, চাকরীর উত্তেজিত আদর্শতাপ আছে, হিমানী সুন্দরী না হ'লেও গরম নরম, নিতান্ত বেসরম, মানে, ভালোবাসায়।

—শুধু ভালোবাসায়?

—তখন পর্যন্ত, আরও অনেকদিন পর্যন্ত, শুধু ভালোবাসায়। হিমানীর দেহ ছিল, সুঠাম সুন্দর ঢেউখেলান দেহ, দেহে উত্তাপ ছিল, অনেক অনেক উত্তাপ। অন্যদেহে সে উত্তাপ সঞ্চারণের আর্ট তার রপ্ত ছিল, হিমানীর দেহের দাবী ছিল অনেক, একবার মেটার কিছু পরেই নতুন দাবী জন্মাত তার দেহে, অন্যদেহে দাবী সৃষ্টি করার চতুর কৌশলও তার জানা ছিল। নন্দন চোপড়া ছাড়া আর কাউকে নিয়ে, অন্য কিছু নিয়ে, বেসরম ছিল না হিমানী অনেকদিন, অনেক বছর।

—যখন হ'ল?

—পরের কথা তুমি আগে টেনে আনছ কেন? হিমানী যখন বেসরম হ'ল, নন্দন চোপড়াও তখন আর ইনোসেন্ট নেই।

—তোমার ইনোসেন্স টুটল কি ক'রে? কোন নিষিদ্ধ ফল কার হাতে কখন খেলে?

—হায়, কোনও ঈভের হাতে নয়, ঈভের হাতে নয়। নিজের হাতে। জেনে শুনে। বুঝে সুঝে।

—বলবে?

—নিশ্চয়। চাকরী সবে মাত্র শুরু। দেখা গেল যা ঘটে না তাও সত্য, অনেক সময় অনেক বেশি, বড় সত্য।

১৯৪৮ সাল। দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা। আ[illegible]
সাম্প্রদায়িকতার দুষমন। 'হিন্দুরাজ' তার কাছে দুঃসহ, [illegible]
কিন্তু দাঙ্গার রিপোর্টে নিরপেক্ষ সত্য পরিবেশন সম্ভব হ'ল না। একদিনের ঘটনার দায়িত্ব ছিল পুরোপুরি হিন্দুদের। আমার রিপোর্টে একথাটাই নরম ভাবে বলা হ'য়েছিল। সম্পাদক মহাশয় সে অংশটা পুরো বাদ দিয়ে দিলেন।

অবাক হলাম। তখনও অবাক হবার আশ্চর্য শক্তি ছিল আমার। সম্পাদকের সামনে গিয়ে প্রশ্ন করবার সাহস হ'ল না। প্রশ্ন করতেও হ'ল না। তিনি নিজেই ডেকে পাঠালেন।

'কাল তোমার রিপোর্টে ভীষণ দোষ ছিল একটা।'

আমি নীরব প্রতীক্ষায়।

'দরিবাকালানের দাঙ্গায় হিন্দুরা প্ররোচনা দেয় নি। তা ছাড়া, মরেছেও হিন্দুরাই বেশি।'

'মিথ্যে কথা। আমি কুড়ি-পঁচিশজন হিন্দুকে প্রশ্ন করেছি। সবাই এক কথা বলেছে। বলেছে, এটা আমাদের প্রতি-আক্রমণ। হিন্দু মরেছে জন পনের। মুসলমান অন্তত ষাট।'

সম্পাদক গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার পানে।

বললেন, 'পাকিস্তান নামে একটা দেশ আছে, খবর রাখ?'

বললাম 'নিশ্চয় রাখি।'

বললেন, 'সে দেশটা ভারতের প্রিয়তম সুহৃদ নয় তা জানো?'

বললাম, 'বরং পহেলা নম্বরের দুষমন।'

এবার ফেটে পড়লেন, 'তা হ'লে কি ক'রে এমন সংবাদ তুমি লিখতে পার যা, পাকিস্তানের হাতে ভারত-মারার হাতিয়ার! তোমার লেখা রিপোর্ট ছাপা হ'লে পাকিস্তান বেতারে আমাদের কাগজ 'কোট' ক'রে তা সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হ'ত না?'

'তা হয়তো হ'ত।'

'নিশ্চয় হ'ত। তা হ'লে দেশের দুষমনী করা হ'ত কিনা বলো?'

'কিন্তু ঘটনার সত্যতা তো—'

আবার ফেটে পড়লেন, 'সত্যতা ? সত্যতার মানে কি ? সত্য কি সার্বভৌম, না পারস্পরিক ? তোমার একটা ছোট্ট সত্যের আঘাতে ভারতবর্ষের স্বার্থের মতো বিরাট অন্য এক সত্য মর্মান্তিক আঘাত পেত। বুঝে শুনে, ভেবে চিন্তে রিপোর্ট লিখো। অনেক বড় দায়িত্ব আমাদের হাতে।' একটু থেমে, 'ভেবেছিলাম দাঙ্গা রিপোর্ট করতে তোমাকে আর পাঠানো হবে না। যাই হোক, দ্বিতীয়বার মার্জনা পাবে না, মনে রেখো।'

—তুমি সত্য কাকে বলে এবার বিচার করতে শিখলে।

—শিক্ষা শুরু হ'ল। বহুদিন লেগে গেল সমাপ্ত হ'তে। প্রথম ধাক্কায় কি হ'ল জানো ? সত্য সম্বন্ধে মনে নিদারুণ সন্দেহ জন্মালো। সত্য ব'লে কি সত্যি আছে কিছু ? কার সত্য ? আমার তোমার, হিন্দুর, মুসলমানের, ভারতের, পাকিস্তানের ? আমি কি ক'রে জানব কোনটা প্রকৃত সত্য, কি ক'রে জানব এর পরেও, এ ছাড়াও, আর কোনও সত্য নেই ! এ সন্দেহের অবসান হ'ল কোথায়, কি ভাবে জানো ?

—সরকারী সত্যকে একমাত্র সত্য হিসেবে মেনে নেওয়ায়।

—কেবল সরকারী সত্য নয়। যে কোনও প্রবল, ক্ষমতাশীলের সত্যই প্রকৃত সত্য। দুর্বলের সত্য ঠিক সত্য নয়। অনেকখানি মিথ্যা। ক্ষমতাশীল সমবেত স্বার্থের সত্য সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে আসল সত্য। ঈশ্বরের মত আসল, ঈশ্বরের চেয়েও প্রবল।

—তুমি তাই মেনে নিলে ?

—নিশ্চয়।

—প্রতিবাদ করলে না ?

—না।

—ভয় পেলে ?

—ভয় তো ছিলই। তার সঙ্গে অনেক কিছু। স্বার্থ, নিজের

চাকরী, উন্নতি, প্রভাব ইত্যাদি। ঔদাসীন্য : আমার কি আসে যায় পত্রিকায় কি ছাপা হ'ল না হ'ল? আমার কি আসে যায় সত্য, বিকৃত হ'লে অথবা মিথ্যামিশ্রিত? পরিগ্রহণ : নির্বিবাদে মেনে নেওয়ার নিশ্চিন্ত শান্তি। আত্মসমর্পণ : প্রতিবাদ ক'রে, লড়াই ক'রে কোনও লাভ নেই, অতএব, মাথা নত ক'রে, মেনে নাও, মানতে শেখো।

—প্রতিবাদ না করলেও, না লড়লেও, তুমি ছটফট করেছিলে। মনে আছে?

—প্রথম প্রথম। দিল্লীর আশেপাশে তখন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিরাট উদ্যোগ চলছে। একটা কলোনী তৈরী নিয়ে বেশ কিছু কেলেঙ্কারী ঘটে গেল। অনেক টাকা, অনেক ইস্পাত, লোহা, করগেটেড টিন গায়েব হ'ল, উদ্বাস্তুরা অশান্ত হ'য়ে উঠল। ঘটনাটা পড়ল আমার 'বীটে', অনুসন্ধান ক'রে যা জানা গেল, তার একাংশও লিখতে সাহস হ'ল না, যেটুকু বা সাহস গুছিয়ে লিখলাম, সম্পাদক মশাই কেটে কুটে একেবারে নিরামিষ ক'রে দিলেন। বিরোধী দলগুলির নেতাদের বক্তৃতা বিবৃতি রিপোর্ট করতে গিয়ে আমি আর এক শিক্ষা পেলাম। বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে সমালোচনা, বিশেষ ক'রে পাকিস্তান সম্পর্কে, রিপোর্টে বাধা নেই, বাধা আছে কেবল আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে। বিরোধী পক্ষের এক নেতা একদিন এক মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনলেন সাংবাদিকদের কাছে, মন্ত্রীকে দোষী করলেন আলস্য, উদাসীনতা, দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত লোভ ও স্বার্থসিদ্ধির অপরাধে। আমার রিপোর্টে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে নালিশগুলি প্রায় বাদ দিয়ে দেওয়া হ'ল।

ভারতবর্ষের নাট্যশালায় ক্রমে ক্রমে এক মহানাটকের অবিরাম অভিনয় শুরু হ'য়ে গেল। দেশনির্মাণ, সমাজগঠন মানে তো কেবল নীতির বিন্যাস নয়, তার মানে অনেক অর্থ, অনেক উদ্যোগ, অনেক ক্ষমতা, অনেক প্রলোভন, অনেক আদর্শবাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সিডাকশন।

এ নাটকের অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা যাঁদের তাঁরাও যে রক্তমাংসের মানুষ, তাঁদের অনভিজ্ঞ দেহ-মনে যে লোভ আছে, দুর্বলতা আছে, যা সব মানুষের থাকে, তাঁদের অনেকে যে আসলে বীরভূমিকার যোগ্য নন, আসলে ক্ষুদ্র মানুষ, আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে কথাকাহিনীর মালা পরিয়ে যাঁদের বীর বানিয়েছি, তাঁদের সবাই যে বীর নন, একদিকে এ কঠিন অথচ সরল সত্য যতোই আমাদের চোখের সামনে ধরা পড়তে লাগল, ততো আমরা চোখ বুজলাম, অথবা অন্যত্র ফেরালাম দৃষ্টিকে, ফলে বীরদের দুর্বলতা নেপথ্যে বেড়ে যেতে লাগল, সে দুর্বলতা ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রশাসনের মধ্যে পড়ল ছড়িয়ে। সংবাদপত্র এবং শাসনশক্তির মধ্যে আঁতাত গ'ড়ে উঠল, আঁতাত ক্রমশ স্ফীত হ'ল। আমাদের সম্পাদকরা বিদেশে যাবার সুযোগ পেতে লাগলেন, মন্ত্রীরা তাঁদের প্রকাশ্যে, গোপনে খাতির দেখাতে লাগলেন অকৃপণ ঔদার্যে, সে খাতির থেকে আমরাও বঞ্চিত হলাম না। ফলে, শিশু গণতন্ত্রের সজাগ সতর্ক চৌকিদারীর দায়িত্ব সংবাদপত্র কর্তৃক পালিত হ'ল না। আমি যেদিন আমার পত্রিকার রাজনৈতিক সংবাদদাতা নিযুক্ত হলাম, মনে আছে, তার পরের দিন জনৈক ক্ষমতাশীল মন্ত্রী টেলিফোনে আমাকে একটি 'সংবাদ' দিলেন, সঙ্গে 'অনুরোধ' জানালেন যেন সে-সংবাদ তাঁরই নির্দিষ্ট ভাষায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়, এবং তাই হ'ল, কারণ আমি তখন জানি, বিলক্ষণ জানি, মন্ত্রীর অনুরোধের নাম আদেশ, এবং যদিও সেই বিশেষ-রঞ্জিত সমাচারে অসত্যের দাপট ছিল অসংবৃত, মন্ত্রীর ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল প্রচ্ছন্ন, তথাপি তার শুদ্ধিকরণ আমার, সম্পাদক মহাশয়ের, ক্ষমতার, এবং ইচ্ছার, বাইরে, কেননা মন্ত্রী ক্ষমতাশীল, পত্রিকার মালিকের দোস্ত, এবং তাঁর অনুগ্রহ আমাদের, আমারও, প্রতিদিনের কাম্য।

—ইতিমধ্যে তুমিও নিজেও গুছিয়ে নিয়েছ বেশ। মন্ত্রীদের গৃহে, দপ্তরে তোমার জন্যে দরজা খোলা সব সময়, এ-সম্পর্কের বৈষয়িক ব্যবহারে বিরত থাকো নি তুমি।

—থামো, থামো। যা করতে পারতাম তার অনেকখানিই করিনি আমি। ইচ্ছে করলে অনেক অর্থ জমত আমার ব্যাংকে।

—অত বোকা তুমি নও যে সরাসরি বে-আইনী টাকা নিয়ে হাত নোংরা করবে। বোম্বাই-কলকাতা-বরোদা-আহমদনগরের বেশ ক'ঘর ব্যবসায়ীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল। তাদের হ'য়ে মন্ত্রীদের কাছে তদ্বির করতে বাধে নি তোমার। একাধিক ব্যবসায়ী, তোমার সাহায্যে আমদানী-রপ্তানীর লাইসেন্স পেয়েছে, একাধিক শিল্প-উদ্যোগীকেও লাইসেন্স পেতে সাহায্য করেছ।

—তার জন্যে পুরস্কার নিই-নি। দক্ষিণা পেয়েছেন বরং মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রীরা, উঁচু স্তরের আমলারা।

—তুমিও একেবারে বাদ যাও নি। বিদেশে যাবার সময় বিদেশী মুদ্রার অভাব হয় নি তোমার কখনও দিল্লীতে বাড়ির জন্যে জমি পেয়েছ নামমাত্র দামে, বাড়ির মালমশলা বাজারদরের অনেক নীচে। তোমার ও হিমানীর প্রত্যেক বিবাহ-বার্ষিকীতে উপহারে ঘর ভ'রে গেছে।

—একেবারে উপবাসী হ'য়ে কি বেঁচে থাকা যায় ?

—ইতিমধ্যে সারা পৃথিবী বেড়িয়ে তুমি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ হবার দাবী করতে পেরেছ। ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউস, মস্কোতে ক্রেমলিন প্রাসাদ, প্যারিসের সাঁজে লিজের ওপরে কোয়াদ'সি, লণ্ডনে বাকিংহাম প্যালেস আর ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীট : বিশ্বের প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত গঠনের কেন্দ্রগুলির চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ। তার সঙ্গে নিউ ইয়র্কে টাইমস্ স্কোয়ার, প্যারিসে লা আরকেড পেরিয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ড লিডো, লণ্ডনে পিকাডেলি স্কোয়ার ও সোহো : স্ফূর্তির বাজারের সেরা চেহারা দেখবার সৌভাগ্যও তোমার হ'য়ে গেছে। অনেক বিদেশী শহরে স্যাম্পেন ও নারী চেখে দেখতে পেরেছ, এবং মস্কোতে, একবার দশদিন অবস্থানকালে, পেয়েছ একটি 'মিলোচকা'-কে, যার নাম, তোমার নিশ্চয় মনে আছে, ছিল নাতাশা, যে তোমাকে কয়েকটি রাশিয়ান শব্দ শিখিয়েছিল, যেমন 'লিউবভ', মানে প্রেমিক,

'স্পেশিসে', অর্থাৎ ধন্যবাদ। নাতাশার কথা মনে পড়ে তোমার, নন্দন চোপড়া ?

—নিয়েট। ডা, ডা। পড়ে না। পড়ে।

—নাতাশার কথা তুললাম কেন নিশ্চয় জানো।

—জানি। তাকে একটা বই উৎসর্গ করেছিলাম।

—কেন ?

—কেন ? এমনি। নাতাশাকে ভালো লেগেছিল ব'লে।

—শুধু তাই ?

—নাতাশার কথা থাক।

—আমার সঙ্গেও, তোমার নিজের সঙ্গেও, নাতাশাকে নিয়ে কথা বলতে চাও না ?

—না।

—তা হ'লে বইটার কথা হোক।

—দিল্লীর অবিশ্বাস্য বিস্তৃতি আর বিকাশ নিয়ে আমি অনেকগুলো রিপোর্ট লিখেছিলাম। সেগুলো অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। লিখবার জন্যে অনুসন্ধান ক'রে যা জানতে পেরেছিলাম তার অনেক কিছুই রিপোর্টে ছিল না। অতএব ইচ্ছে হ'ল একটা বই তৈরী করার। খেটে খুটে তৈরী করেও ফেললাম। পাণ্ডুলিপি পড়তে দিলাম সম্পাদক মশাইকে। প'ড়ে তিনি সন্তুষ্ট হলেন। পত্রিকার তরফ থেকে কিছু বই ছাপবার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। চারদিন চীন ভ্রমণ ক'রে চীনের ওপর দুশো ত্রিশ পৃষ্ঠার একটা বই লিখে ফেলেছিলেন তিনি, যার একশো ত্রিশ পৃষ্ঠা ছিল তাঁর ডেলিগেশনকে সংবর্ধনা করতে গিয়ে চীনের নেতাদের ভাষণ। 'দি চায়না আই স' নাম দিয়ে বইটা পত্রিকার তরফ থেকে প্রথম প্রকাশনের সম্মান পেয়েছিল। সম্পাদক মশাই বললেন, 'নন্দন, তোমার বইটাও আমরা ছাপবো।' আমি বললাম, 'তথাস্তু।'

মাস ছয়েক পরে 'দি ফ্যাট সিটি' ছাপা হ'ল। প্রথম বই প্রথম

সন্তানের মতো। দেখে প্রাণে সুখ হ'ল, দেহে পুলক। রিভিয়্যুর জন্যে খান ত্রিশেক বই বিতরণ হ'ল। শ' খানেক দেওয়া হ'ল বাছাই-বাছাই ব্যক্তিদের। প'ড়ে প্রায় সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

হঠাৎ কি হ'ল কেউ সঠিক বলতে পারল না, মানে বলল না। আপিসে গিয়ে শুনতে পেলাম পত্রিকার কর্তৃপক্ষ বাজার থেকে সব বই সরিয়ে নিয়েছেন। 'দি ফ্যাট সিটি' আর বাজারে নেই। যাকে প্রশ্ন করি সে-ই বলে, 'তাই তো শুনছি'; প্রশ্ন করি, 'কেন?' জবাব পাই নে। সম্পাদক মশাইকে ধরতে ঘণ্টা কয়েক সময় লাগল।

উত্তেজিত ছিলাম আমি। গলা চড়িয়েই প্রশ্ন করলাম, 'আপনারা নাকি আমার বই বাজার থেকে সরিয়ে ফেলেছেন?'

সম্পাদক মশাই ধীর স্থির জবাব দিলেন, 'বড় দুঃখিত। বইটা ছাপার আগে ভাল ক'রে পড়া উচিত ছিল আমার। তুমি যে এত বড় বিপদে ফেলবে আমাকে একেবারে ভাবতে পারি নি।'

'আমি আপনাকে বিপদে ফেলেছি, না আপনি আমার মাথায় দারুণ আঘাত করেছেন?'

'তোমার আসল প্রতিপাদ্য বিষয় একেবারে ঝুটা।'

'তার মানে?'

'তুমি অনেক অংক ক'ষে দেখিয়েছ, স্বাধীনতার পরে দিল্লীর যে বিরাট বিস্তার ও বিকাশ ঘটেছে, তার অন্তত অর্ধেক রসদ এসেছে কালো-মুদ্রার বাজার থেকে।'

'নিশ্চয়। আমি বলেছি, প্রমাণ করেছি, দি ফ্যাট সিটি হ্যাজ বিন বিল্ট্ লার্জলি উইথ ব্ল্যাক মানি।'

'তোমার তথ্য ভুল।'

'কে বলল?'

'আমরা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পেয়েছি, তুমি যা প্রমাণের চেষ্টা করেছ, তা সম্পূর্ণ ভুল।'

'যদি কেউ তাই মনে করে, তার বক্তব্য প্রকাশের খোলা রাস্তা

আছে। আমাদের পত্রিকার আতিথেয়তা আপনি তাকে, বা তাদের, অগ্রিম দিতে পারেন।'

'তুমি বুঝতে পারছ না। তর্ক-বিতর্কের নয় ব্যাপারটা। তোমার বইতে ভারতের রাজধানীর ভীষণ কুৎসা করা হয়েছে। রাজধানী প্রতিটি দেশের মুখচ্ছবি। গোটা দুনিয়া থেকে সারা বছর এখানে বহু মানীগুণী মানুষের আসা-যাওয়া। বছরের পর বছর নানা ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন। আর সে জন্যেই ভারত সরকার রাজধানীর বিস্তৃতি ও বিকাশকে এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তুমি হটাৎ দেখাতে চাইছ, কালো টাকার বিনিয়োগেই রাজধানীর বিস্তার ও বিকাশ সম্ভব হয়েছে। তার মানে কি? মানে হ'ল, প্রথম, সরকারী উদ্যোগকে তুমি তুচ্ছ করেছ। সরকারও কালো টাকা ব্যবহার করছে, এমন উদ্ভট যুক্তি নিশ্চয় তোমার বইতে নেই। দ্বিতীয়, রাজধানীর ওপরেই যদি কালো টাকার এমন দাপট, তা হ'লে সরকারের সমাজবাদী নীতি ও কর্মপন্থার মানসম্মান আর রইল কি? তোমার বই ভারতের শত্রুদের খুশি করেছে; পিকিং রেডিও পরশু দিন তোমার বই 'কোট' করে কি বলেছে নিশ্চয় দেখেছ। এই বই বাজারে ছাড়াই আমাদের পক্ষে গর্হিত কাজ হয়েছে।'

'আপনার যুক্তি মেনে নিতে পারছি না,' আমি মরীয়া হ'য়ে বললাম। 'পিকিং রেডিও জবাহরলাল নেহেরুর 'ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া' থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে দাখিল করেছে যে পণ্ডিতজী 'সাম্রাজ্যবাদী'। তার জন্যে কি পণ্ডিতজী তাঁর বই প্রচার বন্ধ ক'রে দিয়েছেন?'

'তুমি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু নও। অতি সরল সত্য কথা।'

'আমার অজানা নয়। তথাপি, আমার বই-এর প্রতিটি যুক্তি ও বক্তব্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। আসলে অংকটা এত সোজা যে প্রত্যেকের কাছে পরিষ্কার। গত পনের বছরে ভারত সরকার কি পরিমাণ মুদ্রা বাজারে ছেড়েছেন রিজার্ভ ব্যাংক তার হিসেব দিয়ে

রেখেছে। তার কতটা অংশ দিল্লীতে ব্যয়িত হ'তে পারে আন্দাজ করা এমন কিছু শক্ত নয়। দিল্লীর চারদিকে নতুন নতুন কলোনীতে যে-সব বাড়ি উঠেছে, যে সব অট্টালিকা, প্রাসাদ এবং গৃহ, তার খরচ হিসেব করাও শক্ত কাজ নয়। এ অংকগুলি ক'ষে আমি দেখিয়েছি, একমাত্র দিল্লীতেই হাউস-বিলডিং-এ যে অর্থ ব্যয় হয়েছে বেসরকারী উদ্যোগে, তার পরিমাণ রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রিত টাকার চার ভাগের একভাগ। অতএব, এ অর্থের বেশির ভাগই যে কালো, সামান্য বালকও তা বুঝতে সক্ষম। অথচ এত বড় একটা ঘটনা, অথবা দুর্ঘটনা, কেউ এতদিন দেখতে পায়নি, অথবা দেখেও দেখেনি, অথবা দেখেও জেনেও, বেমালুম চেপে গেছে।'

আমার কথায় অবশ্য সম্পাদকের চিড়ে ভিজল না। 'দি ফ্যাট সিটি' জন্মেই মারা গেল। অন্য কোনও প্রকাশকও ছাপাতে রাজী হ'ল না। মৃত্যুর কারণ অবশ্য আমি জানতে পারলাম। চাপ এসেছিলে দুই অমোঘ শক্তিকেন্দ্র থেকে। এক, সরকার, দুই, আমাদের সংবাদপত্রের মালিক। সরকার মানে জনৈক মন্ত্রী, যিনি, জনসাধারণের বিশ্বাস, প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ আস্থা উপভোগ করেন। এ-সব 'বিশেষ আস্থাভাজন' ব্যক্তিদের নিয়ে মহা মুশকিল। তাঁরা প্রায়ই প্রধান মন্ত্রীর নাম ক'রে নিজেদের ইচ্ছা ও খেয়াল চরিতার্থ ক'রে নেন। ব'লে থাকেন, 'প্রধান মন্ত্রী চান যে এ-কাজটা হোক।' তুমি তো আর সরাসরি প্রধান মন্ত্রীকে ফোনে জিজ্ঞেস করতে পারো না তিনি সত্যিই ও-রকম কিছু চান কিনা! অতএব·। আর, আমাদের মালিকের সতের খানা বাড়ি আছে দিল্লীর তিনটি অভিজাত পল্লীতে, চৌদ্দখানা বাড়ি বিদেশী দূতাবাসদের ভাড়া দেওয়া হয়েছে। এ বাড়িগুলির পেছনে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তার অনেকটাই যে কালো তাতে আমার সম্পাদক মশাই'রও সন্দেহ নেই। কিন্তু সব সত্য, সত্য নয়। যে ব্যক্তি নির্দেশ দিয়েছিলেন 'সদা সত্য কথা বলিবে' তিনি বর্তমানকালের সভ্যতা সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ছিলেন। বর্তমান

কালে বেঁচে থাকলে তার [illegible] [illegible]: 'সদা কর্তার অনুমোদিত সত্য কথা বলিবে, কেননা একমাত্র তাহাই সত্য।'

—নন্দন চোপড়া, তুমি 'দি ফ্যাট সিটি' লিখেছিলে কেন ?

—কেন ? একটা বৃহৎ রহস্য পর্দা-মুক্ত করার জন্যে।

—টু একস্‌পোজ ? টু ব্রিং আউট ?

—নিশ্চয়।

—এবার তুমি কার সত্য কাকে বলছ ? তোমার সত্য তোমাকে ?

—সত্যের ঘরে চুরি ক'রে ক'রে বোধহয় আমার নিজের ওপরে ঘেন্না ধ'রে গিয়েছিল। তাই অন্তত একটা বড় কাজ করতে চেয়েছিলাম জীবনে।

—এখনও তুমি সত্যের ঘরে চুরি করছ, নন্দন চোপড়া।

—করছি না।

—করছ। তোমার নিজের কাছেও যা স্বীকার করতে চাইছ না, তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই তোমার। হিমানীকে তুমি আর সামলাতে পারছিলে না। হিমানী গলতে শুরু করেছিল অনেক আগেই। একদিকে রাজনৈতিক সাংবাদিকতা ক'রে তুমি গলছিলে, প্রথম একটু একটু ক'রে, পরে দ্রুত; অন্যদিকে তোমার গলিত দশা দেখে হিমানীও গলছিল। তুমিই তাকে মদ খেতে উৎসাহ দিয়েছিলে—তোমার ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় বসতে, পরে তুমিই তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে সে-সব রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ক্ষমতাশীলদের সঙ্গে যাঁদের দাক্ষিণ্যে তোমার পুষ্টি, তোমার সাফল্য। তুমি পথ খুলে দিয়েছিলে, হিমানীর গলবার পথ। বছরে দু'তিনমাস তুমি বিদেশে কাটাতে, কখনও মার্কিন, কখনও জার্মান, কখনও রুশ, কখনও মিশরী সরকারের অতিথি হ'য়ে, তোমার অনুপস্থিতিতে হিমানী জড়িত হ'য়ে পড়ল সে-সব ক্ষমতাশীলদের সঙ্গে, যেদিন তুমি জানতে পারলে তখন তোমার করণীয় বিশেষ কিছু নেই। মেনে নেওয়া ছাড়া। হিমানীও তোমাকে তাই বলেছিল। মনে আছে ?

—তুমি বল। শুনছি।

—হিমানী বলেছিল, 'আমি তোমার অনেক কিছু মেনে নিয়েছি, আমাকেও তোমার মেনে নিতে হবে।'

তুমি চটে প্রশ্ন করেছিলে, 'কি অনেক কিছু মেনে নিয়েছ আমার?'

হিমানী না চটে, শ্লেষ-স্বরে বলেছিল, 'তুমি কি আস্ত আছ? নিরেট?'

তুমি হটাৎ জবাব দিতে পারো নি।

হিমানী বলেছিল, 'একদিন, চেষ্টা করলে মনে পড়বে, জার্নালিস্ট হ'য়ে তোমার বুক ফুলে উঠেছিল, আদর্শের তাপে তুমি গরম হয়েছিলে। পঁচিশ বছর সাংবাদিকতা ক'রে এখন তুমি তোমার পেশার উঁচু স্তরে পাকাপোক্ত। এই পঁচিশ বছরে এমন একটা কিছু করতে পেরেছে যাতে তোমার বুক ফুলেছে, নিজেকে বলতে পেরেছ, সাবাশ!'

তুমি জবাব দাও নি।

হিমানী ব'লে গেছে, 'একটা বড় অন্যায়, বড় অবিচারের মুখোশ খুলতে পেরেছ? প্রতিদিন এত ত্বর্নীতি, কুনীতি চোখে দেখেছ, বড় মানুষ যেখানে জড়িত তার একটাও টেনে বাব কবতে পেরেছ জনতার দৃষ্টিপথে? কোনও অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পেরেছ একটি বারও? ক্ষমতার সঙ্গে অসমান মিতালি পাতিয়ে তুমিও গুছিয়ে নিয়েছ বেশ কিছু, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমার মানুষ-সত্বা গ'লে যায় নি? রাজানুগ্রহে বিদেশে গিয়ে স্ফূর্তি করেছ, বিদেশিনীর দেহ পেয়েছ, আসবার সময় সঙ্গে এনেছ ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, স্টেরিও-সেট, ঘরকন্নার গ্যাজেট, কিন্তু এ সব অনুগ্রহের মাশুল কি দিতে হয়েছে একবার ভেবে দেখেছ কখনও? ক্লাবে, রেস্তরাঁয়, বৈঠকখানায় ব'সে ক্ষমতাশীলদের গালমন্দ করো, ভেবে দেখেছ ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা যদি অন্যপ্রকার হ'ত, সমাজবাদের নামে গণতান্ত্রিক ধনবাদ

গ'ড়ে না উঠত, তোমাদের অবস্থা কি এতো সুখকর হ'তে পারত? এ ব্যবস্থার পরিবর্তন তোমরা চাও না অন্তরে প্রাণে, কেননা এ ব্যবস্থায় তোমাদের অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা, তোমরা যারা বুদ্ধি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার সেবা করছ, তোমাদের বচনে ও কর্মে সামঞ্জস্য ততোটুকু যতোটুকু মন্ত্রীদের, তোমরা আর মন্ত্রীরা একই শাসককুলের লোক, একত্রে তোমরা একই ইমারতের স্তম্ভগুলিকে শক্তিশালী করছ, প্রশাসন, সৈন্য-সামন্ত, সংবাদপত্র, তোমরা একই ইমারতের স্তম্ভ, মুখে যাই কেন না বলো? তোমার যদি এত অধঃক্ষয়, আমিই-বা কেন, কেমন ক'রে থাকবো আস্ত, নিরেট? কেবল তোমার সতী সাধ্বী স্ত্রী, কেবল তোমার ছেলেমেয়ের জননী? তোমাতে আমাতে সমান সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে আমাদের বিয়ে হয়েছিল, আজ কেন অসমান হ'য়ে থাকতে বলছ আমাকে? তুমি যদি বুদ্ধি বেচে, বিবেক বেচে স্বচ্ছন্দে সমাজের উঁচু স্তরে বিহার করতে পারো, আমিই বা কেন পারবো না, তোমার অনুপস্থিতিতে, পছন্দমত পুরুষের সঙ্গ লাভ করতে?

হিমানীর কথার উত্তরে তোমার মুখে ভাষা আসে নি। যা এসেছিল, স্নায়ুপথে অসম্ভব দ্রুততায়, তা হ'ল ক্রোধ, নিদাঘ দিল্লীর জ্বলন্ত 'লু্য'র মতো অন্ধ রাগ আর আক্রোশ। ইচ্ছে হয়েছিল হিমানীকে আঘাত করতে, মেরে মুখ বন্ধ করতে, করো নি, তখনও তোমার সাহসের অভাব, সারাজীবন সরাসরি প্রতিবাদে সাহসের অভাব তোমার। সেই অপমান, রাগ ও আক্রোশের সুদীর্ঘ মুহূর্তগুলিতে হিমানীকে তোমার মনে হয়েছিল দিল্লী শহরের প্রতিচ্ছবি, যে দিল্লীর জলুস আছে, সৌন্দর্য নেই, যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক আছে, মানুষ প্রায় নেই বললেই হয়, যার বিত্তবৈভবে সংযমের চিহ্নমাত্র নেই, যেখানে অনেক কিছুর একত্রিত অপচয়—অর্থের, ক্ষমতার, বাক্যের, মননের। হিমানী আর দিল্লী উভয়কেই তোমার মনে হয়েছিল একই সত্তার দুই প্রকাশ, আর সেই নবজন্মিত অভিজ্ঞান

নিয়ে, যার মূলে ছিল ক্রোধ, অপমান, আক্রোশ, তুমি 'দি ফ্যাট সিটি' লিখবার সংকল্প করেছিলে, মনের নীচে ছিল তোমার আরও একটি জ্ঞান, হিমানীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে, তুমি জানতে, ছিল তোমারই এককালের মদৎ-প্রাপ্ত নবীন শিল্পপতি, শীতলকুমার ঝা, যার নিজের এবং পরিবারের, আটখানা বাড়ি দিল্লীতে, এবং যাদের গৃহে, সবাই জানে, যে-কোনও সময়ে অন্তত এককোটি কালো টাকা লুকোনো। শীতলকুমার ঝা দিল্লী কংগ্রেসের নেতা, কর্পোরেশনের অলডারম্যান।

—'দি ফ্যাট সিটি' ছাপার সঙ্গে সঙ্গে হিমানীর পরিবর্তন হয়েছিল। বলেছিল, 'এতদিনে তুমি একটা বড় কাজ করেছ। সাহস দেখিয়েছ। রুখে দাঁড়িয়েছ।' হিমানী মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। সন্ধ্যার বন্ধুদের ত্যাগ করেছিল। আমাকে আবার পুরোপুরি ভালবেসেছিল।

—তুমি রাখতে পারলে কৈ হিমানীর পরিবর্তনকে? তোমার বই যারা অন্যায় ক'রে বাজার থেকে সরিয়ে নিল, তুমি তাদের সঙ্গে লড়লে না, রুখে দাঁড়ালে না, এতোবড় অন্যায় জুলুমকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তাদের চাকরীতেই লেগে রইলে।

—উপায় ছিল না।

—ছিল, হিমানী বলেও ছিল তোমাকে। বলেছিল 'নিজের টাকায় বইটা তুমি ছাপিয়ে নাও, আমরাই হবো ওর প্রকাশক। আমি বিক্রী করব ঘরে ঘরে, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে।' তুমি বলেছিলে, 'চাকরী যাবে।' হিমানী বলেছিল, 'যাক না, তোমার যা জমেছে, চাকরী না করলেও চ'লে যাবে আমাদের।' তুমি রাজী হও নি।

—নীতি বা আদর্শের জন্যে লড়াই ক'রে এক সংবাদপত্রের চাকরী ছাড়লে এদেশে অন্য কোনও সংবাদপত্রে চাকরী হয় না, তা জানো?

—হিমানী তা জানতো, জেনেও ভয় পায় নি। ভয় পেয়েছিলে

তুমি। মোটা মাইনের চাকরীই কেবল নয়, তার সঙ্গে নানা প্রকারের ক্ষমতা, কত বড় বড় মানুষের খাতির। চাকরীর ভয়ে তুমি তোমার বই-এর মৃত্যু সহ্য করলে, হিমানীকে আবার হারালে।

—হিমানী নিষ্ঠুর লোভী। অবুঝ।

—আর তুমি?

—ঐ সময়ই ঠিক করেছিলাম দিল্লী ছাড়ব, ইংরেজী সাংবাদিকতা ছাড়ব।

—হিমানীকে দিল্লী থেকে সরিয়ে নেবার অন্য কোনও রাস্তা ছিল না। হিমানীকে দিল্লী থেকে না সরিয়ে উপায়ও ছিল না তোমার। ব্রিটিশ হাইকমিশনের সেকেণ্ড সেক্রেটারীর সঙ্গে মোটর দুর্ঘটনার পরে হিমানীকে দিল্লী রাখা, দিল্লীতে রাজনৈতিক সংবাদদাতা হিসেবে চাকরী করা, দুটোই শক্ত হ'য়ে উঠেছিল।

—আরও কারণ ছিল। মনে মনে ইংরেজী সাংবাদিকতার প্রতি শ্রদ্ধা আমার দ্রুত ক'মে আসছিল। বুঝতে পারছিলাম ভারতবর্ষে ইংলিশ প্রেস বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান রথী। দেখতে পাচ্ছিলাম, বছরের পর বছর মুষ্টিমেয় কয়েকজন ক্লান্ত বয়স্ক ব্যক্তি একই কথা নানা ভঙ্গিমায় লিখে যাচ্ছে, নিজেদের নিয়ে নিজেরাও বিরক্ত বোধ করছে না। বুঝতে পারছিলাম, নতুন শিক্ষিত পাঠকরা আর ইংরেজী কাগজ পড়ছে না। ইংরেজী সাংবাদিকতার মাধ্যমে আর পৌঁছনো যাবে না তাদের কাছে যারা দলে দলে স্কুল কলেজ পেরিয়ে নতুন শিক্ষিতদের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যে দখল ছিল আমার যুবককাল থেকেই, ইংরেজী সাংবাদিকতা ক'রেও মাঝে মধ্যে হিন্দী পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে আসছিলাম। অতএব, ইংরেজী থেকে হিন্দী সাংবাদিকতায় স্থানান্তরিত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব অথবা আয়াস-সাপেক্ষ হ'ল না।

—ঘটনাটা, নন্দন চোপড়া, কিন্তু এতো সহজ-স্বাভাবিক ভাবে ঘটে নি, তুমি যা বলছ তা কথা-কাহিনী। হিমানীর এ্যাকসিডেন্টের

পর তুমি ঠিক করেছিলে ভালো সুযোগ পেলে দিল্লীর ইংরেজী পত্রিকা ছেড়ে কোনও রাজ্য-রাজধানীতে মুখ্য এক হিন্দী কাগজে চাকুরী নিলে তোমার পক্ষে সব দিক থেকে সুবিধের হবে। ছোট শহরে হিমানী শান্ত থাকতে বাধ্য হবে, যদি সে চলৎশক্তি ফিরে পায়। তোমাকেও আর দশজনের কাছে ছোট হ'য়ে থাকতে হবে না। এমন সময় লালা অম্বরনাথ পাণ্ডের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার; অম্বরনাথের সঙ্গে আগেও তোমার পরিচয় ছিল, তাঁর নরম পানীয় কারখানার লাইসেন্স পেতে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল। তখনই অম্বরনাথ বলেছিলেন তোমাকে, বড় কাগজের মোহ কাটিয়ে ছোট কাগজে যদি আসতে চান কখনও, আমার সঙ্গে কথা বলবেন। দিল্লীর অনেককিছু পাবেন না আমাদের ছোট শহরে, কিন্তু এমন অনেক কিছু পাবেন, যা নেই আপনাদের রাজধানীতে। তখন অম্বরনাথের কথা কানে তোলবার কারণ ছিল না তোমার। যখন কারণ হ'ল, এবং খবর পেলে অম্বরনাথ দিল্লীতে, পুরনো কথাটা তুললে তুমি নিজেই, অম্বরনাথ তৎক্ষণাৎ উৎসাহ দেখালেন, এবং বললেন, 'দু'চার বছর লাগবে আমাদের ইংরেজী দৈনিক বার করতে। তখন আপনি হিন্দী ও ইংরেজী দুটো পত্রিকারই রাজনৈতিক সংবাদদাতা হ'তে পারবেন। চান তো দিল্লীতে বসেই আমাদের কাজ করতে পারেন, আমরা এবছরই দিল্লীতে আমাদের নিজস্ব ব্যুরো খুলছি।' তুমি দিল্লী ছেড়ে অম্বরনাথের 'ছোট শহরে'ই যেতে চাইলে, বললে, 'ভারতবর্ষের সত্যিকারের পরিচয় তো কেন্দ্রে নয়, রাজ্যে; বহু বছর কেটে গেল কেন্দ্রীয় রাজনীতির সন্ধানে, এবার রাজ্য-রাজনীতি নিয়ে বাকী জীবনটা কাটাবার ইচ্ছে'; অম্বরনাথ বললেন, 'বাকী জীবন অনেক লম্বা ব্যাপার, অন্তত কয়েক বছর কাজ করুন আমাদের সঙ্গে, দেখবেন খুব একটা আপসোস হবে না।' তুমি, নন্দন চোপড়া, মনে মনে হেসেছিলে, তখন আর তোমার আপসোসের সময় নেই। হিমানী হাসপাতাল থেকে ফিরেছে ডান পায়ের অর্ধেকটা হারিয়ে; ব্রিটিশ

হাই কমিশনের বন্ধুর আঘাত গুরুতর ছিল না, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে হিমানীর খোঁজও নেয় নি সে; হিমানী পঙ্গু দেহ নিয়ে দিল্লী থাকতে চাইছে না, তুমিও পালাতে পারলে বাঁচো, অতএব, অম্বরনাথ পাণ্ডের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হ'য়ে গেল, এবং তুমি 'প্রজাতন্ত্রে'র 'বিশেষ রাজনৈতিক সংবাদদাতা' হ'য়ে এ শহরে চলে এলে, সে আজ সাত বছরের কথা।'

—সাত বছর?

—সাত বছরে, নন্দন চোপড়া, তুমি পঞ্চাশের ঘর পার হ'তে চলেছ, অর্ধেক চুল তোমার শাদা হ'য়ে গেছে, এ শহরের সাংবাদিকদের মধ্যে তুমি প্রধান, প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারী, ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট, একশো উনিশ বিঘা জমির মালিক, তোমার যা জানা নেই তা কারুর প্রয়োজন নেই জানবার, তুমি মুখ্যমন্ত্রীর স্বকীয় রাজনৈতিক উপদেষ্টা, রাজ্য-রাজনীতির অলিগলি সব তোমার নখাগ্রে। 'প্রজাতন্ত্রে' তোমার সাপ্তাহিক রাজনৈতিক সমীক্ষা, এ রাজ্যের রাজনীতির সেরা অনুশীলন হিসেবে ভারতবর্ষের সর্বত্র স্বীকৃত। কেন্দ্রের নেতারা, এমন কি প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত, এ রাজ্যের রাজনীতি সম্বন্ধে তোমার অনুশীলন জানতে চান, তাঁরা এ রাজ্যে উপনীত হ'লে তোমার ডাক পড়ে তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনার। অনেকের ধারণা, এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের সময় প্রধান মন্ত্রী তোমার কাছে রাজ্য কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতি সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট চেয়েছিলেন। দিল্লী ছেড়ে এসে, নন্দন চোপড়া, অতএব, বিশেষ আপসোসের কারণ ঘটে নি তোমার।

—না, নালিশ করবার মতো কিছু নেই। কেবল হিমানী···

—হিমানীকেও তুমি ফেরৎ পেয়েছ।

—হিমানীর ধ্বংসাবশেষ।

—কুশল, কেয়া। তোমার ছেলে, মেয়ে।

—আমি ওদের চিনি না। ওরা হিমানীর।

—তুমি সময় দাও নি ওদের। তাই ওরা দূরে।

—তা নয়, তা নয়। হিমানী আসতে দেয় নি ওদের আমার কাছে। হিমানী তার পঙ্গু জীবনকে ভরতে চেয়েছে কুশল ও কেয়াকে দিয়ে। অসম্ভব স্বার্থপরতায়।

—ভয়। ভয় করে হিমানী তোমাকে।

—আমিও হিমানীকে।

—হিমানীর ভয়, তুমি নিজের জীবনটাকে যেমন সার্থকতার বিষে জর্জর করেছ, নিজে গলতে গলতে হিমানীকেও গলতে বাধ্য করেছ, তেমনি কুশল-কেয়াকেও ভেজাল মানুষ ক'রে তুলবে, তারাও ঘুরে বেড়াবে ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের চতুর্দিকে, যেমন তুমি ঘুরে বেড়িয়েছ আঠার বছর।

—ঘুরে বেড়িয়েছি আমি ক্ষমতাশীলের পেছনে? কেবল ক্ষমতাশীলের পেছনে আঠার বছর? বেড়িয়েইছি তো! সংবাদ জন্ম নেয় ক্ষমতার উত্তাপে, সাংবাদিক মানেই ক্ষমতাশীলের ছায়া-নুসরণ। এ দেশ শাসন করছে কারা? কাদের হাতে ক্ষমতা? কাদের ক্ষমতা সত্যিকারের সার্বভৌম? জনসাধারণের? যারা পাঁচ বছর অন্তর একদিন ব্যালট বাক্সে ভোট নিক্ষেপ করে? তারা রাজনীতির কি বোঝে? প্রজাতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র: এসব বুলির কতোটুকু বোঝে তারা? তারা ভোট দেয় জমিদার জোতদারের নির্দেশে, এখনও, হয়তো তাই দিয়ে চলবে চিরকাল, অন্তত আরও বহুদিন। এদেশ শাসন করছে কংগ্রেস, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা শিল্পপতি-ভূমিপতির হাতে, তাদের সঙ্গে মিতালী ক'রে কংগ্রেসের রাজত্ব। এই সত্যকে সাজিয়ে গুছিয়ে সমাজতন্ত্রের, গণ-শাসনের কথা-কাহিনীতে রূপায়িত করা হচ্ছে প্রতিদিন, এই রূপায়ণে প্রধান ভূমিকা সংবাদপত্রের, সাংবাদিকের। এ রাজ্যের দিকেই দেখ না তাকিয়ে। শিল্প বলতে বিশেষ কিছু নেই, এখানে ভূমিপতিদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ, ভূমিপতি আর জোতদারের হাতে আসল ক্ষমতা,

মুখ্যমন্ত্রী কেদারনাথ শর্মা তাদের লোক, বিধান সভার সদস্যদের মধ্যে শতকরা নব্বুইজন ভূমিপতি, এই হ'ল এ রাজ্যে ক্ষমতার আসল চেহারা। এ চেহারার মন্থর পরিবর্তন হ'চ্ছে অম্বরনাথ পাণ্ডের মত কতিপয় উদ্যোগী পুরুষের শিল্পপ্রতিষ্ঠার নতুন সংকল্পে; কিন্তু বহুদিন, আরও অনেকদিন, এ-রাজ্যের ক্ষমতা থাকবে ভূমিপতিদের হাতে। এ রাজ্যের রাজনীতি, অতএব ভূস্বামীদের অন্তঃকলহের অন্তঃস্বার্থ-বিরোধের রাজনীতি, পতিত অঞ্চলের সঙ্গে অগ্রসর অঞ্চলের সংঘাত-বিরোধের রাজনীতি। অথচ এ সংঘাত-সংঘর্ষের ছায়ামাত্র পড়ে না আমাদের সংবাদপত্রে, পড়বার প্রয়োজন নেই, হয় নি এখনও, এ সংঘাত-লড়াই চলে রাজনীতির নেপথ্যে, জনচক্ষুর আড়ালে। সংবাদ-পত্র, এবং আমরা সাংবাদিকরা, দশরকম কথা-কাহিনীতে পাঠকদের মন ভুলাই—এই হ'ল আমাদের প্রকৃত ভূমিকা, এ ভূমিকায় আমরা স্নাতকোত্তর। শাসককুলের সঙ্গে সহযোগিতায় সংবাদপত্র রাজনীতির এক ব্যাপক অলীক বাজার খুলে বসেছে, প্রতিদিনের বেচাকেনায় মানুষ ব্যস্ত, নেপথ্যে যা ঘটছে, সেই অলিখিত ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই, প্রয়োজন নেই। শত্রু পাকিস্তান আছে, বিশ্বাসঘাতক দুষমন চীন, হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহাসিক বিরোধ আছে, আছে অগোপন হিন্দু জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান উচ্চাশা; ভাষার লড়াই আছে, প্রাদেশিকতা আছে, বিরোধের অভাব এ বিরাট বিচিত্র দেশে? এ সব বিরোধের কুজ্ঝটিকা দিয়ে জনমানস ঢেকে রেখে ক্ষমতার আসল লড়াই চলে রাজনীতির নেপথ্যে, সংবাদপত্র সেখানে প্রবেশ করতে নারাজ। অতএব সাংবাদিকতা মানে বক্তৃতা-ভাষণ, সরকারী আশ্বাস-সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি, নীতি ও আদর্শের। হিমানী চেয়েছিল এর ব্যতিক্রম, চেয়েছিল আমি অন্যায়, অবিচার, গোপন স্বার্থসিদ্ধির মুখোশ খুলব, হব জনস্বার্থের সতর্ক প্রহরী। হিমানী জানে না সংবাদপত্রের সে ভূমিকা নয় ভারতীয় গণতন্ত্রে, নয় সে ভূমিকা সাংবাদিকের, কেননা এ সমাজে আমরা সবাই সবসময় অন্যায়

করছি এবং অবিচার, এবং মেনে নিচ্ছি অন্যায় ও অবিচার, এবং গুছিয়ে নিচ্ছি গোপনে আমাদের ব্যক্তিগত ও যৌথ স্বার্থ, এই হ'ল এ দেশের নিয়ম, এখানে অন্য নিয়ম অচল। হিমানী জানে না, আমি জানি। আমি জানি আজ, এই মুহূর্তে কি ঘটছে এ রাজ্যের রাজনীতির কোন নেপথ্যে, কেন ঘটছে, কি ভাবে। হিমানী ভাবছে কুশল আর কেয়াকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে রেখে অন্য-মানুষ তৈরী করবে। হিমানী সারাটা জীবন অলীক আদর্শের পেছনে ছুটল, শেষ পর্যন্ত খোয়ালো একখানা পায়ের অর্ধেক, এবং এখন হিমানী দেহে-মনে পঙ্গু, আমি আস্ত, নিরেট, আমি পঙ্গু নই, না মনে, না দেহে, পঙ্গু হিমানী।

প্রেস ক্লাবে শেষ অপরাহ্নে কেউ বিশেষ আসে না, সাংবাদিকরা অনেকে আসে লাঞ্চের সময়, আবার আসে সন্ধ্যায়, ভিড় জমে সন্ধ্যা থেকে, চলে রাত দশটা পর্যন্ত। নন্দন চোপড়া প্রেস ক্লাবে এসেছিল ছটো বাজবার দশ মিনিট পরে, দু-চারজন সাংবাদিক ও তাদের বন্ধু তখনও লেগে রয়েছিল, আড়াইটা বাজতে তারা কেটে পড়ল। নন্দন চোপড়া এক কোণে ব'সে বীয়র চাইল, এক বোতল বীয়র শেষ ক'রেও তৃষ্ণা মিটল না, চাইল দ্বিতীয় বোতল, এবং তৃতীয়, পান করতে করতে নিজের সঙ্গে বাক্যালাপ করল অনেক, অনেক, অনেক, একমাত্র নিজের সঙ্গেই তবু এখনও কথাবার্তা বলা যায়, বলতে বলতে নন্দন চোপড়া টের পেল বীয়র বেশ একটু নেশা ধরিয়েছে, মনটা হালকা হ'য়ে আসছে, এবং টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কমলাপতি নিগম।

'আরে, বাঃ বাঃ, নিগম সা'ব যে! প্রেস ক্লাবে? এ সময়?'

'আপনাকে সকাল থেকে ধরবার চেষ্টা করছি। বিলকুল ফেরার। শেষ পর্যন্ত মনে হ'ল প্রেস ক্লাবে হয়ত খোঁজ মিলবে।'

'এই অধমের প্রতি এমন মনোযোগের কারণ, নিগম সা'ব ?'

'নন্দন চোপড়া যদি অধম হয়, উত্তম এ রাজ্যে কে ?'

'কেন ? কমলাপতি নিগম। অম্বরনাথ পাণ্ডে। কেদারনাথ শর্মা। আরও বলব ?'

'কমলাপতি নিগম নয়। সে-ও জানে, আপনিও জানেন।'

'আমি কি জানি-না-জানি সে কথা থাক। বসুন। বীয়র খান। মাত্র তো আড়াইটে। অম্বরনাথ তো এখন মাতৃসকাশে। তারপর যাবেন ধর্মপত্নীর কাছে। তারপর কোনও এক মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে।'

'আপনি কি ক'রে জানলেন পাণ্ডেজীর সারাদিনের এনগেজমেণ্ট ?'

'সাংবাদিক। জানাই আমার কাজ। যা জানি তার সামান্যই লিখি। তাও সাজিয়ে গুজিয়ে। যা জানি তার সবটা লিখলে এ রাজ্যে কুরুক্ষেত্র বাধবে। অবশ্য, লিখবার উপায়ও নেই। 'প্রজাতন্ত্র' লিখতে দেবে না। দেবে না অন্য কোনও সংবাদপত্র।'

'সে জন্যেই তো নন্দন চোপড়ার ডাক পড়ে প্রধান মন্ত্রীর খাস কামরায়।'

'নো কমেণ্ট।'

বীয়র এল। কমলাপতি গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল :

'আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।'

'হুকুম করুন। বান্দা তৈরী।'

'দু-একটা বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাই। একান্ত নিজস্ব বিষয়ে। 'প্রজাতন্ত্রে'র সঙ্গে অথবা পাণ্ডেজীর সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।'

'বুঝেছি। কনফিডেন্সিয়েল। প্রসঙ্গ উত্থাপন করুন। নন্দন চোপড়া বহু লোকের কনফিডেন্স সর্বদা ব'য়ে বেড়ায়। এই যে মনটা দেখছেন ! এর মধ্যে শ'তিনেক লকার আছে। এক একটি লকারে এক এক ব্যক্তির কনফিডেন্স লুকানো।'

'খালি আছে দু-একটা এখনও ?'

'আছে বৈকি? পুরনো কনফিডেন্স, যার আর বাজার-দর নেই, বর্জন করা হ'য়ে থাকে। খালি লকার না হ'লে চলে? নিশ্চিত হ'য়ে প্রসঙ্গ উত্থাপন করুন।'

'কেদারনাথ শর্মার মুখ্যমন্ত্রীত্ব পাকাপোক্ত, না নড়বড়ে?'

নন্দন চোপড়া প্রশ্ন শুনে শিষ দিয়ে উঠল। এটা সে অম্বরনাথের কাছে লিখেছে। বীয়রের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিল।

'প্রশ্নটা হ'ল: কেদারনাথ শর্মা ক'বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন? তাই না?'

'তাই।'

'নিগম সা'ব, আমি তো জ্যোতিষ নই!'

'আপনি মহাজ্যোতিষ। লোকে বলে, কেদারনাথ শর্মাকে মুখ্যমন্ত্রী করার আগে প্রধান মন্ত্রী আপনার পরামর্শ নিয়েছিলেন।'

'লোকে তো কতকিছু বলে। যেমন ধরুন, লোকে বলে আপনি কেদারনাথ শর্মার মেয়েকে বিবাহের কথা ভাবছেন। লোকে বলে, অম্বরনাথ পাণ্ডের একটি কুমারী বান্ধবী আছে। দুটোর একটাও সত্যি নয়। অন্তত দ্বিতীয়টা তো নয়ই।'

কমলাপতি নিগম মনে মনে নন্দন চোপড়াকে চোস্ত খিস্তি উচ্চারণ ক'রে গাল দিল। বলল, 'প্রধান মন্ত্রীর ব্যাপারটা না হয় থাক। এ রাজ্যের রাজনীতির সবকিছু আপনার জানা। আপনার কাছে শুনতে চাই কেদারনাথ শর্মার মুখ্যমন্ত্রীত্ব পাকা কি না।'

'কেদার শর্মার দুর্বলতাই আসল বল। যতদিন দুর্বল থাকবেন, ততদিন মুখ্যমন্ত্রীত্ব থাকবে।

'বুঝলাম না।'

'এ রাজ্যের কংগ্রেসে মহারথী কেউ নেই। কয়েকজন রথী অতিরথ আছেন। তাদের তিনজনের মধ্যে নেতৃত্বের লড়াই। কেদারনাথ এ তিনজনের একজন নন। সে জন্যেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী। এবং বাকী দু'জনের গ্রাহ্য। কেদারনাথ যদি তাঁর তৃতীয়স্থান রক্ষা

ক'রে চলতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের প্রাধান্যের পথ আটকে রাখতে পারেন, তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্ব অটুট থাকবে।'

'পারবেন?'

'যতদূর জানি, কেদার শর্মা খুব বোকা লোক নন।'

'চোপড়া সা'ব, আপনি কিন্তু আমাকে খুব একটা সাহায্য করছেন না।'

'যতটা পারছি, করছি। আপনিও মন খুলে আমার সঙ্গে কথা বলছেন না।'

'আমার প্রশ্নটা কি দুর্বোধ্য ছিল?'

'প্রশ্ন তো নয়, প্রশ্নের কারণ। হয়তো তাও আমার কাছে দুর্বোধ্য নয়। যাক গে, যা বলবার সাফ্ই বলে দিই, কি বলেন?'

'আপনার কাছে তো সে আশাই করছি।'

'আপনার সমস্যা, মনে হচ্চে, কেদারনাথের কন্যা। তাকে বিয়ে ক'রে বসলেন, আর ঠুস ক'রে কেদারনাথের গদি উলটে গেল, কেদারনাথ শর্মা পুনর্মূষিক হ'য়ে গেল, এ আপনার কাম্য নয়। আপনি চান, শ্বশুর মুখ্যমন্ত্রীত্বে বহাল থাকুক আরও চার বছর, এবং পরবর্তী নির্বাচনের পরেও দলপতি নির্বাচিত হোন। অ্যাম আই রাইট?'

'নো কমেণ্ট।'

'ফেয়ার এনাফ্। এখন আমার রায় শুনুন। রাজ্য রাজনীতির বর্তমান অবস্থায় কেদার শর্মার মুখ্যমন্ত্রীত্ব নিরঙ্কুশ।'

'অবস্থার পরিবর্তন হ'তে পারে?'

'অবস্থা সব সময় বদলাচ্ছে। কোনও কিছুই স্থির থাকে না, আপনি বিলক্ষণ জানেন। রাজনীতির ভারসাম্যেও সর্বদা পরিবর্তনের চাপ পড়ছে। আমার অবশ্য মনে হয় না ভারসাম্য দু'তিন বছরে এমন গুরুতর বদলাবে যে কেদার শর্মার গদি ছাড়া বাধ্যতামূলক হ'য়ে দাঁড়াবে। এর চেয়ে বেশি কিছু বলা আমার সাধ্যের বাইরে।'

'ধন্যবাদ।'

'আর একটা কথা। কেদার শর্মার উচিত হবে সতর্কতার সঙ্গে পা বাড়ানো। নতুন শিল্পপতি অম্বরনাথ পাণ্ডের সঙ্গে মিতালিটা রয়ে স'য়ে করলে ভাল হবে।'

'এ বিষয়ে অবশ্য আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন।'

'নিগম সা'ব, আপনাতে আমাতে পেশাগত প্রতিযোগিতা নেই। কেদারনাথের মুখ্যমন্ত্রীত্বে আপনার স্বার্থ, আমার নয়। অন্য কেউ মুখ্যমন্ত্রী হ'লেও নন্দন চোপড়াকে ছাড়া তাঁর চলবে না।'

'একেবারে ঠিক কথা।'

'অতএব, যে পরামর্শ আপনাকে দিলাম কেদার শর্মার জন্যে, সেটা তাঁকে পৌঁছে দিলে তাঁর এবং আপনার শুভ হবে।'

'মুখ্যমন্ত্রীজীকে পরামর্শ দেবার ম ত ঘনিষ্ঠতা আমার নেই।'

'তা তো আমার জানা ছিল না। অথচ আপনারা বলেন নন্দন চোপড়া জানে না এমন কিছু নেই।'

'অনুগ্রহ ক'রে মনে রাখবেন আমাদের বাক্যালাপ কনফিডেন্সিয়েল।'

'নিশ্চয়। আমি আপনার তারিফ করি, নিগম সা'ব। বিয়ে করার আগে অনেক অঙ্ক কষে নিলে পস্তাতে হয় না। আমি কেবল মহব্বতের খাতিরে বিয়ে করেছিলাম। দারুণ পস্তাচ্ছি। আপনি কন্যার পিতার চাকরী স্থায়ী কিনা তারও পাকা খোঁজখবর করছেন। আপনি পস্তাবেন না। তা ছাড়া তিলোত্তমা বেশ ভালো মেয়ে। একটু হাবাগোবা, কিন্তু খুব নরম স্বভাব।'

কমলাপতির কান গরম হ'য়ে উঠল, মনে মনে আবার গালি দিল নন্দন চোপড়াকে। প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে বলল, 'দপ্তরে এত বড় একটা ঘটনা ঘটল, আপনি কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না?'

'বড় ঘটনা? কোন ঘটনা? কি ঘটনা ঘটল যা আপনি জানেন আর আমি জানি নে?'

'কেন? 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদকীয় নীতির পরিবর্তন?'

হেসে উঠল নন্দন চোপড়া।

'এই ঘটনা! 'প্রজাতন্ত্র' সমাজবাদ ত্যাগ ও ধর্মতন্ত্র গ্রহণ করল '।

'এটা ঘটনা নয়?'

'আমার কাছে নয়।'

'কেন?'

'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদকীয় নীতি কোনও ঘটনা নয়। তাছাড়া, সমাজতন্ত্র কোথায় দেখছেন ভারতবর্ষে? 'প্রজাতন্ত্র' অম্বরনাথ পাণ্ডের পারিবারিক সম্পত্তি। কৃষ্ণনারায়ণ ফিতে দিয়ে রোজ বিজ্ঞাপন মাপতেন। পঁচিশ কলম হ'লে মুখের হাজার চামড়া-ভাঁজে হাসি চিকচিক করত। পনের কলম হ'লে মেজাজ ঘেয়ো কুকুর। সেসব দিন এখন আর নেই। একদিকে গভর্নমেন্ট অন্য দিকে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজ্ঞাপনের অভাব নেই এখন। কৃষ্ণনারায়ণের হাতে যা ছিল পারিবারিক কুটিরশিল্প, অম্বরনাথের হাতে তা এখন হ'তে চলেছে বৃহৎ শিল্প। এক পরিবার ছেড়ে অম্বরনাথ অন্য পরিবারে পা বাড়িয়েছেন। শিল্পপতিদের ক্ষমতাশীল পরিবার। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক।'

'শুনেছি কৃষ্ণনারায়ণের ইচ্ছে ছিল 'প্রজাতন্ত্র'কে কর্মীদের নিয়ে তৈরী একটি ট্রাস্টের হাতে তুলে দেবার।'

'অমন একটা কাহিনী বহুদিন চালু ছিল।'

'কাহিনী? সত্য নয়?'

'কাহিনী কি অসত্য? কৃষ্ণনারায়ণ ঐ কাহিনীকে বাঁচিয়ে রেখে-ছিলেন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত।'

'ওটা তাঁর সত্যিকারের ইচ্ছে ছিল না?'

''প্রজাতন্ত্র' তিনটি মানুষের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। দুই বন্ধু, এক বন্ধু পত্নী। এক বন্ধুর মৃত্যু হ'ল। তখন অন্য বন্ধু এবং মৃত বন্ধুর স্ত্রী একসঙ্গে পত্রিকার দায়িত্ব নিলেন। 'প্রজাতন্ত্রে'র পেছনে যে মস্তিষ্ক সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে তা দুই পুরুষ বন্ধুর নয়। গঙ্গাবাঈ, একথাটা এখন আর গোপন নেই। সবাই জানে, আপনিও।'

'শুনেছি গঙ্গাবাঈ-এর সঙ্গে কৃষ্ণনারায়ণের ঘনিষ্ঠতা ছিল।'

'এটাও এখন সবার জানা। গঙ্গাবাঈ অসাধারণ রমণী। পশ্চিমে জন্মালে তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ত। এদেশে জন্মাবার জন্যেই সারাজীবন তাঁকে লুকিয়ে থাকতে হ'ল। দুটি পুরুষকে ভালোবাসা এদেশে বিবাহিত নারীর পক্ষে বেআইনী। বিদেশে হ'লে গঙ্গাবাঈ কৃষ্ণনারায়ণকে বিবাহ করতে পারতেন স্বামীর মৃত্যুর পর।'

'এদেশেও তা অসম্ভব হ'ত না।'

'কৃষ্ণনারায়ণের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। গঙ্গাবাঈকে বিবাহ ক'রে তিনি 'প্রজাতন্ত্র' চালাতে পারতেন না। এদেশে আমরা নেতৃস্থানীয় মানুষদের ইমেজকে বড় ক'রে দেখি। তাঁরা সবাই অসাধারণ! তাঁদের সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখলে আমাদের মন ভরে না।'

'একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করছি এখানে আসার পর থেকে। অম্বরনাথ গঙ্গাবাঈকে ভীষণ মানেন। তাঁর অনুমোদন ছাড়া কোনও বড় কাজে লাগেন না।'

'অনেক কিছুর মত, এ বিষয়েও, নিগম সা'ব, আপনার লক্ষ্য নির্ভুল। কৃষ্ণনারায়ণের উইল 'প্রজাতন্ত্র পাবলিকেশন্স্'এর চাবি-কাঠি গঙ্গাবাঈ-এর হাতে তুলে দিয়েছে। অম্বরনাথ গঙ্গাবাঈ-এর অনুমোদন না পেলে কিছুই করতে পারেন না।'

'তাছাড়া, মাকে খুব মানেন অম্বরনাথ।'

'নিগম সা'ব, আপনি গঙ্গাবাঈকে জানেন?'

'একবার ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা হ'য়েছিল।'

'সেটা গঙ্গাবাঈ-এর আপনাকে চিনে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, আপনার গঙ্গাবাঈকে জানার জন্যে একেবারেই যথেষ্ট নয়।'

কমলাপতি নিগম আবার গাল পাড়ল মনে মনে। বলল, 'একটা ব্যাপার আমার কাছে রহস্যময়। এ প্রতিষ্ঠানে প্রদীপ সকসেনার ভূমিকা কি?'

'জানেন না? প্রদীপ সকসেনা 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক।'

'খবরটার জন্যে ধন্যবাদ। অন্য কোনও ভূমিকা নেই প্রদীপ সকসেনার?'

'এক ভূমিকাতেই গলদঘর্ম প্রদীপ সকসেনা!'

'লোকটিকে দেখতে যেমন সরল সুবোধ, আসলে তা মোটেই নয়।'

'তাই নাকি? আমি আজ পর্যন্ত দু'চোখ পুরো মেলে প্রদীপ সকসেনাকে দেখিনি। আপনি নিশ্চয় ওকে ভালো ক'রে জানেন?'

'তা নয়। আমার যা মনে হয় তাই বলছিলাম।'

'খুব বোকা লোক হ'লে 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদনা এতো বছর ধ'রে ক'রে যাওয়া সম্ভব হ'ত না।'

কমলাপতি নিগম বীয়র গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, 'শুনেছি প্রদীপ সকসেনা পাণ্ডে পরিবারের গোপনীয় অনেক কিছু জানত, এবং সে জন্যেই তাকে কৃষ্ণনারায়ণ 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক করেছিলেন।

নন্দন চোপড়া দু'চোখ দিয়ে পুরাপুরি কমলাপতির চোখে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

বীয়র গ্লাসটা ঠক ক'রে টেবিলে রেখে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

'তাই নাকি, নিগম সা'ব? আমাকে এখুনি বেরুতে হচ্ছে। তা আপনাকে ঐ যা বললাম। কেদার শর্মার গদি বর্তমানে পোক্ত। তিলোত্তমা মেয়েটি, একটু হাবাবোবা হ'লেও, বড় শান্ত, খুব নরম। আচ্ছা দেখা হবে আবার।'

প্রেস ক্লাব থেকে বেরিয়ে নন্দন চোপড়া দশ বছরের পুরাতন ফিয়াট গাড়িতে স্টার্ট দিল। রাজ্য রাজনীতিতে বিশেষ কিছু নতুন ঘটনা নেই, তবু অল্প একটা রিপোর্ট লিখতেই হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সরযুপ্রসাদ যাদব ব'লেছিলেন দেখা করতে। মন্ত্রীসভায় কেদারনাথ শর্মার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সরযুপ্রসাদ। তাঁর কাছে গেলে রিপোর্ট

লিখবার মত 'স্টরী' নাও মিলতে পারে, কেদার শর্মার বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে নতুন তথ্য পাওয়া যাবে নিশ্চয়। রাজ্য রাজনীতিতে নতুন এক খেলা শুরু হয়েছে। কেদার শর্মা রাজ্যে শিল্পগঠনের পথ তৈরী করতে চাইছেন। অন্যান্য রাজ্য থেকে শিল্পপতিদের ডেকে আনছেন কলকারখানা স্থাপনের জন্যে; অম্বরনাথ পাণ্ডের মত স্থানীয় উদ্যোগী-দের উৎসাহ ও সাহায্য করছেন। কেদারনাথ শর্মার বিশ্বাস এ রাজ্যে ভূমিপতিদের ক্ষমতা হ্রাসের একমাত্র উপায় এক বলিষ্ঠ শিল্প-স্বার্থের সৃষ্টি। ক্যাপিটালিস্ট স্বার্থ একবার দানা বাঁধলে ঐ রাজ্যের রাজনীতি জাতীয় রাজনীতির প্রধান স্রোতধারার সঙ্গে মিশে যাবে, প্রাদেশিক উপদলপতিদের কব্জা থেকে মুক্তি পাবে। প্রাদেশিক স্বার্থ আসলে ভূমিপতিদের স্বার্থ, এদের অন্যতম প্রধান নেতা, কেদারনাথ শর্মা হাত মিলিয়েছেন পেছিয়ে থাকা জিলাগুলির ভূস্বামীদের সঙ্গে, তাঁর মুখ্য স্লোগান, তাই, ব্যাকওয়ার্ড অঞ্চলগুলিকে উন্নততর উন্নতির পথে নিয়ে আসা। কেদারনাথ শর্মা পেছিয়ে-থাকা জিলাগুলির ভূস্বামী এবং নতুন উঠে আসা প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ, এই দুই ঘোড়ায় চ'ড়ে মুখ্যমন্ত্রীত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। সরযূপ্রসাদ যাদব বুঝতে পেরেছেন কেদারনাথ শর্মার রাজনৈতিক নেতৃত্ব-কৌশল। তিনি উঠে প'ড়ে লেগেছেন অগ্রসর জিলার ভূস্বামীদের একত্র ক'রে একটি রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টির খেলায়। এ খেলা ঠিক এখনও শুরু হয় নি, মাত্র উদ্যোগ পর্ব চলছে, নন্দন চোপড়ার উদ্যোগ পর্বে কার কি ভূমিকা জানতে বাকী নেই, 'প্রজাতন্ত্রে'র পৃষ্ঠায় সে এখনও এ নিয়ে কিছু লেখে নি, প্রতিদ্বন্দ্বীদের সতর্ক ক'রে দেওয়া তার ইচ্ছে নয়, বরং সাংবাদিকের স্বভাবসুলভ ইচ্ছা, সংকট ঘন হ'য়ে উঠুক, ঘটনা বড় কিছু ঘটুক, এ রাজ্যের সংবাদ দেশের সকল সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রধান শিরোনামা পাক।

সরযূপ্রসাদ যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার শেষ ক'রে নন্দন চোপড়া

'প্রজাতন্ত্র' ভবনে ফিরে এল। লিফ্‌টের সামনে দেখতে পেল মেহের সিং ও চার জন প্রেস কর্মীকে।

'কি মেহের সিং সা'ব? আপনারা নাকি টুল-ডাউন করছেন?'

'না তো! ইউনিয়ন প্রতিবাদ জানিয়েছে অবশ্য।'

'প্রতিবাদ? কার কাছে? কিসের বিরুদ্ধে?

'প্রজাতন্ত্র'কে রাতারাতি পুঁজিবাদীদের মুখপত্রে পরিণত ক'রে দিল মালিকরা। ইউনিয়ন প্রতিবাদ করবে না?'

'নিশ্চয় করবে। কিন্তু কাজ হবে? হয়েছে?'

'কাজ না হ'লে আর কিছু করতে হবে!'

'কি? টুল-ডাউন? স্ট্রাইক?'

'সেকথা সময় মত ইউনিয়ন ভাববে।'

'সময় এখনও আসেনি তো! নিশ্চিত হলাম।'

'আরে চোপড়াজী, আপনাদের কথা থাক। আপনারা সব সময়েই নিশ্চিত। প্রতিবাদ বলুন, আর কিছু বলুন, করতে হ'লে করব আমরাই। আপনাদের ভদ্রলোকদের কি আসে যায়? একটা মানুষও তো এক চুল ন'ড়ে বসল না। সকসেনা সা'ব একই কলম দিয়ে দিব্যি পুঁজিবাদীদের গুণকীর্তন শুরু করেছেন।'

'আলবৎ, মেহের সিং। যদি কিছু করে কেউ তবে আপনারাই করবেন। তা, ন'টার সময় জেনারেল ম্যানেজার কি বলেন শুনে নিন। তারপরে তো কর্মপন্থা!'

'জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তা আমাদের হ'য়ে গেছে, বাবুজী।'

'হয়ে গেছে? আবার হবে! কথাবার্তার কি শেষ আছে? দেখুন রাত ন'টায় কি হয়!'

'আপনি কি সব বাজে বকছেন চোপড়া-সাব?'

'কিছু না, কিছু না,' লিফ্‌টে চড়তে চড়তে নন্দন চোপড়া বলল, 'গুড লাক, মেহের সিং।'

নিজের কিউবিকেলে গিয়ে নন্দন চোপড়া টাইপরাইটার নিয়ে রিপোর্ট লিখতে ব'সে গেল। আজ কিছু বড় খবর নেই, তাই খবরের অভাব মেটাতে হ'ল শব্দের উদার ব্যঞ্জনায়। ঘণ্টাখানেক পরে রিপোর্ট নিয়ে হাজির হ'ল প্রদীপ সকসেনার ঘরে।

প্রদীপ সকসেনা তখন আগামী কালের সম্পাদকীয় এবং বিশেষ প্রবন্ধ অনুমোদন ক'রে ফেলেছেন। বার্তা-সম্পাদক ললিতপ্রসাদ এসেছেন ডাক সংস্করণের প্রথম পৃষ্ঠা সম্পাদককে দেখিয়ে নিতে।

নন্দন চোপড়াকে প্রদীপ সকসেনা বললেন, 'পাঁচ মিনিট। বসুন।'

মিনিট তিনেক পরে ললিতপ্রসাদ প্রস্থান করলেন।

নন্দন চোপড়া স্বলিখিত রিপোর্ট এগিয়ে দিল সকসেনার কাছে। বলল, 'খাস কিছু নেই।'

রিপোর্ট প'ড়ে সকসেনা বলল, 'পাণ্ডেজীকে দেখাবার দরকার আছে?'

'সম্পাদক আপনি, আমি নই। আমি কাউকে দেখিয়ে রিপোর্ট লিখি না।'

প্রদীপ সকসেনা রোষ চাপলেন। বলতে ইচ্ছে হ'ল, তুমি কি করো না করো আমার অজানা নেই। বললেন, 'বিষয়টা একটু ডেলিকেট না?'

'সেটা সম্পাদকীয় বিচার। কে প্রকৃত সম্পাদক আমার জানা নেই। আপনি না পাণ্ডেজী। একজন নিশ্চয়।'

'আমার মনে হয় পাণ্ডেজীর রিপোর্টটা দেখা দরকার। তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনার মর্জি।'

'আর কিছু আছে?'

'এখন তো নেই। রাত্রে নতুন কিছু ঘটবে ব'লে মনে হয় না।'

'আপনি হিম্মৎলালের সভায় যাচ্ছেন?'

'বক্তৃতা রিপোর্ট করা বিশ বছর ছেড়ে দিয়েছি।'

'রিপোর্টের জন্যে নয়। যাচ্ছেন না কি?'

'না।'

'হিম্মৎলালের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছে আপনার?'

'না।'

'তা হ'লে আপনার রিপোর্ট যে বলছে হিম্মৎলাল—'

'সকসেনাজী, সাংবাদিক হিসেবে আপনি নিশ্চয় জানেন আমরা খবরের সূত্র গোপন রাখা দরকার হ'লে রেখে থাকি। রিপোর্টের সত্যতার পূর্ণ দায়িত্ব আমার। খবর কোথা থেকে কি ক'রে পেয়েছি তাতে আপনার প্রয়োজন নেই।'

'পাণ্ডেজী প্রশ্ন করলে কি বলবো?'

'ঐ যা বললাম। সত্যতার দায়িত্ব আমার। সূত্র গোপনীয়।'

নিজের ঘরে ফিরে এসে নন্দন চোপড়া ঘড়িতে দেখল পাঁচটা বেজে সতের মিনিট হ'য়ে গেছে। একবার ইচ্ছে হ'ল সহকারী সম্পাদকদের সঙ্গে গিয়ে বসতে, পরক্ষণেই অনুভব করল জিভে তীব্র বিস্বাদ। তার চেয়ে বাড়ি ফেরবার পথে আর একবার প্রেস ক্লাব হ'য়ে গেলে হয়। তৃষ্ণা পেয়েছে। একটু হুইস্কি ছাড়া এ তৃষ্ণা মিটবে না।

উঠতে যাবে এমন সময় টেলিফোন বাজল। রিসিভর তুলে 'হ্যালো' ব'লে এক মিনিট শুনল। বলল, 'আমি এক্ষুনি আসছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে।'

গঙ্গাবাঈ বললেন, 'তোমার কাজের ক্ষতি হ'ল না তো?'

নন্দন চোপড়া বলল, 'আমার কাজের ক্ষতি মানে 'প্রজাতন্ত্রে'র ক্ষতি। 'প্রজাতন্ত্রে'র মালিক বুঝবেন কোন কাজ আগে।' একটু থেমে, 'দিনের কাজ শেষ ক'রে বাড়ি যাচ্ছিলাম, আপনার ফোন এল।'

'এত তাড়াতাড়ি ? হিমানী ভালো আছে তো ?'

'হিমানীর ভালো থাকার অভ্যেস নেই।'

'নতুন কিছু অসুখ-বিসুখ করে নি তো ?'

'নতুন অসুখের চিকিৎসা আছে। পুরাতন ব্যাধির ইলাজ নেই।'

'তুমি হিমানীর প্রতি বড় বেশি কঠিন।'

'হিমানীও আমার প্রতি খুব একটা নরম নয়।'

'হিমানী আজ যা, তার প্রধান কারণ তুমি।'

'হিমানীর সৌভাগ্য, তার পতনের একটা সহজ-সনাক্ত কারণ আছে। আমি আজ যা, তার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া অত সহজ নয়।'

'নন্দন, তুমি নিজেকে যতোটা খারাপ ভাবো ততোটা তুমি নও। তোমার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। তার প্রমাণ আমি পেয়েছি।'

'হিমানীকে একথাটা বলে দেখবেন।'

'হিমানীর ব্যাপারটা তুমি বুঝবে না। তোমরা পুরুষরা অনেক বিষয়ে অন্ধ, অথবা স্বল্পদৃষ্টি। হিমানীর সমস্যাটা আমি বুঝতে পারি।'

নন্দন চোপড়া প্রসঙ্গ বদলাল, 'তলব করেছেন কেন ? হুকুম করুন।'

গঙ্গাবাঈ আগেই চা জলখাবারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। চাকর চা-খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল।

নন্দন বলল, 'চা-ই খাবো শুধু। আর কিছু নয়।'

গঙ্গাবাঈ বললেন, 'অম্বরনাথের জন্যে নিজের হাতে ছানার জিলিপি করেছিলাম। একটু খেয়ে দেখ।'

'এ শরীর নিয়ে আপনি—'

'শরীরের মেয়াদ শেষ হয়েছে। যে ক'দিন আছে, যা পারে ক'রে যাক কি বলো ?'

'জিলিপিটা চমৎকার।'

'অম্বরনাথও তাই বলেছিল। আর একখানা খাবে?'

'না। রাত্রে তা হ'লে খেতে পারবো না একেবারে।'

'তা হ'লে থাক। এবার কাজের কথা বলি। অম্বরনাথকে বলা হ'য়েছে।'

'আপনি বললেন?'

'না। বৌমা বলেছে। আপিসে গিয়েই ফোন করেছিল। 'তুমি নিজে কেন বললে না, মা, আমাকে? কেন তোমার এমন ব্যাধি হ'ল? কি করবো তোমাকে নিয়ে আমি এখন?'

'ভালোবাসেন আপনাকে খুব।'

গঙ্গাবাঈ দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বললেন, 'নন্দন, অম্বরনাথকে নিয়ে আমার বড় ভয়-ভাবনা।'

'ক'দিন আর ভয়-ভাবনা করবেন, মাতাজী? এবার ছেড়ে দিন।'

'অম্বরনাথ ঠিক স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কাউকে নির্ভর না ক'রে সে চলতে পারে না। আমার অবর্তমানে অবাঞ্ছনীয় লোকেদের প্রভাবে পড়লে অম্বরনাথের সর্বনাশ হবে।'

'গত ক'বছরে অম্বরনাথ কিন্তু যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ও উদ্যোগের পরিচয় দিয়েছেন। আপনার ভয় অহেতুক হ'তে পারে।'

'হ'লেই মঙ্গল। অনেকগুলি ঝুঁকি একসঙ্গে হাতে নিয়েছে। বছর পাঁচেক বেঁচে থাকলে আমি অম্বরনাথকে পার ক'রে দিতে পারতাম। পাঁচ মাসও আর বাঁচবো কি না সন্দেহ। ভয়টা, তাই, একটু বেশিই হ'চ্ছে।'

'আপনাকে ছাড়া একদিন তো ওঁকে চলতেই হবে।'

'তা তো হবেই। হয়তো আমি আমার নিজের ভূমিকাকে খুব বেশি বড় ক'রে দেখছি। তবু আমার ধারণা, আমি না থাকলে অম্বরনাথ অবাঞ্ছনীয় লোকেদের ওপর নির্ভর ক'রে বসবে।'

'করলে ঠেকে শিখবেন।'

'নন্দন, তুমি অর্চনা কাউলকে ভালো ক'রে চেন ?'

'একটুও না। দু'দশবার মামুলি কথাবার্তা হয়েছে মাত্র।'

'অর্চনা কাউলের সঙ্গে অম্বরনাথের পরিচয় হয় বছর দুই আগে আমেরিকায়। দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছিল, সন্দেহ নেই। একসঙ্গে একটা হোটেলে দু'দিন ছিল দুজ'নে।'

'অম্বরনাথ বলেছেন আপনাকে ?'

'সহজে বলে নি। শেষ পর্যন্ত বলেছে। অর্চনা কাউল দেড় বছর আগে হটাৎ এ শহরে হাজির। চাকরী পাবার পর অবশ্য পুরনো পরিচয়ের কোনও সুযোগই সে নিতে চেষ্টা করে নি।'

'খুব ভালো ক'রে জানেন আপনি ?'

'খুব ভালো ক'রে জানি।'

'তা হ'লে তো মেয়েটিকে ভালো বলতে হবে।'

'নিশ্চয়। মানুষ কখন কিসের তাপে কি ক'রে বসে বোঝা মুশকিল। আমরা মামুলি মূল্য দিয়ে সবাইকে বিচার করি। অনেক ক্ষেত্রে এটা হ'য়ে দাঁড়ায় কঠিন অবিচার।'

'নিশ্চয়।'

'আমার নিজের জীবনই এ সত্যের জ্বলন্ত উদাহরণ। অর্চনা কাউল ভালো মেয়ে, সন্দেহ নেই। এ শহরেই ওদের বাসা। ভাই হটাৎ মারা গেছে। সংসারে দ্বিতীয় রোজগেরে নেই। অর্চনা কাউল ইচ্ছা করলে অম্বরনাথকে ব্ল্যাকমেল ক'রে অনেক কিছু আদায় করতে পারত। করে নি। দেড় বছর সহকারী সম্পাদকের চাকরী করছে। অম্বরনাথের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে নি। প্রদীপ সকসেনা অর্চনা কাউলকে লেখার সুযোগ বিশেষ দেয় নি। তা নিয়ে নালিশও করে নি একবার।'

'তার মানে, মেয়েটি খুবই ভালো।'

'অতএব, নন্দন, অর্চনা কাউলকে 'প্রজাতন্ত্র' হ'তে সরিয়ে দেওয়া দরকার।'

আশ্চর্য হয়ে নন্দন বলল, 'সে কি? কেন? তার তো কোনও দোষ নেই।'

'বুঝতে পারছ না, নন্দন, তোমাদের পুরুষদের দূরদৃষ্টির ভীষণ অভাব। আমি না থাকলে, এই ভালো মেয়েটি সম্বন্ধে অম্বরনাথের নতুন ক'রে আসক্তি জন্মাতে পারে। তার প্রকৃত বন্ধুর বড় অভাব। এই মেয়েটি অম্বরনাথের বন্ধু হ'য়ে উঠতে পারে। সুতরাং একে সরাতে হবে।'

'কোথায় সরাবেন? অম্বরনাথ রাজী হবেন?'

'জানি না। অম্বরনাথকে বলতে আমার বাধবে। একদিন সে নিজেই বলছিল দিল্লীতে লিয়াঁজন আপিস খুলে ওখানে পাঠিয়ে দেবে অর্চনা কাউলকে। সেটা আরও খারাপ হবে।'

'আপনার চিন্তাধারা বুঝতে পারছি।'

একটু থেমে, গঙ্গাবাঈ আবার বললেন, 'নন্দন, কমলাপতি নিগম লোকটা কেমন?'

'অতিশয় কর্মসক্ষম, অত্যন্ত চতুর, ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী।'

'আমারও তাই ধারণা। অম্বরনাথ নিগমকে বড় বেশি বিশ্বাস করছে। এর ফল অশুভ হ'তে পারে।'

'অম্বরনাথ, মানে, আপনাদের জন্যে করেওছে অনেক কিছু কমলাপতি। বিশ্বাস করবার কারণ আছে, নেই কি?'

'অম্বরনাথ ক্ষমতা-নির্মাণের প্রাথমিক কৌশল এখনও জানে না।'

'কাউকে বেশি বিশ্বাস করতে নেই, কারুর ওপর করতে নেই খুব বেশি নির্ভর।'

'অম্বরনাথ আসলে, মানুষটা সরল।'

'যতোটা সরল আপনি ভাবেন ততোটা নয়।'

'তা হ'লেও। তুমি জান কমলাপতি নিগম মুখ্যমন্ত্রীর মেয়ে তিলোত্তমাকে বিয়ে করছে?'

'আজই আমায় প্রশ্ন করছিল, কেদারনাথ শর্মার মুখ্যমন্ত্রীত্ব পাকাপোক্ত কি না।'

'দারুণ চালাক লোক। পাকাপোক্ত না হ'লে তিলোত্তমাকে বিবাহ করবে না।'

'ব'লে দিয়েছি, শিগগির কেদার শর্মার কোনও ভয় নেই।'

'তা হ'লে কমলাপতি তিলোত্তমাকে বিবাহ করছে?'

'করলে আপনাদের ক্ষতি নেই। কেদারনাথ শর্মা চান এ রাজ্যে শিল্প গ'ড়ে উঠুক। অম্বরনাথকে তিনি মদৎ দিচ্ছেন। কমলাপতি তাঁর জামাই হ'লে অম্বরনাথের সঙ্গে কেদারনাথ শর্মার সম্পর্ক গাঢ়তর হবে।'

'তুমি বুঝতে পারছ না, নন্দন। এ রাজ্যে এমন কোনও নেতা নেই যার আসন পাকাপোক্ত। অতএব কেদার শর্মার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত হওয়া অম্বরনাথের ঠিক হবে না। এক বা দুই বছর বাদে কেদার শর্মার পতন হ'লে অম্বরনাথের নিদারুণ ক্ষতি সম্ভব। ধরো যদি সরযুপ্রসাদ যাদব মুখ্যমন্ত্রী হয়! তা হ'লে অম্বরনাথ কোথায় দাঁড়াবে? মুখ্যমন্ত্রীর মদৎ না পেলে রাজ্যে বড় কিছু করা সম্ভব হবে না।'

'আপনার আশংকা একেবারে অমূলক নয়।'

'অম্বরনাথের উচিৎ হবে প্রত্যেকটি উপদলনেতার সঙ্গে সমান সদ্ভাব বজায় রাখা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একটু বেশি, কিন্তু তাঁর শিবিরের লোক ব'লে পরিচিত হওয়া মারাত্মক ভুল হবে।'

'নাও হ'তে পারে। কেদার শর্মা বেশ সূক্ষ্ম এবং লম্বা চাল খেলছে। জিতে গেলে দশ বছর মুখ্যমন্ত্রীত্ব নিশ্চিত।'

'আর না জিতলে?'

'জীবনে বড় কিছু করতে গেলে ঝুঁকি নিতে তো হবেই।'

'তার জন্যে সব ডিমগুলি এক বাস্কেটে রাখা ঠিক হবে?'

'আপনি অম্বরনাথকে বুঝিয়ে বলুন।'

'বলতে তো হবেই। তার আগে তোমার সঙ্গে কথা ব'লে বুঝতে চাই আমি যা ভাবছি তা ঠিক কিনা।'

'ঠিক নয়, জোর দিয়ে বলতে পারব না।'

'নন্দন, তুমি একটা অনুরোধ রাখবে?'

'বলুন।'

'তুমি 'প্রজাতন্ত্র পাবলিকেশন্‌স্‌'-এর ডিরেক্টর হবে?'

নন্দন চোপড়া অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল গঙ্গাবাঈ-এর মুখে। বলল, 'কি বলছেন আপনি?'

'কেন? শীঘ্র, বোধহয় দু'মাস বাদে, নতুন বোর্ড অব ডিরেক্টর নির্বাচিত হবে। বেশির ভাগ শেয়ার আমার। আমি তোমায় মনোনয়ন করব। তুমি রাজী আছ?'

'কোনও শর্ত নেই আপনার?'

'আছে। দুটি শর্ত।'

নন্দন চোপড়া অপেক্ষায় রইল।

'প্রথম, তুমি আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধতা করবে না। অর্থাৎ তুমি অম্বরনাথে সঙ্গে থাকবে, পাশে। দ্বিতীয়, সুমন, আমার মেয়ে, তার শেয়ারগুলি বেচতে চাইছে। ওগুলো কিনতে তুমি আমাদের সাহায্য করবে। তুমি নিজে কিনতে চাও, আমাদের আপত্তি নেই। সরাসরি কিনতে পারবে না। পরে আমি ব্যবস্থা ক'রে দেব।'

'দুটোর একটাও সম্ভব নয়। অম্বরনাথ আমাকে বিশেষ পছন্দ করেন না। আমি বড় সোজা কথা বলি, মনিবশ্রেণীর লোকেরা আমাকে ভালোবাসে না। দ্বিতীয়ত, অত শেয়ার কেনার টাকা আমার নেই।'

'তোমার দুটি আপত্তিই বাজে। অম্বরনাথ তোমার প্রশংসা করে। তোমাকে সঙ্গে পেলে সে সুখী হবে। তোমার একটা লাইফ পলিসি এ মাসে ম্যাচিওর করেছে, শেয়ারগুলির এক চতুর্থাংশ দাম তোমাকে জমা দিতে হবে, বাকীটা পরে ধীরে আস্তে দিলে চলবে। এক চতুর্থাংশের দাম হবে বিশ হাজার। তুমি জান, 'প্রজাতন্ত্র

পাবলিকেশনস্' লাভবান প্রতিষ্ঠান। গত বছর আমরা পনের পার্সেন্ট ডিভিডেণ্ড দিয়েছি।'

'নতুন ইংরেজী দৈনিক শুরু হ'লে লাভ আর থাকবে না। অন্তত কয়েক বছর।'

'নতুন দৈনিক শুরু হ'লেও আমরা পাঁচ পার্সেণ্ট ডিভিডেণ্ড দিতে পারব।'

'আপনি আমাকে ডিরেক্টর হ'তে বলছেন কেন?'

'আমি চাই অম্বরনাথের পাশে অন্তত দু-একজন সত্যিকারের বুদ্ধিমান শুভানুধ্যায়ী লোক থাক। আমার দিন শেষ হ'য়েছে বলেই এটা জোরের সঙ্গে চাইছি। তা ছাড়া, কর্মীদের মধ্য থেকে একজন ডিরেক্টর থাকা খুব সময়োপযোগী নীতি।'

'প্রদীপ সকসেনাকে করুন না কেন?'

'তাকে দিয়ে কাজ হবে না।'

'আমাকে দিয়ে হবে?'

'তোমাকে দিয়ে হবে।'

'আমি যদি অম্বরনাথের বিরুদ্ধাচরণ করি।'

'নন্দন, তুমি অত খারাপ লোক নও। তোমার কথার দাম আছে। তোমার আত্মাভিমান আছে।'

'আপনার কথায় 'না' বলা আমার পক্ষে সহজ নয়। আপনি তা বিলক্ষণ জানেন।'

'কৃতজ্ঞতার জন্যে তোমাকে কিছু করতে হবে না, নন্দন। কিন্তু আমি চাই তুমি রাজী হ'য়ে যাও।'

'হিমানী যে মানসিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেয়েছে সে কেবল আপনারই জন্যে।'

'হিমানীকে তুমি প্রস্ফুটিত হ'তে দাও নি। তোমার দাপটে হিমানী বুজে রয়েছে চিরজীবন।'

'যে-পথে প্রস্ফুটিত হ'তে চলেছিল সে পথে গিয়ে একখানা পা হারাতে হ'ল।'

'ওটা তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবার ছেলেমানষি।'

'যাই হোক। আপনি এগিয়ে না এলে হিমানীর মাথা খারাপ হ'য়ে যেত।'

'আমার জীবন থেকে অনেক কিছু শিখবার ছিল হিমানীর। আর কিছু নয়, আমি হিমানীকে নিজের কথা খুলে বলেছিলাম মাত্র। তাতেই কাজ হয়েছে। তুমি হিমানীর স্বামী, কিন্তু খুব কমই চেনো হিমানীকে।'

'কম-চেনাটা এক্ষেত্রে পারস্পরিক।'

'এখনও সময় আছে তোমাদের।'

'সময় আর নেই। দেখুন না, চুল পেকে গেছে।'

'ওটা কিছু নয়।'

'আপনার একটি চুলও পাকে নি। এখনও আপনাকে দেখে পঁয়তাল্লিশের বেশি মনে হয় না।'

'তা হ'লে তুমি রাজী?'

'একটু ভেবে দেখি। কবে জানাতে হবে আপনাকে?'

'সময় আর কই? আগামী সপ্তাহে?'

'জানাব।'

সংক্ষিপ্ত নীরবতা ভঙ্গ ক'রে নন্দন চোপড়া বলল, 'এ জন্যেই কি আমাকে তলব করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'একটা প্রশ্ন আছে।'

'ক'রে ফেল।'

'আমার লাইফ পলিসির খবরটা আপনি জানলেন কি ক'রে?'

'তুমি তো সাংবাদিক। খবরের সূত্র সম্বন্ধে তোমাদের একটা নীতি আছে না?'

'আছে। কিন্তু আপনি সাংবাদিক নন।'

'আমারও তো একটা নীতি থাকতে পারে?'

'শুনেছি 'প্রজাতন্ত্র' ভবনে আপনার একটা স্পাই সিস্টেম আছে।'

'থাকতে পারে। তবে তোমাকে বলছি, তোমার লাইফ পলিসির খবরটা কোনও স্পাই আমাকে দেয় নি।'

নন্দন চোপড়াকে নীরব, গম্ভীর দেখে, গঙ্গাবাঈ হেসে বললেন, 'এ খবরটা তোমার কাছেই পাওয়া।'

'আমার কাছে?'

'গত বছর, মনে আছে, অম্বরনাথ তোমাদের কয়েকজনকে এখানে খেতে ডেকেছিল। কথায় কথায় তোমরা কার কত জীবনবীমা আছে তাই নিয়ে আলোচনা করছিলে। তখন তুমি বলেছিলে তোমার পঁচিশ হাজার টাকার একটা পলিসি এ বছর ম্যাচিওর করবে।'

'এ কথাটা স্মরণ ছিল আপনার?'

'আমার স্মৃতিশক্তি বেশ প্রখর।'

'এ মাসেই ম্যাচিওর করবে জানলেন কি ক'রে?

'ওটা আন্দাজে ব'লে ফেললাম। না মিললে ক্ষতি হ'ত না। মিলে গেল, তুমি ভীষণ অবাক হ'লে।'

রাত আটটা বেজে গেছে, প্রেস ক্লাবে আজ ভিড় নেই। সাংবাদিকদের অনেকেই গেছে হিম্মৎলালের বক্তৃতা শুনতে। নন্দন চোপড়া যায় নি। গত রাত্রে হিম্মৎলালের সঙ্গে দু'ঘণ্টা তার আলাপ আলোচনা হ'য়ে গেছে। এ রাজ্যের রাজনীতির সূক্ষ্ম অনুশীলন হিম্মৎলাল শুনতে চেয়েছিলেন, নন্দন চোপড়ার চেয়ে এ কাজে সুদক্ষ কেউ নেই, তিনি জানতেন। এ শহরে আসবার কয়েক দিন আগেই গোপনীয় পত্রালাপে দু'জনের সাক্ষাৎকার স্থির হ'য়েছিল। আজ, গঙ্গাবাঈ-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, নন্দন চোপড়া ফিরে গেল প্রেস ক্লাবে, হুইস্কির গ্লাস নিয়ে বসল তার নিজস্ব এক কোণে, সোডা আর হুইস্কি খেয়ে গেল পেগের পর পেগ, এখন বেশ নেশা ধ'রে

এসেছে। আজব ছুনিয়া, আজব ইনসান। শুরু করেছিলাম জীবন স্যাংবাদিক হবো ব'লে, অনেক বড় কিছু করব, নিজের জন্যে নয়, সমাজের জন্যে, হলাম আরও দশ-বিশ-একশো জনের মতোই ইমারতের কর্মসেবক সাংবাদিক। মনে পড়ল কি একটা বইতে পড়েছিলাম NEWS মানে সারা পৃথিবী—North, East, West, South—সারা পৃথিবীর নাগরিক আমি, নাতাশাকে তাই বলেছিলাম একরাতে মস্কোর হোটেলে, নাতাশাকে ডেকেছিলাম 'মলোচকা', মাই ডারলিং। পৃথিবীর কথা ছেড়ে দাও, এই একটা দেশ ভারতবর্ষ, এ-দেশটারই কোনও কাজে এলাম না, হিমানী ঠিকই বলে, একটা বড় অন্যায়, একটা বড় অবিচার, একটা গোপন স্বার্থ-সিদ্ধির মুখোশ খুলবার সাহস হ'ল না, না হ'ল সুযোগ, যদি-বা একবার কিছু একটা করলাম, একটা বই, তারও মৃত্যু হ'ল চোখের সামনে, প্রতিবাদের সাহস হ'ল না। আজ আমি হ'তে চলেছি 'প্রজাতন্ত্রে'র ডিরেক্টর—অম্বরনাথ পাণ্ডে, হিম্মৎলাল আর কেদার শর্মার সমবেত স্বার্থের সতর্ক প্রহরী। এ স্বার্থের সঙ্গে শতসহস্র সূত্রে বাঁধা আছে বিস্তৃত বলিষ্ঠ স্বার্থ, দেশ থেকে দেশান্তরে, জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক। আমেরিকার জেনারেল মোটরস্, জার্মেনীর ক্রুপ্‌স্, ইংলণ্ডের আই-সি-আই, ভারতের হিম্মৎলাল: এক আন্তর্জাতিক মহাশক্তির বিভিন্ন অংশীদার, তার সঙ্গে জুনিয়র পার্টনারশিপে মিলিত হয়েছে অম্বরনাথ, অম্বরনাথের মতো আরও হাজার হাজার উদ্যোগী পুরুষ। রাজশক্তি, শিল্প এবং বুদ্ধি: এই তিনের সমন্বয়ে নতুন ক্ষমতার জন্ম এবং বিকাশ, আজ আমিও এর অংশীদার। হিমানী যাই বলুক, এই খাঁটি সত্য, অন্তত আজ-কাল-পরশুর সত্য: সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের ভূমিকা ইমারৎকে রক্ষা করা, শক্ত রাখা। ইমারতের স্তম্ভ আমার সংবাদপত্র, প্রহরী আমি এবং আমরা, আমাদের অন্য ভূমিকা নেই, মুখে আমরা যাই বলি, তোমরা যাই বলো, কিতাবে যাই থাক না লেখা।

দু-একজন সাংবাদিক নন্দন চোপড়ার সামনে এসে দাঁড়াল, কেউ

বা বলল, কথা হ'ল মামুলি দু'চারটে, আজ কারুর সঙ্গে কথা 'বলার' মেজাজ নেই নন্দন চোপড়ার, সাংবাদিকরা একে একে বিদায় হ'ল, প্রেস ক্লাবের ঘর দুটো একেবারে খালি, পঞ্চম পেগ হুইস্কি নীট খেয়ে নিল নন্দন চোপড়া, আজ দুনিয়া বড় রহস্যময়, ইনসান বড় মজার।

হটাৎ খেয়াল হ'ল সামনে কে দাঁড়িয়ে। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পেল অর্চনা কাউল। নেশার তরল ঘোর কেটে গেল নন্দন চোপড়ার।

'আপনার কাছে একটু প্রয়োজন ছিল', নরম সুরে বলল অর্চনা কাউল। 'সময় হবে আপনার?'

'আমি পাঁচ পেগ হুইস্কি খেয়েছি, একটু নেশা হয়েছে। অবশ্য আমি সম্পূর্ণ হুঁশে আছি, এবং আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। যদি ইচ্ছে হয় বসতে পারেন।'

অর্চনা কাউল বসল।

নন্দন চোপড়া বলল, 'কিছু খাবেন? কোক?'

'না। কাজের কথাটাই বলি।'

'বলুন।'

'আমাকে একটা বিষয়ে একটু সাহায্য করবেন?'

'কি বিষয়ে?'

'চাকরী।'

'চাকরী তো আপনার আছে।'

'রাজ্য সরকার একটা ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেণ্টার খুলেছে। ইনফরমেশন অফিসরের পদটা আমার চাই। আপনি সাহায্য করলে পেয়ে যেতে পারি।'

'মাইনে কতো?'

'আটশো মতো হবে।'

'এখানে কত পাচ্ছেন?'

'ছশো সাতাশ।'

'বেশ তো। সাহায্য করবো। মন্ত্রীকে কালই বলবো। ইন্টারভিউ কবে?'

'আগামী সপ্তাহে।'

'নিশ্চয় বলবো। কালই বলবো।'

'অনেক ধন্যবাদ। কাজটা আমার চাই।'

'হ'য়ে যাবে। নিশ্চয় বলবো।'

'তা হ'লে আমি উঠি। কাল মনে করিয়ে দেব আপনাকে?'

'প্রয়োজন হবে না। আচ্ছা একটা কাজ করবেন। আপনার বায়োডিটা তৈরী আছে?'

'আছে।'

'এক কপি আমার টেবিলের ওপর সকাল বেলা রেখে দেবেন। তা হ'লেই হবে।'

'আচ্ছা। নমস্কার। অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

অর্চনা কাউল উঠে চ'লে যাবার জন্যে পা বাড়াতে নন্দন চোপড়া ব'লে উঠল, 'অম্বরনাথজী আপনাকে ছাড়বেন তো? তাঁকে বলেছেন?'

অর্চনা কাউল বলল, 'চাকরী আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

'ছেড়ে দিয়েছেন? কখন? কবে? কেন?'

'ঘণ্টা দেড়েক আগে।'

'কেন?'

'প্রতিবাদে।'

'প্রতিবাদে? কিসের? কি প্রতিবাদে?'

'অম্বরনাথ একমাত্র নিজের খেয়ালে রাতারাতি, কাউকে কিছু না ব'লে, 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদকীয় নীতি বদলে দিয়েছেন। জানেন নিশ্চয়? সমাজতন্ত্রবাদ বর্জন ক'রে ধনতন্ত্রবাদ প্রচার করবে 'প্রজাতন্ত্র'। প্রতিবাদে আমি কাজে ইস্তফা দিয়েছি। আজই। ঘণ্টা দেড়েক আগে।'

নন্দন চোপড়া প্রথম অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল অর্চনার দিকে। তারপর হটাৎ হো হো ক'রে হেসে উঠল। বিরাট শব্দ ক'রে, শরীরটা নাচিয়ে দুলিয়ে হেসে চলল নন্দন চোপড়া।

'আপনি প্রতিবাদ ক'রে চাকরী ছেড়েছেন? হো হো হো—'প্রজাতন্ত্র' সমাজবাদ ছেড়ে দিল ব'লে? হো হো হো হো—ক্যাপিটালিজম্ আলিঙ্গন করল ব'লে? হি হি হি হি হি—আপনি প্রতিবাদ ক'রে চাকরী ছেড়ে দিলেন—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—মাই গড, সত্যি বলছেন হো হো হো হো, দশবছরের সেরা রসিকতা শুনলাম আজ হে হে হে হে হে—বাবাঃ অনেকদিন এমন হাসি নি হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ভুলেই গিয়েছিলাম এমন হাসতে পারি এখনও হি হি হি হি।'

অর্চনা কাউল এক পা এক পা ক'রে চ'লে গেল।

শুনতে পেল নন্দন চোপড়া বলছে—'কাল কাগজটা রেখে যাবেন —হো হো হো হো, বাবাঃ হি হি হি হি।'

তৃতীয় খণ্ড

প্রদীপ সক্সেনাকে যখন 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক নিযুক্ত করা হ'য়েছিল তখন অবাক আর ভীত হ'য়েছিল যে মানুষটি তার নাম প্রদীপ সকসেনা।

ঘটনাটার পেছনে নিষ্ঠুর নাটাাংকের পটভূমির কিছুটা প্রদীপ সকসেনার জানা ছিল, কিন্তু সেটা একে তো গভীর জ্ঞান নয়, তা ছাড়া অন্যের মারফৎ শোনা, অন্যের ভাষায় রূপায়িত। শুনেছিল কিছুটা ছাত্র অম্বরনাথের কাছে, কিছুটা সুমনের কাছে, এবং একরাত্রে কিছুটা কৃষ্ণনারায়ণের মুখ থেকে। সংবাদপত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ তখনও হয়নি প্রদীপ সকসেনার, যেটুকু হ'য়েছিল তা কেবল তার তৈরী প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে, তাকে ঠিক যোগাযোগ বলা চলে না। যেহেতু প্রদীপ সকসেনা ছিল কৃষ্ণনারায়ণের পুত্র-না-হ'য়েও পুত্রাধিক অম্বরনাথের গৃহশিক্ষক, এবং স্থানীয় সনাতন ধর্ম কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক, এবং যেহেতু ইংরেজী ও হিন্দী দু' ভাষাতেই তার লেখনী ছিল প্রয়োজন উপযোগী ফলপ্রসু, প্রবন্ধ লিখে তাকে সম্পাদকের দ্বারস্থ হ'তে হয় নি, অযাচিত প্রবন্ধ ডাক যোগে ফেরৎ পাবার বিস্বাদ অনুভূতির মধ্য দিয়েও যেতে হয় নি তাকে। বরং একদিন কৃষ্ণনারায়ণই তাকে 'প্রজাতন্ত্রে'র জন্যে মাঝে মধ্যে প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করেছিলেন।

সম্পাদক ধরমবীর রাজনীতির জটিলতা বুঝতেন না, অর্থনীতি বুঝতেন তার চেয়েও কম। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে গান্ধী

এবং নেহেরুর পতাকা শক্ত ক'রে ধ'রে থাকাই ছিল ধরমবীরের রাজনীতি, কংগ্রেসের মধ্যে যে বহু উপদলের সংঘাত-প্রতিযোগিতা-সমন্বয় চলত তাঁর সত্যিকারের চেহারা তিনি জানতেন না, উপদলীয় রাজনীতি বোঝবার ক্ষমতাও ছিল তাঁর সামান্য। দেশ যখন স্বাধীন হ'ল, কেন্দ্রে এবং প্রদেশে প্রদেশে স্থাপিত হ'ল একচ্ছত্র কংগ্রেসী শাসন, কংগ্রেসী রাজনীতিতে উপদল-সংঘাত-সমন্বয় হ'য়ে উঠল প্রধান উপাদান, ধরমবীর তাকে উপেক্ষা ক'রে মুখ্যমন্ত্রীর সংগে 'প্রজাতন্ত্রে'র সোজাসুজি সংযোগ স্থাপন ক'রে নিলেন, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীকে প্রদেশীয় এবং পণ্ডিতজীকে জাতীয় রাজনীতিতে পূর্ণ সমর্থন করাই 'প্রজাতন্ত্রে'র প্রধান সম্পাদকীয় নীতি হ'য়ে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি কৃষ্ণনারায়ণ কিন্তু তখনই বুঝতে পেরেছিলেন, এ নীতির উপযুক্ত সময়ে সূক্ষ্ম পরিবর্তন না করলে 'প্রজাতন্ত্র'কে অনেক সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে, মুখ্যমন্ত্রী যতই জবরদস্ত হোন না কেন, দলের মধ্যেই তাঁর প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী সহকর্মীরা বিদ্যমান, তাঁদের ক্ষমতা তুচ্ছকর নয়, এবং 'প্রজাতন্ত্রে'র সঙ্গে অপরিহার্য তাঁদেরও মিত্রতা, সাহচর্য। প্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর প্রাধান্য ছিল স্থানীয় রাজনীতিতে দুর্জয়, তাঁকে সমর্থন করা, অতএব, 'প্রজাতন্ত্রে'র পক্ষে ছিল অপরিহার্য; কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিত্তমন্ত্রীর সাহায্যও, কৃষ্ণনারায়ণ বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন, এবং এ সূত্রেই ধরমবীরের কাছে একদিন তিনি প্রদীপ সকসেনাকে দিয়ে নিয়মিত ভাবে অর্থনৈতিক প্রবন্ধ লিখিয়ে নেবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

ধরমবীর প্রস্তাবে উৎসাহ দেখান নি। সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় মালিকের আধিপত্য তিনি চিরদিন অপ্রসন্ন চোখে দেখে এসেছেন। নিজের উৎসাহে যদি প্রদীপ সকসেনাকে দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবন্ধ লিখিয়ে নেবার সুযোগ হ'ত তা হ'লে ব্যাপারটা হ'ত অন্যরকম। কৃষ্ণনারায়ণের কাছ থেকে প্রস্তাবটা আসতে ধরমবীর ভাবলেন

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় মালিকের আত্মপ্রতিষ্ঠার এ এক নতুন কৌশল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজী হ'তে হ'য়েছিল। কারণ, কৃষ্ণনারায়ণ দৃঢ়ভাবেই চেয়ে বসলেন প্রদীপ সকসেনাকে 'প্রজাতন্ত্রে' লিখবার 'সুযোগ' দিতে।

'তা হ'লে প্রদীপ সকসেনাকে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত ক'রে নিন না কেন?' একটু উষ্ণতার সঙ্গেই বলে উঠেছিলেন ধরমবীর।

মিষ্টভাষী কৃষ্ণনারায়ণ জবাব দিয়েছিলেন, 'তা না করার অনেক কারণ আছে। প্রথমত, আর একজন সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন বর্তমানে আমাদের নেই। অযথা মাইনে দিয়ে একটা লোক রাখা মানে অর্থের অপব্যয়। দ্বিতীয়ত, সাংবাদিকতায় প্রদীপের দক্ষতা আছে কি নেই আমরা জানি নে। উৎসাহও ওর আছে কিনা দেখে নিতে হবে। তৃতীয়ত, কলেজের কাজ ছেড়ে 'প্রজাতন্ত্রে' আসবে কিনা তাই বা আমরা কি ক'রে জানব!'

ধরমবীর বলেছিলেন, 'কলেজে তো মাইনে পায় দু'শো টাকা। দশ বছর লেকচারার মানে এক একটি গাধা।'

'প্রদীপ সকসেনা,' কৃষ্ণনারায়ণ বলেছিলেন, 'কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িত। কুইট-ইণ্ডিয়া আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। মানুষ হিসেবেও মন্দ নয়। আপনার সম্মতি পেলে আমি ওর সঙ্গে আজ রাত্রেই কথা বলি।'

ধরমবীর জানতেন, এটা কৃষ্ণনারায়ণের পুরাতন আদৎ। 'আপনার সম্মতি পেলে' কথাগুলোর সত্যিকারের মানে হ'ল, 'আপনি সম্মতি দিন তো ভাল, না দিলেও ক্ষতি নেই।' তবু তিনি একেবারে হার মানেন নি।

'বেশ তো। কিন্তু প্রবন্ধ ছাপবার যোগ্য না হ'লে আমি ছাপতে পারব না।'

'নিশ্চয়। তবে আমি জানি, ছাপবার যোগ্য হবে। প্রদীপ লেখে ভাল। অর্থনীতি বোঝেও। যদি সে-রকম দেখেন, আমাকে

একটু জানিয়ে নেবেন। ছেলেটা অভিমানী। অম্বরনাথকে পড়ায়। আমি চাইনে ওর মনে অকারণ আঘাত লাগুক।'

ধরমবীর কথাগুলির মানে বুঝলেন। প্রদীপ সকসেনার প্রবন্ধ রিজেক্ট করার আগে আমার অনুমতি নেবেন। অর্থাৎ, রিজেক্ট করা চলবে না।

সেদিন রাত্রে অম্বরনাথের পাঠ শেষ হবার আগে প্রদীপ সকসেনাকে কৃষ্ণনারায়ণ ব'লে পাঠিয়েছিলেন যাবার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

প্রদীপ সকসেনা তাঁর ষ্টাডিতে হাজির হ'লে তাকে বসতে ব'লে কৃষ্ণনারায়ণ ছু'চারটে মামুলি কথাবার্তার পর, প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি পত্রপত্রিকায় নিয়মিত কিছু লিখছ?'

'আজ্ঞে না। মাঝে মধ্যে ছু একটা প্রবন্ধ—'

'তা আমি জানি। প'ড়েও থাকি। অমৃতবাজার পত্রিকায় তোমার গত সপ্তাহের লেখাটা আমার ভালো লেগেছে।'

'এসব বাজে জিনিষও পড়বার সময় হয় আপনার?'

'আমি জানি লোকে কি বলে। বলে, আমি রোজ সকালে রুল দিয়ে 'প্রজাতন্ত্রে'র বিজ্ঞাপন মাপি। তা ছাড়া আর কিছু দেখিও নে, পড়িও নে। কিন্তু তা সত্যি নয়। বিজ্ঞাপন আমি মাপি ঠিকই। বিজ্ঞাপন পত্রিকার ব্লাড সার্কুলেশন। কিন্তু সবটুকুই আমি পড়ি। আরও দশটা কাগজে কি হচ্চে না হচ্চে তার খবরও আমি রাখি।'

'লোকেরা অনেক বাজে কথা বলে।'

'তুমিতো হিন্দীও ভালোই লেখ। 'মাতৃভূমি'তে তোমার ছুটো প্রবন্ধ আমি পড়েছি।'

'অর্থনীতি নিয়ে হিন্দীতে প্রবন্ধ লেখা বেশ ছুঃসাধ্য।'

'অথচ সাধারণ পাঠককে অর্থনীতি বোঝাতে হ'লে হিন্দীতে লিখতে হবেই। ইংরেজী কাগজ দেশের এক পার্সেন্ট লোকও পড়ে না।'

'আপনি খুব সত্যি কথা বলেছেন।'

'কি জানো? আমরা এখনও জনসাধারণের জন্য পত্রিকা তৈরী করতে শিখিনি, করার কথা ভাবছি না পর্যন্ত। দেখতে পাও না, আমাদের ভাষা, পরিবেশনার আদৎ কি দারুণ সংরক্ষণশীল! হিন্দী বল, বাংলা বল, তামিল বল, সংবাদপত্রের ভাষা সংস্কৃত-প্রধান, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের ভাষা, জনসাধারণের ভাষা নয়। বাংলা তো হিন্দীভাষার চেয়ে অনেক অগ্রসর। তবু কলকাতার বাংলা সংবাদ-পত্রে চলতি ভাষার ব্যবহার নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চলতি ভাষায় কিতাব লেখেন, কিন্তু 'আনন্দবাজারের' ভাষা এখনও 'লিখিত' ভাষা। একদিন এসব বদলে যাবে, জনসাধারণের ভাষা গ্রহণ করতে হবে আমাদের, জনসাধারণ যাতে রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতির জটিল সমস্যাগুলি পরিষ্কার বুঝতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদেরই। তবে কি জানো, ভারতবর্ষ অতি রক্ষণশীল সমাজ, সহজে কিছুতেই আমরা পুরাতনকে ছাড়তে চাই নে। পুরাতনের বিরাট মোহ আমাদের ওপর। আমি কি ভাবছিলাম জানো: ভাবছিলাম 'প্রজাতন্ত্রে' নিয়মিত প্রবন্ধ লেখা হোক অর্থনীতি বিষয়ে। প্রদেশের, দেশের, পৃথিবীর অর্থ নৈতিক সমস্যা নিয়ে।'

'অতি উত্তম প্রস্তাব,' মন্তব্য করেছিল প্রদীপ সকসেনা।

'আমার ইচ্ছে প্রবন্ধগুলির দায়িত্ব তুমি নাও। প্রথম প্রথম আমরা মাসে দুটো প্রবন্ধ ছাপাবো। প্রদেশের অর্থনীতির ওপর আলোকপাত করাই আমার প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু বিষয়বস্তু নির্বাচনে তোমার স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করতে চাইনে। তুমি কংগ্রেস মতবাদে বিশ্বাসী, অতএব নীতিগত দ্বিমতের সম্ভাবনা কম। আমাদের বিত্তমন্ত্রী বিচক্ষণ এবং দেশপ্রেমিক, তিনি প্রদেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, একথা তুমি তোমার প্রবন্ধগুলিতে লিখেছ, তোমার সঙ্গে আমিও একমত। তাঁকে সমালোচনা করার অধিকার তোমার থাকবে, কিন্তু জানো তো,

নিন্দা-আক্রমণ দিয়ে কোনও কাজ হয় না, প্রাপ্য প্রশংসা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গত সমালোচনা পরিবেশন করলে তাতে কাজ হবার সম্ভাবনা। 'প্রজাতন্ত্রে'র এখনও লেখকদের সম্মান দক্ষিণা দেবার সুনির্দিষ্ট কোনও নিয়ম নেই। বেশির ভাগ প্রবন্ধই আমরা বিনা ব্যয়ে পেয়ে থাকি। কিন্তু যেহেতু তুমি অর্থনীতির মত শক্ত বিষয়ে নিয়মিত দুটো প্রবন্ধ প্রতি মাসে লিখবে, এবং এজন্যে তোমাকে নিয়মিত পড়াশোনা, এমন কি রিসর্চ করতে হবে, তাই আমরা তোমাকে মাসে একশো টাকা সম্মানী দেব। তুমি আমার প্রস্তাবে রাজী হ'লে খুব আনন্দ পাব আমি।'

প্রস্তাবকে এমন আকর্ষণীয় ক'রে প্রদীপ সকসেনার কাছে উত্থাপন করেছিলেন কৃষ্ণনারায়ণ যে রাজী না হবার কোনও কারণ ছিল না।

'সেই থেকে 'প্রজাতন্ত্রে'র সঙ্গে প্রদীপ সকসেনার যোগসূত্রের সূচনা। তার প্রবন্ধ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় বিশেষ স্থান অধিকার করত, এবং প্রবন্ধের মাধ্যমে বিত্তমন্ত্রী পণ্ডিত গিরিধারীলালকে 'প্রজাতন্ত্র' সাধারণ সমর্থন দিয়ে আসত।

একসময় প্রদীপ সকসেনার দাম হটাৎ বেড়ে গেল কৃষ্ণনারায়ণের কাছে। কতগুলি ঘটনার সমাবেশে, কয়েকটা 'যদি'-র চক্রান্তে, একাধিক সম্ভাবনার উত্তাপে।

উপদলীয় রাজনীতির খেলায় প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতাপ ক্রমশ কমে আসছিল। এক সময় দেখা গেল তাঁর আসন ন'ড়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিত্তমন্ত্রী পণ্ডিত গিরিধারীলালের রাজনৈতিক প্রভাব বেড়ে গিয়েছে অনেকখানি। দেখা গেল প্রদেশের অগ্রসর ও অনগ্রসর জিলাগুলির মধ্যে বেশ একটা রাজনৈতিক রশি-টানাটানি চলছে। মুখ্যমন্ত্রী অগ্রসর জিলাগুলির উপদলসমূহের পুরোভাগে। বিত্তমন্ত্রী নেতৃত্ব করছেন অনগ্রসর অঞ্চলগুলির উপদলপতিদের।

প্রদীপ সকসেনার মাধ্যমে বিত্তমন্ত্রীর সঙ্গে 'প্রজাতন্ত্রে'র সংযোগ

ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হ'য়ে আসছিল। বিত্তমন্ত্রীর অনুগ্রহে কৃষ্ণনারায়ণ প্রদেশ সরকারের কাছ থেকে মোটা অংকের লোন নিয়ে রোটারী মেশিন এবং দু'খানা লাইনো মুদ্রণযন্ত্র কিনতে পেরেছিলেন। অবশ্য বিত্তমন্ত্রীকে প্রয়োজনমত সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে 'প্রজাতন্ত্র' মুখ্যমন্ত্রীকেও একটানা সাধারণ সমর্থন দিয়ে আসছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেসের উপদলীয় সংঘাতের খবর 'প্রজাতন্ত্রে' কমই ছাপা হ'ত, ছাপা হ'লেও তাতে এমন কোনও ইংগিত করা হ'ত না যাতে পাঠকদের মনে হ'তে পারে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্ব কমজোর হ'য়ে আসছে।

প্রদীপ সকসেনা একদিন একটি প্রবন্ধ নিয়ে বসল যার মূল কথা হল: যে সব জিলাগুলি উন্নতির পথে এখনও উঠে আসতে পারে নি, যেখানে বৃষ্টি কম এবং জলের অভাব, অতএব কৃষি দুর্বল, এবং শিল্প একরকম অবর্তমান, অথচ প্রদেশের অধিকাংশ মানুষের বাস, যাদের অবস্থা ক্রমে দীনতর হ'তে চলেছে, তাদের স্বার্থকে প্রাধান্য না দিলে কংগ্রেসের ক্ষমতার অবসান হ'তে বাধ্য, কেননা অগ্রসর জিলাগুলির কংগ্রেসী সমর্থকদের তুলনায় অনগ্রসর জিলাগুলির সমর্থকরা 'পুরস্কার' পাচ্ছে সামান্যই, বঞ্চিত বোধ করছে অনেক বেশি, বঞ্চিত বোধ ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহের রূপ নিচ্ছে, এবং যেকোনওদিন এ বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করতে পারে, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধীরা প্রকাশ্যে তাঁর নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করতে পারে। প্রদীপ সকসেনা আরও ব'লে বসল যে বিরোধীদের সংখ্যা ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থকদের সংখ্যার চেয়ে বেশি।

প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি পাঠ ক'রে ধরমবীর প্রমাদ গুনলেন। 'প্রজাতন্ত্রে' এ প্রবন্ধ প্রকাশের অর্থ মুখ্যমন্ত্রীকে নোটিশ দেওয়া যে তাঁর নেতৃত্বের অবসান আসন্ন।

ধরমবীর প্রবন্ধটি কৃষ্ণনারায়ণের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

প্রবন্ধটি যখন ধরমবীরের কাছে ফিরে এল, দেখা গেল কৃষ্ণনারায়ণ মন্তব্য করেছেন, 'আমি এক-আধটু অদলবদল ক'রে দিয়েছি। এই প্রবন্ধ আগামী কাল ছাপা হবে।'

বছর খানেক পরে প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বদল হ'ল। যিনি এ আসনে স্বাধীনতার পর থেকে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি চ'লে গেলেন কেন্দ্রে, মন্ত্রী হ'য়ে। গিরিধারীলাল নির্বাচিত হলেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী।

ধরমবীরের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা দুর্বল হ'ল। কৃষ্ণনারায়ণ খুশি হলেন। প্রদীপ সকসেনাকে এবার 'প্রজাতন্ত্রে' সাপ্তাহিক কলম দেওয়া হ'ল। যার শিরোনামা হ'ল, 'রাজনৈতিক পটভূমি।'

কৃষ্ণনারায়ণ কয়েকটা 'যদি'-র চক্রান্ত দেখতে পেলেন প্রদেশের রাজনীতিতে। যদি গিরিধারীলাল মুখ্যমন্ত্রীতে স্থায়িত্বলাভ করতে পারেন তা হ'লে ধরমবীরকে ধীরে আস্তে 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক-পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা সবল হ'তে পারবে।

যদি উপদলীয় রাজনৈতিক লড়াইয়ে গিরিধারীলাল গদিতে টিকতে না পারেন, তা হ'লে এমন কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে যার সঙ্গে ধরমবীরের আঁতাত নেই, হ'তে পারবে না। 'প্রজাতন্ত্র' কিং-মেকার নয়, কিন্তু প্রদেশের মুখ্য সংবাদপত্র হিসেবে নেতা তৈরী এবং ধ্বংস করার যেটুকু ক্ষমতা তার আয়ত্বে তার পূর্ণ ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কৃষ্ণনারায়ণ সতর্ক হ'য়ে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আর একটা 'যদি' ভাবতে হ'ল। যদি ধরমবীরকে সম্ভব হয় তা হ'লে 'প্রজাতন্ত্রে'র নতুন সম্পাদক কে হবে?

গঙ্গাবাঈ বলেছিলেন ধরমবীর যদি সম্পাদকের পদ থেকে সরে যান, তা হ'লে কৃষ্ণনারায়ণের নিজেরই সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করা সমুচিত হবে।

কৃষ্ণনারায়ণ একমত হ'তে পারেন নি।

'দিগম্বর আর আমি যখন 'প্রজাতন্ত্র' শুরু করি, দু'জনের একজনও সম্পাদক হ'তে চাই নি। আজ জীবনের শেষ ক'টা বছর সে নিয়ম ভেঙ্গে দিতে আমার মন উঠবে না।'

'তোমাদের এ 'নিয়মে'র পেছনে কোনও শক্ত যুক্তি ছিল না।'

'ছিল। পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক এক ব্যক্তি, এই রীতি সেকালে

চালু ছিল না। সম্পাদকের ভূমিকা ছিল বেশির ভাগ রাজনৈতিক। স্বাধীনতা সংগ্রামে 'প্রজাতন্ত্রে'র একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। প্রায়ই তাকে ইংরেজ সরকারের রোষভাজন হ'তে হ'ত। আইন অমান্যের জের টানতে হ'ত সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে। মালিককে নয়। তিন তিন বার কারাবাস করতে হয়েছে ধরমবীরকে, আমাকে নয়, দিগম্বরকেও একবারের বেশি নয়। পত্রিকার হ'য়ে রাজনৈতিক লড়াই করত সম্পাদক, তাই তার একটা নিজস্ব ভূমিকা ছিল। আমরাও একজন নামী বিদ্বান বুদ্ধিমান স্বদেশপ্রেমিক কাউকে সম্পাদক নিযুক্ত করতে পারলে খুশি হতাম। কাগজের সঙ্গে সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিকোণ মিলে মিশে এক হ'য়ে যেত। একথা ভুলে যেয়ো না যে দীর্ঘকাল ধরমবীরকে 'প্রজাতন্ত্রে'র প্রয়োজন ছিল।'

'সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল কেন?'

'অনেক কারণে। দেশ স্বাধীন হবার পর রাজনৈতিক অবস্থাটা গেল বদলে। তার আগে ইংরেজের বিরোধিতা মালিক ও সম্পাদককে একসূত্রে বেঁধে রাখত। বলেইছি তো, মালিকদের রাজনৈতিক ঘোড়া ছিল সম্পাদক। মালিকদের ডিঙিয়ে রাজশক্তির সঙ্গে কোনও সূত্র স্থাপনের সুযোগ ও সম্ভাবনা স্বদেশী পত্রিকাগুলির সম্পাদকদের ছিল না বললেই হয়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যেত সে-সব পত্রিকাগুলিতে যাদের মালিকরা নিজেরাই কাগজের সম্পাদনা করতেন। কি কলকাতায়, কি মাদ্রাজে, দেখা যেত এসব পত্রিকাগুলি সংকট কালে ইংরেজের বিরুদ্ধে সোজাসুজি দাঁড়াতে ভয় পেত; তাদের স্বাদেশিকতার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল রাজশক্তির ডান পাশে অবস্থানের লুকান প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর সরকারের সঙ্গে পত্রিকার নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল। একে বলা যায় সমালোচক-বন্ধুর সম্পর্ক। রাজশক্তির সমালোচনা করবার অধিকার পূর্ণ বজায় রেখেও তার সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক গ'ড়ে তোলা। এ নতুন অবস্থায় সম্পাদককে আর পুরাতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হ'ল না। বরং

ভূমিকাটা গেল বদলে। এখন সম্পাদকের পক্ষে সম্ভব হ'ল রাজশক্তির সঙ্গে স্বকীয় স্বাধীন সম্পর্ক গ'ড়ে তোলবার, যে সম্পর্ক মালিকদের স্বার্থের অনুকুল নাও হ'তে পারে। রাজনৈতিক নেতারাও সুযোগ খুঁজতে লাগলেন সম্পাদক ও মালিকের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির। মালিকদের বিরুদ্ধে সম্পাদকদের ব্যবহারের সুযোগ।'

গঙ্গাবাঈ বললেন, 'তা ছাড়া, সম্পাদকীয় বিভাগকেও সম্পাদকরা মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবার সুযোগ পেতে লাগলেন।'

'দু একটা ক্ষেত্রে তাও দেখা গেল বৈ কি? সাধারণত আমরা দেখতে পেলাম সম্পাদকীয় কর্মীদের স্বার্থ নিয়ে সম্পাদকরা লড়তে তৈরী নন। গোটা ভারতবর্ষে দু একটি পত্রিকার বেশি নাম করতে পারবে না যেখানে সম্পাদকরা সহকর্মীদের স্বার্থ নিয়ে মালিকদের সঙ্গে লড়তে এগিয়ে এসেছেন। বরং উল্টোটাই নিয়ম হ'য়ে দাঁড়াল। সাংবাদিকরা গোলমাল শুরু করলে দেখা গেল সম্পাদক হয় মালিকের সঙ্গে নয়তো একেবারে নিরপেক্ষ। তা যদি না হ'ত তা হ'লে সম্পাদকদের পাখা অত সহজে আমরা কেটে দিতে পারতাম না।'

একটু চুপ থেকে মৃদু হেসে কৃষ্ণনারায়ণ আরও বললেন, 'আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবিদের মেরুদণ্ড নিতান্ত দুর্বল। আর লোভ দারুণ তীক্ষ্ণ। এ দুটো কথা মনে রেখো। বুদ্ধিজীবিরা কেউ কাউকে না করে শ্রদ্ধা, না বিশ্বাস। ওদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার মত সহজ কাজ খুব কম আছে।'

'ব্যতিক্রমও আছে নিশ্চয়!'

'আছে, কিন্তু তাতে নিয়মটাই প্রমাণিত হ'য়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পরে আমি মাত্র দু'জন সম্পাদকের দৃষ্টান্ত দিতে পারি যাঁরা সহ-কর্মীদের জন্যে মালিকদের সঙ্গে কিছুটা লড়েছে, মালিকরা যাঁদের সস্তা দামে কিনে নিতে পারে নি। তা ছাড়া প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে সাংবাদিকরা মালিকদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে সম্পাদকদের কোনও সাহায্য পায় নি, সম্পাদকরা হয় মালিকদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছে,

নয়তো এক পাশে স'রে গেছে। তার ফলে সাংবাদিকদের মনে সম্পাদকদের প্রতি শ্রদ্ধা নেই বললেই হয়।'

'ধরমবীরকে তুমি সরাতে পারবে?'

'নিশ্চয়। বছর তিনকে সময় লাগবে।'

'তি—ন বছর?'

'জলদির কিছু নেই। ধরমবীর লোকটা খুব বিপজ্জনক নয়। কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে দহরম মহরম আছে। গিরিধারীলাল মুখ্যমন্ত্রী হবার পর থেকে প্রাদশিক রাজনীতিতে পাত্তা নেই ওঁর। লোকটার উচ্চাকাঙ্খা আছে, বুদ্ধি কম, রাজনীতির মারপ্যাঁচ একেবারে বোঝে না। দু'বছরে একবার য়ুরোপ আমেরিকা রাশিয়া ঘুরে আসতে পারলেই দারুণ খুশি। পয়সা কড়ি কিছু করেছে, এ দিকে লোভ বেড়েই চলছে দেখতে পাচ্ছি, সম্প্রতি পয়সাওয়ালাদের কাছ থেকে টাকা নিতে শুরু করেছে দিল্লীতে তাদের হ'য়ে তদ্বির করবার দাম হিসেবে, কিছু কিছু সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এবং বিশেষ নিবন্ধে তাদের হ'য়ে ওকালতিও করছে দেখতে পাচ্ছি। করুক। এ'তে আমার বিশেষ কিছু ক্ষতি হচ্চে না, এবং লাভই হচ্চে, বিজ্ঞাপন বাড়ছে, এবং একটা অস্ত্র তৈরী হচ্চে যা দিয়ে একদিন আমি ধরমবীরকে খতম করতে পারব। অতএব আমি ওকে সরিয়ে দেবার জন্যে অধৈর্য হচ্চি না একটুও। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া, তুমি ভাবছ, ধরমবীরের পরে কে?'

'ঠিক।'

'কাউকে দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি। একজনকে নিকটে। কিছুকালের জন্যে, অন্যজনকে, একটু দূরে, কিন্তু সে যখন নিকটে আসবে, আসবে বহুদিনের জন্যে।'

'দ্বিতীয়টি আন্দাজ করতে পারছি। প্রথমটি কে?'

'প্রদীপ সকসেনা।'

বিস্ময়ে গঙ্গাবাঈ-এর মুখে কথা সরে নি।

'অবাক হচ্ছ ?'

'জীবনে তোমাকে নিয়ে অবাক হওয়া এই প্রথম নয়। শেষও নয়।'

'তোমাকে নিয়ে আমারও ঠিক তাই।'

'তুমি নিশ্চয় অনেক ভেবে চিন্তে প্রদীপ সকসেনার ওপর দৃষ্টিপাত করেছ। আমি বেশ কিছুকাল লক্ষ্য করে আসছি তুমি তাকে 'প্রজাতন্ত্রে'র জালে জড়িয়ে আনছ।'

'তোমার লক্ষ্যে ধরা পড়ে নি এমন কাজ জীবনে আমি কখনও করতে পেরেছি কি ?'

'পেরেছ।'

'কবে ? কোথায় ?'

'আমি অনেকদিন বুঝতেই পারিনি তুমি আমাকে—'

গঙ্গাবাঈ-এর মুখ রঙীন হ'য়ে উঠল।

'দিগম্বর আর আমি একসঙ্গে তোমাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তুমি আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাও নি। লুকিয়ে যদিও-বা তাকিয়ে থাক, দিগম্বরকেই দেখে থাকবে। আমার দিকে তাকালে সেদিনই বিষয়টা লক্ষ্য করতে পারতে।'

'মিথ্যে কথা বলছ।'

'না। দিগম্বর আমার প্রাণপ্রতিম বন্ধু ছিল। তাকে কোনওদিন ঈর্ষা করিনি। সেদিনও না। তার সৌভাগ্যে সুখীই হ'য়েছিলাম। শুধু কে যেন আমায় বলে দিয়েছিল, তুমিও ফেঁসে গেলে কৃষ্ণনারায়ণ, তোমার আর পালাবার পথ রইল না।'

গঙ্গাবাঈ প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে পূর্ব-প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন।

'প্রদীপ সকসেনাকে তুমি পুরোপুরি চেন ?'

'কোনও মানুষকেও কেউ পুরোপুরি চিনতে পারে না। যতটুকু চিনি তাতেই চলবে আমার কাজ। প্রদীপ সকসেনা সাংবাদিক নয়। আমি কোনও প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিককে 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক বানাতে

'াই নে। যে পদের যোগ্যতা তার নেই সে পদে তাকে বসালে বাই জানবে যে আমার অনুগ্রহে সম্পাদক হয়েছে, সে মালিকের লোক। সম্পাদকীয় বিভাগ ও সম্পাদকের মধ্যে একাত্মবোধ কখনও তৈরী হবে না। প্রদীপ সকসেনা বুদ্ধিমান কিন্তু চতুর নয়। উচ্চাভিলাষ আছে, কিন্তু অলস। এবং অহংকারী। আমাকে ডিঙ্গিয়ে রাজশক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সময় লাগবে। ততদিনে অম্বরনাথকে সম্পাদকের চেয়ারে বসিয়ে দিতে পারব। যদি বেঁচে থাকি। যদি ম'রে যাই, একাজ তোমাকে করতে হবে।'

একটু থেমে কৃষ্ণনারায়ণ আবার বললেন, 'অবশ্যি, ধরমবীরের পরেই অম্বরনাথকে আমরা সম্পাদক নিযুক্ত করতে পারি।'

গঙ্গাবাঈ হেসে উঠলেন।

'হাসছ যে?'

'তোমার মত বিচক্ষণ লোকেরও ভুল হয়।'

'হয় বৈ কি? কিন্তু এক্ষুণি কি ভুল হ'ল বুঝতে পারছি না।'

'পারছ। তুমি আমাকে বাজিয়ে দেখছ। উহুঁ, ওখানে আমি নিরেট। কোনও একটুও ফাঁক দেখতে পাবে না।'

'জানি।'

'তা হ'লে ওটা ক'রে বসলে কেন? আমার কাছে অম্বরনাথের চেয়ে 'প্রজাতন্ত্র' বড়। 'প্রজাতন্ত্রে'র চেয়ে বড় তুমি।'

'তুমি চাও না অম্বরনাথ 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক হোক?'

'সে যোগ্যতা তার আছে?'

'তুমি কি বলো?'

'আমার মন এবিষয়ে নিঃসন্দেহ নয়।'

'সন্দেহ কিসের?'

'অম্বরনাথ অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী।'

'তাতে ক্ষতি কি?'

'তাতে তার পতন ঘটতে পারে।'

'অম্বরনাথ বোকা নয়।'

'না। কিন্তু তোমার মত শান্ত্ব ধীর বুদ্ধি তার নেই। সে তার বাপের সন্তান।'

'একদিন তাকে 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক হ'তেই হবে। ভাড়া করা সম্পাদক দিয়ে কাগজ চালান ক্রমশ অসম্ভব হ'য়ে উঠবে।'

'কেন?'

'মালিক ও সম্পাদক এক ব্যক্তি হ'লে রাজশক্তির সঙ্গে পা ফেলে চলা সহজতর হবে। পত্রিকার ম্যানেজমেণ্ট আর কনট্রোলও. অনেক সহজ হবে।'

'যদি তার সম্পাদনার যোগ্যতা না থাকে?'

'মাইনে করা লোকেদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার যোগ্যতা থাকলেই চলবে।'

'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদককে অনেক সামাজিক সাংস্কৃতিক ঘটনার নেতৃত্ব করতে হয়। ধরমবীরকে কত কিছু করতে হয় দেখতে পাচ্ছি তো! স্কুল কলেজের বাৎসরিক অনুষ্ঠান, সাহিত্য সভা, এমন কি চিত্র তারকাদের সমাবেশেও তাঁর ডাক পড়ে।'

'ধরমবীর যা পারে অম্বরনাথ তার চেয়ে অনেক বেশি পারবে।'

'প্রদীপ সকসেনা?'

'পারবে না। তাকে ইনটারিম সম্পাদক করার পক্ষে আর একটি যুক্তি।'

'তুমি যদি 'প্রজাতন্ত্র'কে ট্রাষ্ট ক'রে দাও?'

'তখনও অম্বরনাথকে সম্পাদক করাতে অসুবিধা হবে না।'

'ট্রাষ্ট তুমি করবে?'

'বহুদিন বহুলোককে তাই বলে এসেছি।'

'তুমি তাই নিজেকে কমিটেড্ মনে করো?'

'না। এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। দিগম্বর আর আমি দুজনেই ট্রাষ্টের কথা ভাবতাম। ভাবতাম পত্রিকার

মালিকানা চিরদিন আমাদের থাকবে না। মালিকানা শেষ পর্যন্ত হবে সমাজের।'

'বাধা কিসের ?'

'তুমি কি বলো ? তুমি চাও 'প্রজাতন্ত্র' ট্রাষ্ট হোক ?'

'এ বিষয়ে, আগেও বলেছি, আজও বলছি, আমার কোনও মতামত নেই। তুমি যা করবে তাতেই পূর্ণ সমর্থন আমার।'

'তুমি চাও না অম্বরনাথ 'প্রজাতন্ত্র পাবলিকেশন্‌স্‌'-এর মালিক হোক ?'

'তুমি না চাইলে, আমিও চাই নে। আবার বলছি, ভাল ক'রে শুনে নাও। আমার কাছে অম্বরনাথের চেয়ে 'প্রজাতন্ত্র' বড়, 'প্রজাতন্ত্রে'র চেয়ে বড় তুমি। এখানে আমি নিরেট। এক বিন্দু ফাঁক পাবে না আমার মধ্যে।'

'দেশে একটা ট্রাষ্টও ভাল চলছে না। সামাজিক মালিকানায় আমাদের প্রতিভা নেই। দেখছ না, পাবলিক প্রপার্টিগুলির কি অবস্থা ? আমার মনে ভীষণ ভয় যে ট্রাষ্ট করা মানেই 'প্রজাতন্ত্রে'র পতন এবং মৃত্যু। কতগুলি শকুনের হাতে 'প্রজাতন্ত্র'কে তুলে দেওয়া।'

গঙ্গাবাঈ চুপ ক'রে রইলেন।

'তুমি ভাবছ তবু কেন আমি প্রায়ই ট্রাষ্টের কথা বলি। বলি এ জন্যে যে বলতে আমার ভাল লাগে। লোকেদের ধোঁকা দেবার জন্যে বলি নে। লোকেদের বাজিয়ে দেখবার জন্যে বলি। যখনই বলি, দেখতে পাই যাদের বলি তাদের চোখে কি ভীষণ লোভ! যেন তারা সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণতে পারছে না। চাইছে, আজই আমি 'প্রজাতন্ত্রে'র মালিকানা তাদের হাতে তুলে দিই।'

গঙ্গাবাঈ বললেন, 'ট্রাষ্ট তুমি যদি না করো লোকে কি বলবে জানো তো ?'

'বলবে, তুমি আমাকে দিয়ে নিজের ছেলের জন্যে সব কিছু লিখিয়ে নিয়েছ।'

'বলবে না ?'

'বলবে। তুমি পারবে তো সইতে ?'

'তুমি যা করবে তা সইতে আমার কষ্ট হবে না। তুমি তো জানবে আমি তোমাকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিই নি! তার চেয়ে বেশি কিছু আমার প্রয়োজন নেই।'

কৃষ্ণনারায়ণ বললেন, 'অনেক সময় আমার কি মনে হয় জানো ? মনে হয় আমি শিবের মতো গঙ্গা এনে দিয়েছি 'প্রজাতন্ত্র'-ভূমিতে।'

'থাক, থাক অতটা আমার সইবে না।'

'তুমি সত্যিই গঙ্গা। কোনও কিছুই তোমার শুচিতা স্পর্শ করে না!'

'আমার বৌ-মা যদি প্রাণ খুলে কথা বলে তুমি অন্তরকম শুনবে।'

'সৌদামিনীর কথা বলছি না। বলছি গঙ্গাবাঈ-এর কথা।'

'আমি প্রদীপ সকসেনার কথা আর একবার তুলতে চাই।'

'কিছু বলবে ?'

'তুমি বোধহয় জানো না, সুমনের সঙ্গে প্রদীপ সকসেনার একটা সম্পর্ক গ'ড়ে উঠছে।'

'একেবারে জানি না তা নয়।'

'কি ক'রে জানলে ? আমি তো বলি নি তোমাকে কিছু ?'

'তুমি না বললে যদি আমার জানা বন্ধ থাকত তা হ'লে অনেক কিছুই অজানা থেকে যেত। যেত না ?'

'কি জানো তুমি ?'

'একটা সম্পর্ক গ'ড়ে উঠছে।'

'ওটা তো আমার কথা।'

'এত সঠিক ভাষায় আমি আমার জ্ঞানটুকু প্রকাশ করতে পারতাম না।'

'সুমনকে নিয়ে আমার বড় দুর্ভাবনা। বিয়েটা ব্যর্থ হ'ল। স্বামী

ম'রে গিয়েও ভাল হ'ল না কিছুই। প্রদীপ সকসেনা কিন্তু সুমনকে একেবারে বদলে গিয়েছে। ও ছাড়া সুমনকে পড়াশোনার পথে নিয়ে আসতে পারত না অন্য কেউ।'

'প্রদীপ সকসেনাকে যতটা আমি জানি, খুব কুৎসিৎ কিছু করবার লোক সে নয়।'

'তুমি তো জানোই সুমনের ধারণা তার জীবনে বিপর্যয়ের জন্য দায়ী আমি।'

'এ ধারণা অন্যায় এবং মিথ্যে,' উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন কৃষ্ণনারায়ণ।

'আমি এতে দুঃখ পাই, কিন্তু বিচলিত হই নে,' গঙ্গাবাঈ করুণ হেসে বললেন। 'স্বামীর মৃত্যুর পরে অন্য একজন পুরুষের অবিবাহিত পত্নী হ'য়ে বেঁচে রইলাম। তাতে আমার লজ্জা নেই, বরং আনন্দ ও অহংকার। যা পেয়েছি তার জন্যে একটুও দাম দিতে হবে না এমন অন্যায় আবদার ঠাকুর মানবেন কেন? আমার অনেক ভাগ্য অম্বরনাথ সুমনের দৃষ্টি দিয়ে দেখে নি কখনও আমাকে, আশা করি দেখবেও না যতদিন বেঁচে থাকব। সুমনকে আমি দোষ দিই নে। আমাকেও আমি দোষ দিই নে। নিজের জীবন থেকে একটা বড় শিক্ষা আমি পেয়েছি। সহজে মানুষকে বিচার করতে নেই। কে যে কি কারণে কি ক'রে বসে বোঝা সহজ নয়, একেবারেই সহজ নয়।'

কৃষ্ণনারায়ণ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'প্রদীপ সকসেনা লোকটা খারাপ নয়। খোঁজ নিয়ে জেনেছি এর আগে কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে মহব্বৎ করে নি। বয়স তো কম হয় নি, বিবাহ-ও করতে চায় নি কখনও। ছোটবেলা বাপ ম'রে গেছে, মামাবাড়িতে মানুষ। তাদের সঙ্গেও বর্তমানে বিশেষ সম্পর্ক নেই। থাকবার মধ্যে একমাত্র নিজের জননী, তাঁকে প্রতি মাসে একশো পঁচিশ টাকা পাঠায়, দু'বছর পরে পরে একবার গিয়ে দেখে আসে। অর্থাৎ কোনও মানুষের প্রতিই শক্ত আকর্ষণ নেই। সুমনের সঙ্গে সম্পর্ক গ'ড়ে উঠলে তাকে নিয়ে

খেলে বেড়াবে এমন লোক প্রদীপ সকসেনাকে মনে হয় না। কিন্তু সুমনের কাছ থেকে 'প্রজাতন্ত্র' সম্পর্কে অনেক কিছু হয়ত জেনে ফেলবে প্রদীপ সকসেনা, তোমার বিরুদ্ধেও সুমন অনেক কিছু হয়ত বলবে তাকে। প্রদীপ সকসেনাকে 'প্রজাতন্ত্রে'র সঙ্গে বেঁধে ফেলার এও একটা বড় কারণ।'

'একদিন যদি প্রদীপ সকসেনাকে সরাতে চাও, তখন বিপজ্জনক হ'য়ে উঠবে না কি ব্যাপারটা?'

'সরাবার আগে পাখাগুলো কেটে ফেলতে হবে। ধরমবীরের পাখাই যদি কেটে ফেলতে পারি, প্রদীপ সকসেনাকে নিয়ে খুব একটা মুশকিল হবে না।'

'তুমি যদি না থাক?'

'যে কাজ আমার দ্বারা সম্ভব, তা তোমার দ্বারাও সম্ভব হবে, গঙ্গাবাঈ। 'প্রজাতন্ত্রে'র মালিকানা যদি তোমার হাতে তুলে দিয়ে যাই, এ বিশ্বাস নিয়েই তা করব।'

প্রদীপ সকসেনার 'প্রজাতন্ত্রে' অনুপ্রবেশ কারুর মনঃপুত হয় নি। ধরমবীর তাকে প্রথম থেকেই সন্দেহ ও তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে আসছিলেন, তাঁর ধারণা ছিল কৃষ্ণনারায়ণ কোনও মতলব নিয়ে প্রদীপ সকসেনাকে 'তৈরী করছেন'। ধরমবীরের সন্দেহ অন্যদের মধ্যেও সংক্রামিত হ'য়েছিল, হ'ত না যদি প্রদীপ সকসেনা সামান্যও বুঝতে পারত যে একদিন তাকে 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক হ'তে হবে। কৃষ্ণনারায়ণের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছিল প্রদীপ সকসেনা 'প্রজাতন্ত্রে' সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় লিখতে দেবার সুযোগ পেয়ে; কৃষ্ণনারায়ণেরই মাধ্যমে তার সঙ্গে বিত্তমন্ত্রীর সাক্ষাৎ সংযোগ স্থাপিত হ'য়েছিল, প্রতিটি প্রবন্ধ লিখবার আগে প্রদীপ সকসেনা একবার বিত্তমন্ত্রীর কাছ থেকে 'ব্রিফিং' পেত, এবং, লিখবার ঠিক আগের দিন, কৃষ্ণনারায়ণ

নিজে তার সঙ্গে আগামী নিবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতেন। এ দু'টো প্রাস্তুতিক পর্বই এমন নিখুঁত কোমলতার সঙ্গে সম্পন্ন হ'ত যে প্রদীপ সকসেনার সন্দেহ করবার অবকাশ ঘটত না যে প্রত্যেকটি প্রবন্ধ পরিপূর্ণ তার নিজের স্বকীয় স্বাধীন সৃষ্টি নয়, মনে হ'ত না কেউ তাকে দিয়ে কোনও কিছু করিয়ে নিচ্ছে। অথচ প্রতিটি প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি পাঠ ক'রে ধরমবীর, প্রাদেশিক রাজনীতিতে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অভাব সত্বেও, বুঝতে পারতেন প্রদীপ সকসেনার মাধ্যমে কৃষ্ণনারায়ণ মুখ্যমন্ত্রী ও বিত্তমন্ত্রীর মধ্যে আসন্ন ক্ষমতা-সংঘাতে তাঁর নিজস্ব ভূমিকার রূপায়ণ করছেন। বুঝতে পারতেন সংঘাতের দুই প্রধান নায়কও, যাদের দু'জনের কাছেই 'প্রজাতন্ত্রে'র দাম না-ক'মে বরং বেড়ে গেল, কেননা মুখ্যমন্ত্রী প্রদেশের সর্বাধিক প্রচলিত পত্রিকার সম্পাদকীয় সমর্থন উপেক্ষা করতে পারলেন না, বিত্তমন্ত্রীও বুঝতে পারলেন 'প্রজাতন্ত্র' ক্রমে ক্রমে তাঁর দিকে হাত বাড়াচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে রাজধানীতে 'প্রমোশন' দিয়ে বিত্তমন্ত্রীকে যখন মুখ্যমন্ত্রীত্বে অধিষ্ঠিত করা হ'ল, এবং প্রদীপ সকসেনা সাপ্তাহিক 'রাজনৈতিক পটভূমি' লিখতে শুরু করল, তখন 'প্রজাতন্ত্র-ভবনে' তার ইমেজ তৈরী হ'য়ে গেছে, প্রায় সবাকার চোখেই সে মালিকের আপন লোক। অম্বরনাথ তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, এবং সঙ্গে সঙ্গে 'প্রজাতন্ত্রে'র ভবিষ্যৎ ম্যানেজিং ডিরেক্টর, প্রতিদিন চার ঘণ্টা তাকে 'প্রজাতন্ত্র-ভবনে' বসত হয়, শিখতে হয় পরিচালকের কাজকর্ম। প্রদীপ সকসেনাকে সম্পাদকীয় বিভাগে টেবিল-চেয়ার দেওয়া হয়েছে, ক্লিপিং সেকসনের সাহায্য নিয়ে সে তার সাপ্তাহিক পটভূমি রচনা করে, এবং পাণ্ডুলিপি প্রথমে যায় কৃষ্ণনারায়ণের কাছে, তাঁর অনুমোদন নিয়ে যখন উপস্থিত হয় সম্পাদকীয় ডেস্কে, ধরমবীর পড়েও দেখবার প্রয়োজন বোধ করেন না, সু-উচ্চ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উপস্থিত কেউ থাকলে মন্তব্য করেন, 'এই যে এসেছে, এ সপ্তাহের পচা দুর্গন্ধ! ওরে, নিয়ে যা, নিয়ে যা, আমার স্পর্শ করতেও ঘৃণা হয়—নিয়ে যা

ললিতপ্রসাদজীর কাছে!' বেয়ারা এসে প্রদীপ সকসেনার স্ক্রিপ্ট তুলে নেয়, পৌঁছে দেয় বার্তাসম্পাদকের টেবিলে, ললিতপ্রসাদ নিজেই সেটাকে 'সাব' ক'রে পাঠিয়ে দেয় 'কেস রুমে। কৃষ্ণনারায়ণের নির্দেশ অনুযায়ী ফাইনাল প্রুফ্ প্রদীপ সকসেনা নিজেই দেখে দেয়।

'প্রজাতন্ত্রে'র সঙ্গে সংযোগ গ'ড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ সকসেনা মালিকের পরিবারের সঙ্গেও ক্রমশ গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়ছিল, যা প্রজাতন্ত্র-ভবনে অনেকের কাছে মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু হ'য়ে উঠল। অম্বরনাথকে পড়াবার জন্যে কৃষ্ণনারায়ণ যখন প্রদীপ সকসেনাকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন সুমনের তখনও স্বামী-বিয়োগ-জনিত দুরবস্থা অনেকটা টাটকা, তাকে প্রদীপ সকসেনা মাঝে মধ্যে দেখতে পেত, কিন্তু যুবতী সদ্য বিধবার প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি ছাড়া তার মনে সুমনের অন্য কোনও প্রতিক্রিয়া তখনও তৈরী হয় নি। অম্বরনাথ মেধাবী এবং মনোযোগী ছাত্র ছিল, গঙ্গাবাঈ-এর আকাঙ্ক্ষা ছিল ইকনমিকস্ অনার্সে সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়, তাঁরই গরজে কৃষ্ণনারায়ণ খোঁজ খবর নিয়ে প্রদীপ সকসেনাকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। সপ্তাহে তিন দিন সন্ধ্যা-কালে দু'ঘণ্টা ক'রে প্রদীপ সকসেনা অম্বরনাথকে ইকনমিকস্ পড়ান, পড়াতে ভালো লাগত, কারণ অম্বরনাথ উৎসাহী ছাত্র, পাঠ প্রায়ই দু'ঘণ্টা অতিক্রম ক'রে তৃতীয় ঘণ্টায় চলে যেত, এবং প্রদীপ সকসেনাকে রাত্রির আহার সমাপ্ত করতে হ'ত অম্বরনাথের সঙ্গেই। 'প্রজাতন্ত্রে'র মালিক-পরিবারের রহস্য নিয়ে প্রদীপ সকসেনার ঔৎসুক্য দুর্বল ছিল না, অনেকের মত সেও জানত কৃষ্ণনারায়ণ আর গঙ্গাবাঈ-এর সম্পর্কের কথা, গঙ্গাবাঈকে সে প্রায় দেখতেই পেত না, কিন্তু সুমন মাঝে মধ্যে তাকে জলখাবার এনে দিত, মাঝে মধ্যে তাকে এসে বলত, 'মাস্টার সাব, আপনার আহারের ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে। আজ এখানেই খেয়ে যাবেন।' অম্বরনাথের সঙ্গে খেতে বসলে দেখাশোনা করত সুমন, গঙ্গাবাঈ কদাচ প্রদীপ সকসেনার কাছে বের

হতেন না।' প্রদীপ সকসেনা কিন্তু অম্বরনাথের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল, 'প্রজাতন্ত্র' পরিচালনায় গঙ্গাবাঈ-এর বিশিষ্ট ভূমিকার কথা, আরও জেনেছিল মাঁর প্রতি অম্বরনাথের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কত গভীর।

অম্বরনাথ ইকনমিকস্ অনার্সে প্রথম বিভাগে পাশ করবার পর গৃহ-শিক্ষক হিসেবে কৃষ্ণনারায়ণের পরিবারে প্রদীপ সকসেনার সম্মান বেড়ে গেল, অম্বরনাথ তার গৃহশিক্ষককে দামী কাশ্মীরী শাল প্রণামী দিল। বলল, 'মা এটা আপনার জন্যে কাশ্মীর থেকে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে আনিয়েছেন, আমাকে বলতে বলেছেন, তিনি আপনার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।' সেদিনই কৃষ্ণনারায়ণ প্রদীপ সকসেনাকে ডেকে পাঠালেন। অম্বরনাথের সার্থকতার জন্যে তার গৃহশিক্ষককে প্রাপ্য বাহাদুরী জানিয়ে, 'প্রজাতন্ত্রে' প্রকাশিত তার প্রবন্ধগুলির তারিফ ক'রে, কৃষ্ণনারায়ণ এক নতুন অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।

'তোমার কাছ থেকে যত পাচ্ছি, ততই আমাদের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে।'

'আপনার অনুগ্রহও আমি কম পাচ্ছি না।'

'তোমাকে আজ একটি বিশেষ অনুরোধ করব।'

'আদেশ করুন।'

'অনুরোধটা সুমন সম্বন্ধে।'

প্রদীপ সকসেনার দেহে তীব্র বিদ্যুৎ খেলে গেল।

'সুমনকে তো তুমি চেনো।'

'জী হ্যাঁ। উনি আমার খুব যত্ন আত্তি করেন।

'সুমনকে নিয়ে আমাদের বড় দুর্ভাবনা। ওর অবস্থা তো জানো।'

'খুব দুঃখের।'

'আমরা চাই পড়াশোনা ক'রে সুমন নিজের পায়ে দাঁড়াক।'

'উত্তম প্রস্তাব।'

'তার মানে এই নয় সুমনের জীবনে কোনওদিন অর্থাভাব হবে।

কিন্তু অর্থই তো জীবনের সব কিছু নয়। কিছু একটা নিয়ে ওকে বেঁচে থাকতে হবে তো।'

'নিশ্চয়।'

'পড়াশোনায় মন কোনওদিন ছিল না। ছোটবেলা সুমন ছিল দুর্বল আর রুগ্ন।'

'তাই নাকি? দেখে তো মনে হয় না!'

'ওকে যদি চৌদ্দ বছর বয়সে দেখতে, মনে হ'ত বুঝি এগার বারো বছরের খুকি। আঠার বছর থেকে হটাৎ ওর স্বাস্থ্য ফিরে গেল। তিন মাস ওকে আমরা সিমলা পাহাড়ে রেখেছিলাম। সেজন্যেই এবং ভাল ওষুধ পত্র খেয়ে হটাৎ ওর স্বাস্থ্য একেবারে বদলে যায়।'

প্রদীপ সকসেনা শুনে গেল। রাজনারায়ণ বলে চললেন, 'কিন্তু পড়াশোনায় কোনওদিন ওর মন বসে নি। অম্বরনাথ আর সুমন ভাইবোন হ'লে কি হবে, একেবারে আলাদা চরিত্রের। অম্বরনাথ সীরিয়স, জীবনে কিছু একটা হবার আকাঙ্ক্ষা ছোটবেলা থেকেই প্রবল। সুমনের কোনও কিছুতেই মন নেই। কোনওমতে ম্যাট্রিক পাস ক'রে কিছুতেই কলেজে ভর্তি হ'তে চাইল না, তার পর তো বিয়ে হ'য়ে গেল, আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু দেখ মেয়েটার কি কপাল। দু'বছরের মধ্যে স্বামী ম'রে গেল।'

'কি হ'য়েছিল?'

'কনজেনিটাল হার্ট কেস। আমরা জানতাম না।'

'খুব দুঃখের।'

'আমরা চাই সুমন পড়াশোনা শুরু করুক। কলেজে ভর্তি হ'তে কিছুতেই ওকে রাজী করাতে পারছি না। কি জানি কেন স্কুল কলেজ নিয়ে ছোটবেলা থেকেই ওর ভীষণ আতংক। অনেক কষ্টে ওকে বাড়ীতে ব'সে পড়বার প্রস্তাবে রাজী করান গেছে। কিন্তু ওর একটা সর্ত। তুমি যদি ওকে পড়াও তাহলেই ও পড়বে।'

প্রদীপ সকসেনা দেহে পুনরায় বিদ্যুৎ-ঝিলিক অনুভব করল।

'আই. এ. পড়বেন তো!'

'হ্যাঁ।'

'সব সাবজেক্ট আমাকে পড়াতে হবে?'

'সেকথা পরে আসবে। আমি জানি তোমার অত সময় নেই। এম. এ. পড়বার সময় অম্বরনাথের চলবে না তোমাকে ছাড়া। তোমার কলেজ আছে, 'প্রজাতন্ত্র' আছে। জুলুম করছি আমরা তোমার ওপর। সুমনকে তুমি যদি একবার পড়াশোনার রাস্তায় চালিয়ে দিতে পার তাহ'লে তোমার নির্দেশ মত ওর জন্যে একাধিক গৃহশিক্ষক রেখে দিতে আমার কোনও অসুবিধা হবে না। সমস্যা হচ্চে, তুমি না চালিয়ে দিলে সুমন এক-পাও চলবে না।'

'এ কোনও সমস্যাই নয়। আমি ওঁর ভার নিলাম। আপনি নিশ্চিন্ত হোন।'

'তোমাকে ধন্যবাদের ভাষা নেই আমাদের। অর্থের দিক থেকে আমি দেখব যাতে···।'

'ওকথা তুলে আমায় লজ্জা দেবেন না। আমি অনেক পাচ্ছি আপনার কাছ থেকে।'

যে 'একটা-সম্পর্ক' গ'ড়ে উঠল প্রদীপ সকসেনা ও সুমনের মধ্যে তার জন্যে দু'জনের একজনেরও প্রস্তুতির প্রয়োজন হ'ল না, যে-নিয়মে মানুষের জীবনে প্রায় সবকিছু ঘটে, সে রক্তমাংসমনস্নায়ু এবং সময়ের নিয়মে দিনে দিনে বহু যোগসূত্রে দু'জনে দু'জনের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে গেল, তাতে প্রদীপ সকসেনার এবং সুমনের জীবনে গুরুতর কোনও বিপ্লব ঘটল না, অথচ অনেক কিছু বদলে গেল, যার মধ্যে, প্রদীপ সকসেনার ক্ষেত্রে, সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল নারীর হৃদয় ও দেহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক; সুমনের ক্ষেত্রে, প্রথম পুরুষের প্রেমের স্থায়ী উত্তাপ। প্রদীপ সকসেনা জীবনের কতগুলি বছর নারীসঙ্গ

থেকে সতর্ক দূরত্ব রক্ষা ক'রে এসেছিল, নারী যে জীবনে প্রয়োজন এমন অনুভূতি তার কখনও হয় নি। খানিকটা গান্ধীবাদের আদর্শে, অনেকখানি ছোটবেলা থেকে মামাবাড়িতে বহুলাংশে একা একা বড় হ'য়ে, তার মধ্যে একধরণের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এসে গিয়েছিল, যাকে কোনও রমণীর কাছে বিসর্জন করতে কোনওদিন সে উৎসাহ বোধ করে নি। কলেজে পড়ার সময় থেকে শহরে সে একা বাস ক'রে এসেছে, মামাবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক হ'য়ে এসেছে স্তিমিত, মার সঙ্গেও; অতএব যোগাড়যন্ত্র ক'রে বিবাহ দেবার কেউ ছিল না, না-থাকাতে নিজেকে বঞ্চিত মনে করে নি, বরং তার স্বয়ং-সম্পূর্ণতা পুষ্টিলাভ করেছে; উদ্যোগ আয়োজন ক'রে কোনও মেয়ের সঙ্গে মিতালি করবার তাগিদ ভেতর থেকে উঠে এসে ত্যক্তবিরক্ত করে নি প্রদীপ সকসেনাকে। অথচ প্রদীপ সকসেনার দীর্ঘদিনের নারী-বর্জিত জীবন-নাটকে পাদপ্রদীপের অন্তরালে, নেপথ্যে, রমণী-সঙ্গলাভের বাসনা গোপনে বিস্তৃত হ'য়ে রয়েছে, এ সংবাদটি পর্যন্ত তার কাছে এতদিন পরিষ্কারভাবে পেঁৗছয় নি। এ সংবাদের প্রথম লাজুক ইংগিত প্রদীপ সকসেনা পেয়েছিল সুমনকে কাছাকাছি চলতে ফিরতে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে: সুমন সুন্দরী নয়, রং ময়লা, নাক মোটা, ঠোঁট পুরু, চিবুক প্রায় নেই বললেই চলে, কিন্তু সুমনের চোখ আছে, দুটি ঢালাও চোখ, কেবল বড় নয়, গভীর, কেবল ঘনকালো নয়, ঢেউখেলান কালো, সুমনের দেহে অনেক, অনেক যৌবন, ব্যক্তিত্বে, সবকিছু মিলে, একটা ভোঁতা নালিশ, যার প্রকাশ নেই ভাষাতে, কিন্তু আছে চলনে, বসায়, চাহনিতে, এবং সুমন দুঃখ-গম্ভীর, বুঝি-বা স্বামীর শোক, আহা বেচারা, এই-কচি বয়সে স্বামীহারা! কিন্তু সুমন নিস্তরঙ্গ নয়, বরং দেহমনের তরঙ্গ সামলে রাখতে গিয়ে বার বার, বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই, মৃদু-তরঙ্গিত, অন্তত সুমনের দেহের বিদ্যুৎ অনেকবার প্রদীপ সকসেনার দেহে সঞ্চারিত হয়েছে দু'জনের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক স্থাপিত হবার আগেই।

প্রদীপ সকসেনা এবং সুমনের নিকট, নিকটতর, নিকটতম হ'তে, অতএব, সময় লাগে নি, অন্তত মনে হয় নি সময় লেগেছে, সময়তো আসলে একটা অনুভূতি মাত্র, প্রস্তুতির পায়তারা লাগে নি। প্রদীপ সকসেনা ছাড়া আর কাউকে গৃহশিক্ষক চায় নি সুমন, অতএব তার প্রস্তুতি হ'য়েই ছিল উদ্যোগপর্বের আগে: বছর দুই সে প্রদীপ সকসেনাকে সপ্তাহে চারদিন দেখেছে, জলখাবার দিয়েছে, রাত্রি' আহারের নিমন্ত্রণ জানিয়েছে, আহারের সময় উপস্থিত থেকে তদারক করেছে। এর চেয়ে বেশি তো কোনও মেয়েরই দরকার হয় না কোনও পুরুষকে চিনতে, বুঝতে, যতটা একটি মেয়ে একটি পুরুষকে চিনতে-জানতে পারে অথবা একটি পুরুষ একটি মেয়েকে: সুমন আগে থেকেই কিছুটা অংক ক'ষে নিয়েছে, একটা অংকে তার প্রথম থেকেই ভুল হয় নি: প্রদীপ সকসেনা যদি জানতে পায় সুমন আর কারুর কাছে পড়বে না, তা হ'লে সে তাকে পড়াবেই। এর পরের অংকে অবশ্য কিছু কিছু ভুল হ'য়ে গেছে, কোন মানুষের ভুল না হয় অন্য মানুষকে নিয়ে অংকের ফলাফলে?

সুপরিকল্পিত না হ'লেও, প্রথম থেকেই সুমন মোটামুটি জানত প্রদীপ সকসেনার সঙ্গে কি ভাবে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক তৈরী করতে হবে। সুমন ছোটবেলা থেকে স্বল্পভাষী, কিছুটা বিষণ্ণ, অনেকখানি একা; অম্বরনাথ যেমন শিশুকাল থেকেই জননী-কেন্দ্রিক, সুমন তেমনি মার কাছ থেকে, সবার কাছ থেকে, অনেকখানি দূরে। এবং সে-কারণেই নিজের সঙ্গে তার প্রথম থেকেই অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তার যেটুকু জগৎ, অস্তিত্ব, বিস্তার ও গভীরতা, প্রায় সবকিছুই নিজের মধ্যে, নিজেকে নিয়ে। ছোটবেলা থেকে সুমন অবাধ্য, কিন্তু বিদ্রোহের সাহস থেকে বঞ্চিত, তার অবাধ্যতার শিকড় নিজের মধ্যেই দূর-প্রসারিত। এ পরিবারের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারে নি সুমন সেদিন থেকে যেদিন, তখন তার তের বছর বয়স, রোগা এবং রুগ্ন ছিল ব'লে দেখে মনে হ'ত দশ কি এগার, স্কুলের একটি মেয়ের

মুখে শুনেছিল কৃষ্ণনারায়ণ আর গঙ্গাবাঈকে নিয়ে কুৎসিৎ একটা ইংগিত, আর একটি মেয়ের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, 'এই, স্নমন, তোর বাবা কৃষ্ণনারায়ণ তোর মাকে বিয়ে করে নি কেন?' স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে স্নমন সোজা চলে গিয়েছিল অম্বরনাথের ঘরে, অম্বরনাথ পরীক্ষার পড়া তৈরী করছিল, স্নমনকে ঘরে ঢুকে খাটের কোণায় ব'সে আঙ্গুল কামড়াতে দেখে, পড়া থামিয়ে, প্রশ্ন করেছিল:

'তুই এখানে?'

স্নমন কিছু না ব'লে আরও মন দিয়ে আঙ্গুল কামড়ে চলেছিল।

'কিছু বলবি?'

স্নমন ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল, হ্যাঁ, কিছু বলতে চায় সে।

অম্বরনাথ বিস্মিত হ'য়েছিল। স্নমনের সঙ্গে কখনও তার বন্ধুত্ব হয় নি। বয়সের ব্যবধান পাঁচ বছর হ'লেও স্নমন চুপচাপ এবং একা।

'কি বলবি বল। আমার পড়া আছে।'

'আমার বাবা কে?

অম্বরনাথের বিস্ময় এবার চরমে উঠেছিল।

'কেন? আমাদের বাবার নাম তুই জানিস নে?'

'কি নাম?'

'কেন? দিগম্বরনাথ পাণ্ডে! তুই জানিস নে?'

'কৃষ্ণনারায়ণজী আমাদের কে হন?'

'আমাদের বাবার নিকটতম বন্ধু।'

'মার উনি কে হন?'

স্নমনের প্রশ্নে একটা প্রচ্ছন্ন গম্ভীর নালিশ ছিল যা অম্বরনাথের গলায় গিয়ে বিঁধল, প্রশ্নের জবার যদি-বা ছিল, গলায় আটকে গেল, স্নমনও হটাৎ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, অম্বরনাথ কি বলে শোনবার প্রয়োজন ছিল না তার, তাছাড়া চোখ ভ'রে গিয়েছিল জলে। যে-সব প্রশ্ন অম্বরনাথকে কোনওদিন চাবুক মারে নি, যে সম্পর্ককে সে সহজে

গ্রহণ ক'রে এসেছে, মাকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ক'রে নেওয়ার ফলে, সুমনের কাছে তার বোঝা কখনও সহজ হ'তে পারে নি।

এ ঘটনার পর দিন থেকে সুমন আর স্কুলে যায় নি। গঙ্গাবাঈকে এককথায় নিরুপায় ক'রে দিয়েছে।

'স্কুলের মেয়েরা ভাল নয়। খারাপ খারাপ কথা বলে। স্কুলে আমি আর যাব না।'

গঙ্গাবাঈ বুঝতে পেরেছেন। সুমনকে বোঝাতে পারেন নি।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সুমনকে প্রাইভেট পড়িয়ে ম্যাট্রিক পাস করান গেছে।

বিয়ে দেওয়াও সহজ হয় নি। কৃষ্ণনারায়ণেব প্রভাব ও অর্থের জোরে শেষ পর্যন্ত রাজস্থানের এক ঠাকুর পরিবারে সুমনের বিয়ে হ'য়েছিল। যাব সঙ্গে তার বয়স ছিল সুমনের চেয়ে চৌদ্দ বছর বেশি, রাজস্থান-পাঞ্জাব-দিল্লী-উত্তরপ্রদেশ ব্যাপী গমের পাইকারী ব্যবসা ছিল, এবং তার আরও ছুটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যার পরিচয় সুমন পেয়েছিল বিয়েব পরেই, গঙ্গাবাঈ-কৃষ্ণনারায়ণ কিছু দেরীতে।

সুমনের স্বামীর সঙ্গম-ক্ষমতা ছিল না। হৃদযন্ত্র জন্ম থেকে দুর্বল ছিল।

দুটোর সমবেত ষড়যন্ত্রে বিবাহের দ্বিতীয় বছরে তার দেহান্ত হ'ল।

সুমন বিধবা হ'ল।

স্বামীর নাম এখন তার মনে নেই।

নিজেকে নিয়ে যতই উতলা হোক সুমন, সাধারণত বাইরের কেউ তা জানতে পারত না। বিধবা হ'য়ে মার কাছে ফিরে এসে একদিন মাত্র নিজেকে সে সামলাতে পারে নি।

গঙ্গাবাঈ শোবার ঘরে ব'সে কৃষ্ণনারায়ণের জন্যে উলের জামা বুনছিলেন।

সুমন ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করেছিল :

'মা, আমার বাবা কে?'

গঙ্গাবাঈ-র বোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুখ বোবা।

'মা, আমার বাবা কে? বল। বল! বল!! কার সন্তান আমি?'

গঙ্গাবাঈ এতক্ষণে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছিলেন।

'তোমার, তোমাদের, জনকের নাম দিগম্বরনাথ পাণ্ডে।'

'সত্যি বলছ? সত্যি বলছ? কৃষ্ণনারায়ণের রক্ত নেই আমার দেহে? আমি তোমার অবৈধ সন্তান নই?'

'তোমার বাবা জীবিত থাকতে কৃষ্ণনারায়ণজীর সঙ্গে আমার দৈহিক সম্পর্ক ছিল না।'

'তবে? তবে কেন আমার এমন হ'ল, মা?'

সুমন কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। অনেক, অনেক কান্না। সমুদ্রের ঢেউ-এর মত।

গঙ্গাবাঈ তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন নি।

নিথর নিস্তব্ধ হ'য়ে কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠা, ভেঙ্গে পরা সুমনকে দেখেছিলেন।

এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় নি সুমনের পরবর্তী দিনগুলিতে।

প্রদীপ সকসেনা বলেছিল, 'আমি আপনাকে পড়াতে রাজী হ'য়েছি। আপনি পড়বেন তো?'

সুমন জবাব দিয়েছিল 'পড়ব।'

প্রদীপ সকসেনা বলেছিল, 'পাস করতে হবে কিন্তু। পাস করা কিছু কঠিন কাজ নয়।'

সুমন বলেছিল, 'আপনি পড়ালে, পাস ক'রে যাব।'

'আপনাকেও পড়তে হবে।'

'পড়ব।'

'সব বিষয়গুলি আমি পড়াতে পারব না। আর দু'একজন শিক্ষক রাখতে হবে।'

সুমন বলেছিল, 'না-ও হ'তে পারে। আমি খুব বোকা নই।'

প্রদীপ সকসেনা হেসে উঠেছিল, 'নিশ্চয় নন। আপনি অম্বর-নাথের বোন্ তো।'

'দাদার মত মেধা আমার নেই। কিন্তু দেখবেন, আমি খুব বোকা নই।'

'অম্বরনাথের মেধা আছে, সঙ্গে সঙ্গে খাটবার ইচ্ছেও আছে। আপনাকে কিন্তু খাটতে হবে।'

সুমন বলেছিল, 'দাদাকে আপনি তুমি বলেন। কৃপা ক'রে আমাকেও তাই বলবেন।'

একটু থেমে, যোগ দিয়েছিল, 'দেখবেন, আমিও খাটব।'

সুমনের আগ্রহ ও চেষ্টা দেখে প্রদীপ সকসেনা দু'মাসের মধ্যেই চমৎকৃত হয়েছিল।

'তুমি খুব ভাল করছ। বেশ তাড়াতাড়ি শিখছ।'

'আপনার কৃপা।'

'তার চেয়ে অনেক বড় তোমার নিজের আগ্রহ ও চেষ্টা।'

'আপনি পড়াচ্ছেন, তাই।'

'স্কুল কলেজে পড়তে চাও নি কেন?'

'ভাল লাগে না।'

'কাদের? মাস্টারদের না ছাত্রীদের?'

'কাউকে না।'

'এখন পড়তে ভাল লাগছে?'

'খুব নয়। কিছুটা লাগছে।'

'আরও লাগবে।'

'যদি আপনি পড়ান।'

'আমি না পড়ালেও লাগবে। বই-এর মত বন্ধু নেই। কেবল তাকে আবিষ্কার করতে হয়।'

'বই কখনও আমার বন্ধু হবে না। আমার কেউ বন্ধু হয় না।'

'কেউ না?'

'আজ পর্যন্ত কেউ হয় নি।'

প্রদীপ সকসেনার আর্দ্র মনের চেহারা দেখে সুমন খুব আস্তে বলল, 'এর আগে কেউ আমার জন্যে প্রাণের থেকে কিছু করে নি, যা আপনি করছেন। আপনি আমাকে প্রাণের থেকে পড়াচ্ছেন। তাই আমি পড়তে পারছি।'

ছ'মাস পরে সুমন আরও অনেক সহজ হ'ল। নিজের কথা, বাড়ির কথা প্রদীপ সকসেনাকে একটু একটু ক'রে বলতে পারল।

'ইণ্টারমিডিয়েট পাস ক'রে আমি বি. এ. পড়ব। ইকনমিকস্ পড়ব। অনার্স নেব। আপনি পড়াবেন তো?'

'প্রাইভেটে অনার্স নেওয়া যায় না। অনার্স পড়তে হ'লে কলেজে ভর্তি হ'তে হবে।'

'তা হ'লে পড়ব না। কিন্তু ইকনমিকস্ পড়ব। তা হ'লে আপনার লেখা আরও ভাল বুঝতে পারব।'

'ওগুলো পড়ো না কি তুমি?'

'প্রত্যেকটা। আমার কাছে প্রত্যেকটার কাটিং আছে। দেখবেন?'

'বুঝতে কষ্ট হয়! হবার তো কথা নয়। সাধারণ পাঠকদের জন্যে লেখা।'

'আপনার সাধারণ পাঠকরা আমার চেয়ে বুদ্ধিমান।'

'খুব বেশি নয়।'

'আচ্ছা, দাদা কি 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক হবে?'

'তা আমি কি ক'রে জানব? আমি তো 'প্রজাতন্ত্রে'র একজন নিয়মিত লেখক মাত্র!'

'ধরমবীরজীকে এঁরা আর বেশিদিন রাখবেন না। কাউকে বলবেন না যেন?'

'এঁরা মানে?'

'মা আর কৃষ্ণনারায়ণজী।'

'তোমার মা-ও কি 'প্রজাতন্ত্র' পরিচালনা করেন না কি ?'

'আপনি জানেন না ? . মা-ই তো আসল ! মা'র সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কৃষ্ণনারায়ণজী কোনও সিদ্ধান্ত নেন না। কাগজের গোড়া থেকেই মা সমান অংশীদার। বাবা যখন জেলে ছিলেন তখন তো মা আর কৃষ্ণনারায়ণজীই 'প্রজাতন্ত্র'কে বাঁচিয়ে তোলেন।'

'তোমার মা'র সঙ্গে আমার আলাপ হয় নি আজ পর্যন্ত।'

'মা আপনার সব খবর রাখেন। সবাকার সবকিছু মার জানা। প্রয়োজন হ'লে মা আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন।'

'কার প্রয়োজন ?'

'মা'র।'

'অম্বরনাথ শুনছি কাজকর্ম খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিচ্ছে। তুখোড় ছেলে।'

'দাদাই তো ভবিষ্যতে 'প্রজাতন্ত্র পাবলিকেশন্‌স্'-এর মালিক হবে।'

'তুমি ?'

'আমাকে ওঁরা দশ পার্সেণ্ট শেয়ার দিয়েছেন।'

'দশ পার্সেণ্ট তো কম নয় !'

'নয়ই তো ! ওঁদের ধারণা শেয়ারের আয়েই আমার সারা জীবন সচ্ছল চ'লে যাবে।'

'যাবে না ?'

'কি ক'রে জানব ? এখন তো আমার কিছুই দরকার নেই। সবই ওঁরা করছেন।'

'তুমি ওঁদের থেকে নিজেকে আলাদা মনে করো কেন ?'

'আমি আলাদা নই ? আমি সবাকাব থেকে আলাদা।'

'তোমার শ্বশুরালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছ নিশ্চয়।'

'না। ওপাট একদম চুকে গেছে।'

'শুনেছি ওঁরা ভীষণ ধনী।'

'জানি না।'

প্রদীপ সকসেনাকে আরও বিস্মিত করে : 'জানেন, আমার স্বামীর নাম মনে নেই!'

তীক্ষ্ণধার নীরবতা ভঙ্গ ক'রে প্রদীপ বলল, 'সত্যি মনে নেই?'

সুমন ক্ষুরের ধারের মত হাসল।

'মনে কি আর নেই? চেষ্টা করলে বলতে পারব আপনাকে।'

মাস ক'য়েক পরে।

'জানেন, 'প্রজাতন্ত্রে'র এবার রোটারী মেশিন আসছে।'

'শুনেছি।'

'কৃষ্ণনারায়ণজী গভর্নমেণ্ট থেকে মোটা টাকা ধার পাচ্ছেন।'

'তাই নাকি?'

'এটা তো আপনার জন্যেই সম্ভব হ'ল! আপনার প্রবন্ধগুলি ওঁর সঙ্গে গিরিধারীলালজীর বন্ধুত্ব তৈরী ক'রে দিয়েছে। সবাইতো 'প্রজাতন্ত্র'কে মুখ্যমন্ত্রীর বুলেটিন বলে।'

'তুমি এত সব জানলে কি ক'রে?'

'আমি 'প্রজাতন্ত্রে'র দশ-ভাগের-এক-ভাগ মালিক নই?'

'ও, তাই তো! আমি ভুলেই যাই। তোমাকে আমার মান্য ক'রে চলা উচিত।'

'ওকথা বলছেন কেন? ঠাট্টা ক'রেও অমন বলবেন না। আপনি আমার জীবনে কত বড় তা কেবল আমিই জানি।'

'কত বড়? অ-নে-ক বড়?'

সুমন কিছু বলল না। বুঝিয়ে দিল, এ নিয়ে আর কিছু বলতে চায় না।

কিন্তু অন্য কথা বলল, 'আপনি 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক হবেন?'

'সে কি? আমি কেন 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক হ'তে যাব? ধরমবীর এখনও স্বক্ষেত্রে সতেজে বিদ্যমান। তাছাড়া আমি সাংবাদিক নই। অধ্যাপক। এক আধটা প্রবন্ধ লিখতে পারি, সংবাদপত্র সম্পাদনার কিছুই জানি নে।'

'শিখে নেন না কেন? আপনার মত লোকের শিখতে ক'দিন লাগবে?'

'শিখতে যাবো কেন? 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক হবার আগ্রহ আমার নেই। অধ্যাপক থাকতে বেশ ভাল লাগে আমার।'

'সম্পাদক হ'তেও ভাল লাগবে, দেখবেন।'

'তুমি কেন একথা বারে বারে বলো? তোমার মা আর কৃষ্ণনারায়ণজী কোনও কারণেই আমাকে 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক করবেন না।'

'ওঁদের কথা জানি নে। মা'ব নিশ্চয ইচ্ছে, দাদাই সম্পাদক হোক ধরমবীরজীর পরে।'

'তবে?'

'কিন্তু আমি চাই, আপনি সম্পাদক হোন।'

'তাতে তোমার লাভ?'

'আপনার মত পণ্ডিত 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক হ'লে পত্রিকার সম্মান বাড়বে, সার্কুলেশন বাড়বে।'

'এবিষয়ে ওঁদেরও নিশ্চয় পুরো গরজ আছে।'

'আপনি সম্পাদক হ'লে আমার কোনও ভয় থাকবে না।'

'তোমার ভয়? তোমার ভয় কিসের?'

'তাহলে ওঁরা কখনও আমার শেয়ার কিনে নিতে পারবেন না। আপনি আমার স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষা করবেন।'

'তুমি নিশ্চয় ওঁদের ওপর অবিচার করছ। কৃষ্ণনারায়ণজী অতি উদার ও মহৎপ্রাণ মানুষ। তোমার মাকে অবশ্য আমি চিনি না। কিন্তু অম্বরনাথকে আমি চিনি।'

'হয়তো অবিচারই করছি। আমার সবসময় কেমন ভয় ভয় করে। মনে হয় আমার কেউ নেই। ওঁদের কাউকে আমি পুরো বিশ্বাস করি নে। কাউকে আমি পুরো বিশ্বাস করি নে। নিজেকেও না।'

'আমাকে? আমাকেও না?'

'সবচেয়ে বেশি আমি আপনাকেই বিশ্বাস করি।'

'সত্যি বলছ?'

'যা মনে হয় তাই বলছি। আমার বিশ্বাস আপনি কখনও আমাকে ঠকাবেন না। আমার ভাল ছাড়া মন্দ কিছু হবে না আপনার দ্বারা।'

'আমি পুরুষ। অত বিশ্বাস করতে নেই কোনও পুরুষকে।'

'করিনে তো। এক আপনাকে ছাড়া।'

'আমিও তো পুরুষ।'

'তার চেয়েও আপনি অনেক বেশি।'

একটু থেমে, খুব আস্তে, 'আপনি আমার মাস্টারমশাই।'

এক বছরের মধ্যে সুমনকে প্রদীপ সকসেনা ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য তৈরী ক'রে ফেলল। পরীক্ষার ফল সরকারী ভাবে প্রকাশ হবার আগেই জেনে নিল সুমন দ্বিতীয় বিভাগে পাস ক'রে গেছে। জানতে পেরে সন্ধ্যাবেলা হাজির হ'ল কৃষ্ণনারায়ণের গৃহে। চাকর এসে দরজা খুলতে প্রশ্ন ক'রে জানল গৃহে কেউ নেই, এক দিদিমণি ছাড়া। মাতাজী এক সপ্তাহের জন্যে বারাণসী গেছেন। কর্তা গেছেন দিল্লী। দাদাবাবু দপ্তরে। ফিরতে রাত হবে।

প্রদীপ সকসেনা বলল, 'দিদিমণিকে খবর দাও আমি এসেছি।'

মিনিট দশেক পরে সুমন এল বসবার ঘরে। প্রদীপ সকসেনা তাকিয়ে দেখল সুমন শাড়ি বদলে, চুল বেঁধে, মৃদু প্রসাধন ক'রে এসেছে।

'আপনি আজকে?'

'পড়ানো না থাকলে আসতে নেই?'

'একশো বার আছে। চলুন, পড়ার ঘরে গিয়ে বসবেন। বাড়িতে কেউ নেই।'

'শুনেছি। তুমি তো আছ।'

'একা আমিই আছি। আসুন।'

স্মনের পড়ার ঘর দোতলার এক কোণে। রাস্তার ওপর। প্রদীপ সকসেনাকে বসতে দিয়ে সুমন বলল, 'পড়ানোর কাজ ছাড়া আপনি এর আগে কখনও আসেন নি এ ঘরে। একটু বসুন। আমি চা জলখাবার নিয়ে আসছি।'

'তোমাকে কিছু বলার আছে।'

'আগে চা খেয়ে নিন, পরে শুনব।'

চা-এর ব্যবস্থা ক'রেই এসেছিল সুমন, তিন মিনিটের মধ্যে চা আর গরম সিঙ্গারা নিয়ে এল।

খেতে খেতে প্রদীপ সকসেনা ভাবল, খবরটা একটু পরে দেওয়া যাবে। বলল, 'কৃষ্ণনারায়ণজী দিল্লী গেছেন শুনলাম।'

'হ্যাঁ। আজকাল প্রায়ই উনি দিল্লী যাচ্ছেন। বড় কিছু একটা ঘটছে মনে হচ্চে।'

'কি ঘটছে?'

'জানিনে। কেউ বলে না আমাকে। তবু আমার ধারণা ব্যাপারটা ধরমবীরকে নিয়ে।'

'বুঝলাম না।'

'আমি শুধু এটুকু জানি ওঁরা ধরমবীরজীকে সরাতে চান। ধরমবীরজীর বেশ কিছু ব্যাকিং আছে দিল্লীতে। পণ্ডিতজী নাকি ওঁকে ভালবাসেন।'

'কি সর্বনাশ! মাইনে-করা সম্পাদককে সরাতে হ'লে প্রধান-মন্ত্রীর শরণাপন্ন হ'তে হবে!'

'ধরমবীরজী কেবল মাইনে-করা সম্পাদক নন। তাঁর চেয়ে অনেক বেশি। 'প্রজাতন্ত্রে'র সঙ্গে দীর্ঘকাল ওঁর সম্পর্ক। 'প্রজাতন্ত্রে'র হ'য়ে বার বার জেল খাটতে হয়েছে ওঁকে। মতিলাল নেহেরুর সুপারিশ নিয়ে উনি এসেছিলেন বাবা আর কৃষ্ণনারায়ণজীর কাছে।'

'কত পার্সেণ্ট শেয়ার ধরমবীরের?'

'শুনবেন? আমার বাবা আর কৃষ্ণনারায়ণের সঙ্গে ধরমবীর যখন

হাত মিলিয়ে 'প্রজাতন্ত্র'কে দাঁড় করালেন, তখন তাঁকে এক তৃতীয়াংশ শেয়ার অফার করা হ'য়েছিল। উনি নেন নি। বলেছিলেন, সম্পাদক যদি মালিক হয় তার চরিত্র থাকে না। আপনারা মালিক, আমি সম্পাদক। আপনারা পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখবেন, আমি তাকে ব্যবহার করব স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে। রাজনৈতিক আক্রমণ যা আসবে যাবে আমার ওপর দিয়ে। যতদিন দেশ স্বাধীন না হবে ততদিন আমি পত্রিকার শেয়ার নেব না। স্বাধীনতার পরে নতুন ক'রে ভাবা যাবে।'

'খুব তেজী লোক ধরমবীর।'

'স্বাধীনতা আসবার পর ধরমবীর 'প্রজাতন্ত্রে'র শেয়ার চাইলেন। কিন্তু মা আর কৃষ্ণনারায়ণজী তখন আর ওঁকে শেয়ার দিতে রাজী নন। এ নিয়ে কয়েক বছর ধ'রে গোলমাল চলছে। ধরমবীরজীর আর কিছু করবার নেই।'

'শুনেছি, উনি নাকি অনেক টাকা জমিয়ে ফেলেছেন!'

'ফেলেছেন বৈ কি? ওঁরা একজনও সাধু নন। প্রত্যেকের হাত নোংরা। ধরমবীরজী গত কয়েক বছরে বেশ কিছু গুছিয়ে নিয়েছেন। কে না নিয়েছে বলুন? ওঁর মুশকিল, উনি খুব চতুর লোক নন। মা আর কৃষ্ণনারায়ণজীর সঙ্গে পেরে ওঠার শক্তি নেই ওঁর। তাইতো আপনাকে বার বার বলছি—'

'ধরমবীরের চেয়ার কেড়ে নিয়ে তাতে গ্যাঁট হ'য়ে বসি, কি বলো?'

'ধরমবীরজীর আর বেশি দিন সম্পাদক থাকতে হবে না। কৃষ্ণনারায়ণজী ওঁকে এর মধ্যেই কেন সরিয়ে দেন নি আমি বুঝতে পারছি না। কলকাঠি সব প্রস্তুত। একদিন দেখবেন উনি টুপ ক'রে খ'সে পড়েছেন।'

'টিকটিকির লেজের মত?'

'ঠিক তাই। আর এক কাপ চা আনব?'

'না। এবার তুমি আমার সামনে বসো। তোমাকে একটা খবর বলব।'

'কি আর বলবেন? আসল খবরের তো এখনও দু'সপ্তাহ দেরী।'

'সুমন, তুমি পাস ক'রেছ।'

'সুমন, শুনতে পাচ্ছ? তুমি পাস ক'রেছ। দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছ। প্রথম বিভাগ পেলে খুব ভাল হ'ত, কিন্তু ঠিক অতটা আমরা আশা করি নি। তাই, বলতে হ'চ্চে, তুমি খুব ভাল পাস করেছ।'

সুমনের চোখ দিয়ে তখন জল ঝরছে।

সুমন এগিয়ে এসে গড় হ'য়ে প্রদীপ সকসেনাকে প্রণাম করল।

সুমন প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াল।

প্রদীপ সকসেনা সুমনের দু'কাঁধে হাত রাখল।

মুহূর্তে সুমন প্রদীপ সকসেনার বুকের সঙ্গে মিলে গেল।

দু'জনের একজনও অন্যজনকে রেহাই দিল না সেদিন সন্ধ্যারাত্রে, খালি বাড়িতে।

দু'জনেই চমকে গেল, ক্ষেপে গেল নিজের মধ্যে জমাট ক্ষুধার ভয়ংকর চেহারায়। ধরা পড়ল আগুনের জ্বলন্ত উত্তেজনায়, ছাড়া পেল না নিজেকে উজার ক'রে না-দিয়ে, অন্যকে উজার-ক'রে না-নিয়ে।

দু'জনেই দু'জনের মধ্যে বার বার কেঁপে উঠল।

দু'জনেই বিস্ময়ে বিহ্বল নিজেকে দেখে, অন্যকে আবিষ্কার ক'রে।

দু'জনেরই মনে হ'ল, এ আরম্ভের শেষ নেই। এ-শেষের পরে আবার আরম্ভ, আবার, আবার।

প্রদীপ সকসেনা বলল, 'তুমি আমার জীবনে প্রথম।'

সুমন বলল, 'তুমিও।'

প্রদীপ সকসেনা অবাক হ'য়ে ব'লে বসল : 'তুমি তো…'

সুমন প্রদীপ সকসেনার মুখে হাত চেপে বলল, 'সে লোকটা পারত না। তার শক্তি ছিল না।'

প্রদীপ সকসেনা আরও অবাক হ'ল : 'তার মানে—

সুমন বলল, 'তার মানে, বিয়ে ক'রেও আমি কুমারী ছিলাম।'

'তোমার মা, কৃষ্ণনারায়ণজী জানতেন?'

'পরে জেনেছিলেন।'

'কি ভীষণ ব্যাপার!'

'তুমি খুশি?'

'এ কারণে? তোমাকে কুমারী না পেলেও আমি সমান খুশি হতাম।'

'আমার কাছে তুমি সব। আর কেউ নেই আমার।'

'আমারও তোমার মত আর কেউ নেই।'

'আমি আরও পড়ব।'

'পড়বে বৈ কি?'

'তুমি আমাকে পড়াবে?'

'নিশ্চয়।'

'তুমি 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক হবে।'

'তা কি ক'রে বলছ?'

'আমার মন বলছে। এখন বলছে। দেখ। আমার বুকে হাত রেখে দেখ।'

'কিছু বলছে আওয়াজ পাচ্ছি। কি বলছে?'

'তুমি 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক হবে।'

এ ঘটনার পর অনেক বছর কেটে গেছে। অনেক কিছু ঘটে গেছে পৃথিবীতে, ভারতবর্ষে, এমনকি এই রাজ্যেও, একে আর প্রদেশ বলা হয় না, এ এখন ভারত য়ুনিয়নের বৃহত্তম রাজ্য। অনেক কিছু ঘটে গেছে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে। প্রদীপ সকসেনা নিজেই কত বদলে গেছেন, এখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে,

দেখলে মনে হয় ষাটের কাছাকাছি। মাথায় টাক পড়েছে, চুল দাড়ি পেকে গেছে, দেহে মেদের আধিক্য, চলেন ধীরে ধীরে, থেমে থেমে, দেহে এবং মনে। সারাদিন মোহিনী জর্দাসহ পান চিবোন, প্রতি সন্ধ্যায় তিন পেগ হুইস্কি না হ'লে রাত্রে নিদ্রা আসে না। প্রদীপ সকসেনার এখন গাড়ি হয়েছে, ড্রাইভার আছে, নিজের মোকাম আছে, ডায়াবেটিস হ'য়েছে, চোখে কম দেখতে পান, বছরে বছরে চশমা বদলাতে হ'চ্চে। চা'র সঙ্গে চিনির বদলে স্যাকারিন ব্যবহার করেন।

সুমনেরও যৌবন অতিক্রান্ত। সে থাকে নিজের বাড়িতে, আলাদা। প্রদীপ সকসেনা বিবাহ করেন নি। সুমনের সঙ্গে সম্পর্কটা এখন সবাই জানে। সুমনকে পড়িয়ে পাটিযে প্রদীপ সকসেনা এম এ. পাস করিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য সুমন আর কোনও কিতাব পড়ে নি। বছর পাঁচেক সে এক পৃথিবী বিখ্যাত জগৎগুরু চিন্ময়ানন্দ স্বামীজীর শিষ্যত্ব নিয়েছে। স্বামীজীর প্রভাব ভারতবর্ষের চেয়ে বিদেশে অনেক বেশি, তিনি আমেবিকা, কানাডা, য়ুরোপে অনেকগুলি আশ্রম স্থাপন ক'রে সাদা মানুষদের মনে শান্তি আনবার সহজ পথ প্রচার ক'রে থাকেন; তাঁব নিজস্ব এরোপ্লেন আছে, বিভিন্ন দেশে কয়েকখানা বাড়ি আছে, বিভিন্ন ব্যাংকে কয়েক লক্ষ বিদেশী মুদ্রা আছে, এবং তাঁর বিভূতি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। গতবার তিন হাজার সাহেব মেমসাহেব শিষ্যশিষ্যা নিয়ে ভারতে এক মাস ব্যাপী শান্তি যজ্ঞ ক'রে গেছেন স্বামীজী, আর সুমনকে ব'লে গেছেন, তুমি চ'লে এসো মা, আমার কাছে আমেরিকায় চ'লে এসো। দেশে থেকে এত সুন্দর জীবনটা বৃথা কাটিয়ে দিলে, এবার আমার সঙ্গে পৃথিবীর সেবায় লেগে যাও, দেখবে কতো আনন্দ আর শান্তি আছে জীবনে, কত কাজ করবার আছে মানুষের। সুমনের মনে স্বামীজীর কথাগুলি গভীর দাগ কেটেছে। আজকাল প্রায়ই সে বলে, আমি বিদেশে চ'লে যাব, আর থাকব না এখানে। মনে মনে প্রস্তুতও হ'য়ে গেছে সুমন।

প্রদীপ সকসেনা যেদিন 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক হ'য়েছিল সেদিন অবশ্য সব কিছু, অন্তত অনেক কিছু, অন্যরকম ছিল। সুমনের কাছ থেকে প্রদীপ সকসেনা মালিকদের সঙ্গে পরমবীরের সংঘাতের আসল কারণগুলি জেনে নিয়েছিল, জানতে পেরেছিল মালিক পরিবারের আরও অনেক কিছু গোপন তথ্য, যেমন কৃষ্ণনারায়ণ সত্যি একদা উকিলদের দিয়ে একটা খসরা ট্রাষ্ট ডীড তৈরী করিয়েছিলেন, যে-টা পরে তিনি নষ্ট ক'রে ফেলেছেন, এবং এখন আর তাঁর ট্রাষ্ট করার কোনও ইচ্ছেই নেই, যার মানে, সহজ ভাষায়, তাঁর অবর্তমানে গঙ্গাবাঈ হবেন সমস্ত সম্পত্তির প্রধান উত্তরাধিকারিণী, অতএব প্রধান মালিকানা বর্তাবে অম্বরনাথে। সুমনের সঙ্গে প্রদীপ সকসেনার গভীর সম্পর্কের কথাও মালিকদের অজানা থাকে নি। গঙ্গাবাঈ বুঝতে পেরেছিলেন সবার আগে, বুঝতে পেরেও কি করবেন ভেবে, পান নি, অনেক চিন্তার পরে নিজেকে বলেছিলেন, এ-বিষয়ে তোমার, অন্তত তোমার, করণীয় কিছু নেই। আর যারই থাক তোমার অধিকার নেই সুমনকে বাধা দেবার, তিরস্কার করবার।

কৃষ্ণনারায়ণের গোচরে গঙ্গাবাঈ আনেন নি ব্যাপারটা। তার কারণ ছিল। গঙ্গাবাঈ জানতেন প্রদীপ সকসেনার ওপর কৃষ্ণ-নারায়ণের উদ্দেশ্যমূলক নজর রয়েছে। সুমনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হওয়ার মানে এই নয় যে প্রদীপ সকসেনা প্রয়োজন হ'লে 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক হবার যোগ্যতা হারিয়ে বসেছে। গঙ্গাবাঈ চান নি কৃষ্ণনারায়ণ বিনা কারণে প্রদীপ সকসেনার প্রতি বিরূপ হোন। সুমনের সঙ্গে প্রেম করছে প্রদীপ সকসেনা এ কথা জানতে পারলে কৃষ্ণনারায়ণের কি প্রতিক্রিয়া হবে গঙ্গাবাঈ সে বিষয়ে নিঃসংশয় হ'তে পারেন নি।

অম্বরনাথকে বলেছিলেন।

অম্বরনাথ খুব সহজভাবে নিয়েছিল ব্যাপারটা।

'এতে অবাক হবার কি আছে, মা? মাস্টারমশাই সুমনের

জীবনটাকে বদলে দিয়েছেন। ভাল না বাসলে কি কেউ কারুর জন্যে এতটা করতে পারে? সুমনও যে এক বছরে আই এ পাস ক'রে বি এ পড়ছে, তা কেবল মাস্টারমশাইকে ভালবাসে বলে।'

'ওরা অনেকদূর এগিয়ে গেছে।'

'সুমন কি চিরজীবন বঞ্চিত থাকবে, মা?'

'প্রদীপ সকসেনা যদি এখন অন্য কাউকে বিয়ে ক'রে বসে?'

'মাস্টারমশাইকে যতটা জানি, মনে হয় না উনি তা করবেন। আর করলেই বা। সুমন যদি ওঁকে বেঁধে রাখতে না পারে, হারাবেই একদিন। একদিন ব্যথা পাবে ব'লে আজ একটু সুখ আনন্দ করবে না এমন তো কোনও নিয়ম নেই!'

'আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করে, মাঝে মাঝে।'

'মা, সুমন যদি কাউকে ভালবাসে কোনওদিন তাহলে মাস্টার-মশাইকে ভালবেসে ওর মঙ্গলই হয়েছে, হবে। ও খুব একটা খারাপ পুরুষের খপ্পরে পড়তে পারত। আমি ভাবছি কি জানো? ওদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় না?'

'আমার অমত নেই। কিন্তু উনি রাজী হবেন না।'

'তুমিও পারবে না রাজী করাতে?'

'ভরসা নেই, অম্বরনাথ। বিধবা বিবাহ উনি একেবারে বরদাস্ত করেন না। তবে ওরা নিজেরা যদি বিবাহ করে তা হ'লে অন্য কথা। উনি তা মেনে নেবেন। নিজে এগিয়ে এসে কিছু করবেন না।'

'তুমি সুমনের সঙ্গে কথা বলো না।'

'বড্ড ভয় করে, অম্বরনাথ। এমন কিছু একটা ব'লে বসবে আমাকে যে পালাবার পথ পাব না।'

'তা হ'লে তুমি যেয়ো না এর মধ্যে। আমিই সুযোগমত সুমনকে বলব।'

অম্বরনাথ সুমনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তীর খেয়েছিল।

সুমন বলেছিল, 'আমি মহৎজনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে চলেছি, আমাকে তোমাদের বাহবা দেওয়া উচিৎ।'

অম্বরনাথের মুখে কথা যোগায় নি।

তবু, কথা টেনে বার করেছিল, 'তোদের বিয়ে হ'তে পারে না?'

সুমন জবাব দিয়েছিল, 'তা হ'লে এ বাড়ির সবচেয়ে বড় নিয়মটাই ভাঙ্গা হবে। অত গোলমালে কাজ কি!'

এর পরেও অম্বরনাথ বলেছিল, 'একটা বিপদ-আপদ ঘটলে—'

সুমন তাকে বাক্য শেষ করতে দেয় নি: 'মহাপুরুষরা যখন বিপদে পড়েন নি, আমরাও পড়ব না।'

অম্বরনাথকে চুপ করিয়ে সুমন শেষ কথাগুলি বলেছিল, পরিষ্কার উচ্চারণে, খুব ঠাণ্ডা গলায়:

'তোমরা জন্ম থেকে আমার জন্যে অনেক কিছু করেছ। এখন থেকে বিরত হও। আমার ভাবনা আমাকে ভাবতে দাও।'

ধরমবীরের বিদায়-সভার আগের দিন রাত্রে কৃষ্ণনারায়ণ প্রদীপ সকসেনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন নিজের আপিস-ও-পড়বার ঘরে। প্রদীপ সকসেনাকে বসতে ব'লে কৃষ্ণনারায়ণ প্রথমে আর একবার এ পরিবারের সঙ্গে তার ক্রমশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উল্লেখ করলেন, পুনরায় কৃতজ্ঞতা জানালেন সুমনকে বি. এ. পাস করিয়ে এম. এ. পড়তে রাজী করাবার জন্যে, এবং পরিশেষে আসল বিষয়ে উপনীত হ'লেন।

'তুমি এখন একেবারে আমাদের আপনার লোক হ'য়ে গেছ। কি পারিবারিক দিক থেকে, কি প্রজাতন্ত্রে'র দিক থেকে। আমার ইচ্ছে এবার তুমি পুরোপুরি 'প্রজাতন্ত্রে' এসে যাও।'

প্রদীপ সকসেনা সুমনের কাছ থেকে আভাষ পেয়েছিল সমাগত সম্ভাবনার। কিন্তু কৃষ্ণনারায়ণকে তা বুঝতে দিতে তৈরী ছিল না।

'কি করতে হবে আমাকে বলুন। আপনার আদেশ মেনে চলা আমার এখন অভ্যাস হ'য়ে গেছে।'

'তোমাকে আমি 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক হ'তে অনুরোধ করছি।'

প্রদীপ সকসেনা কৃষ্ণনারায়ণের প্রস্তাবে অভিভূত হ'ল। কয়েক সেকেণ্ড রইল চুপ ক'রে। যেন এই অতি অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবের সারমর্ম অনুধাবন করছে।

'কিন্তু, আমার তো সাংবাদিকতায় কোনও অভিজ্ঞতা নেই!'

'যা আছে তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তুমি যে সাংবাদিক নও তোমাকে সম্পাদক নিয়োগে সেটা আমার কাছে একটা বিশেষ অনুকুল ব্যাপার।'

'আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা সাংবাদিকতা একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা। একটা স্পেশালাইজ্‌ড্‌ প্রফেশন। এর মধ্যে কারিগরী আছে অনেক, যা না জানলে কোনও সম্পাদকের পক্ষে তার সহকর্মীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া কঠিন হ'য়ে পড়ে।'

'তুমি যা বলছ তা ঠিক, কিন্তু তার বাইরেও অনেক কথা আছে। সম্পাদক কেবল সুদক্ষ সাংবাদিক নয়, তার চেয়ে অন্তত কিছুটা বেশি তাকে হ'তেই হবে। মানুষ হিসেবে সাচ্চা এবং মহান না হ'লে কেউ ভাল সম্পাদক হ'তে পারে না।'

কৃষ্ণনারায়ণ আবার বললেন, 'বহু বছর সংবাদপত্র জগতে বিচরণ ক'রে তুমি যাদের সাংবাদিক বলছ তাদের আমার জানতে বাকী নেই। কাজে দক্ষতাটাই একমাত্র কথা নয়। মানুষ হিসেবে কে কি রকম সেটা এই জীবিকায় আরও অনেক বড় কথা। সমাজে সংবাদপত্রের স্থানটা বড় জটিল। আমাদের প্রধান ভূমিকা জনস্বার্থ সংরক্ষণ। রাজশক্তির ওপরে সমাজের পক্ষ থেকে নির্ভীক সতর্ক পাহারা রক্ষা করা আমাদের প্রধান কাজ। দেশ স্বাধীন হবার আগে মোটামুটি দু'শ্রেণীর সংবাদপত্র ছিল ভারতবর্ষে। এক শ্রেণী

বিদেশী রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষক, অন্য শ্রেণী স্বদেশী আন্দোলনের বাহক। আমরা ছিলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর। তখন সপক্ষ-বিপক্ষ লাইনটা সোজা ছিল। সাংবাদিকদের মধ্যে বেশ কিছু আদর্শবাদ ছিল, তারা মাইনে পেত সামান্য, ত্যাগ স্বীকারে থাকত প্রস্তুত। অনেককেই কারাবরণ করতে হ'য়েছে, জানো নিশ্চয়। কিছু কিছু মালিকও বাদ যায় নি, 'প্রজাতন্ত্রে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, আমার আজীবন সুহৃদ, দিগম্বরনাথ পাণ্ডেকে দীর্ঘকাল কারাবাস ক'রে স্বাস্থ্যটি সম্পূর্ণ হারিয়ে ঘরে ফিরতে হ'য়েছিল। ফেরবার পরে আমরা তাঁকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারি নি। এই বাড়তি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব আমাদের হাতে তুলে দিয়ে দিগম্বর একদিন চলে গেল।'

বলতে বলতে কৃষ্ণনারায়ণের গলা ভারী হ'য়ে এল: 'তারপর অনেক কিছু ঘটনা ঘটল, 'প্রজাতন্ত্র' আজ দেশের প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাগুলির অন্যতম। দেশ স্বাধীন হবার পর সাংবাদিকদের চরিত্রও গেল একেবারে বদলে। এখন সাংবাদিকরা অতি সহজে বহু লোকের কাছ থেকে নানা সুখ সুবিধে আদায় করতে পারে। মন্ত্রীরা, আমলারা, বিদেশী দূতাবাসগুলি, সর্বদা তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। তারা কি লিখল না-লিখল তার ওপরে অনেকের অনেক কিছু নির্ভর করছে। এমন কোনও সাংবাদিক পাবে না, যদি তার কিছুটা দক্ষতা এবং পদমর্যাদা থাকে, যে দু'তিন বছর পর একবার বিদেশী সরকারের আতিথ্য নিয়ে য়ুরোপ-আমেরিকা-রাশিয়া ঘুরে না আসছে। মন্ত্রীরা সর্বদা সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত, উপদলগত এবং দলগত সেতুবন্ধে ব্যস্ত। এমন কি শিল্পপতিরা পর্যন্ত সাংবাদিকদের নিজেদের স্বার্থ প্রসারণের জন্যে ব্যবহার করছে। যে কোনও পার্টিতে দেখতে পাবে সাংবাদিকরা গ্লাস গ্লাস হুইস্কি খাচ্ছে, বিলিতি সিগারেট ফুঁকছে। আজ তাদের মাইনে ভাল, সামাজিক মর্যাদা প্রচুর, তারা এখন আর অপাংক্তেয় উপেক্ষণীয় নয়, বরং সমাজের অন্যতম শক্তিমান গোষ্ঠী। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হ'চ্চে, এই উন্নতি তাদের চরিত্রকে দুর্বল

ক'রে দিয়েছে, অনেক ছোটবড় প্রলোভনে ধরা পড়ছে তারা। আরও দুঃখের বিষয়, নাম-করা সাংবাদিকরা কেউ আর স্বাধীন নেই, মাটি খুঁড়লে দেখতে পাবে প্রত্যেকের সঙ্গে শিকড়ে বাঁধা কোনও না কোনও রাজনৈতিক নেতা। অতএব তুমি যে প্রখ্যাত সাংবাদিক নও তাতে আমাদের সুবিধে, 'প্রজাতন্ত্রে'রও।'

প্রদীপ সকসেনা সানুনয়ে বলল, 'আপনি যদি বিশ্বাস ক'রে এ দায়িত্ব আমাকে দেন, পালন করতে চেষ্টার ত্রুটি হবে না আমার দ্বারা।'

কৃষ্ণনারায়ণ বললেন, 'তা কি আর জানি না? 'প্রজাতন্ত্র' এখন সুপ্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র, আমরা এমন কাউকে সম্পাদক চাই যে আমাদেরই লোক, যাকে আমরা আমাদেরই পরিবারের একজন মনে করতে পারি। তুমি অম্বরনাথ ও সুমনের শিক্ষক, বহুদিন আমাদের সঙ্গে জড়িত, তোমাকে আমরা নিজেদেরই একজন মনে করি। সম্পাদকের পদে তোমাকে বসাতে পারলে অনেক দিক থেকে আমরা নিশ্চিন্ত হই। মাইনে পত্র তো আমরা ভালই দিয়ে থাকি আজকাল, তুমি কলেজে যা পাচ্ছ তা থেকে অনেক বেশি পাবে, লিখে এর পরে আর আলাদা টাকা পাবে না, সেটাও আমি পুষিয়ে দেব। আসছে বছরগুলিতে 'প্রজাতন্ত্র' আরও বলিষ্ঠ হবে, তাকে দুর্বল ক'রে দেবার চেষ্টাও কম হবে না, ভেতর থেকেও অনেকে গোপনে, প্রকাশ্যে ছুরি মারবে। তোমাকে দুটো বিষয়ে খুব পরিষ্কার হ'তে হবে, আমি ব'লে দিচ্ছি। প্রথম বিষয় হ'ল, আমাদের স্বার্থ আর তোমার স্বার্থকে আলাদা ক'রে দেখবে না। মালিকের সঙ্গে সম্পাদকের ভাগ্য জড়িত, এককে বাদ দিয়ে অন্যের একদিনও চলে না। তোমাকে মনে রাখতে হবে সম্পাদকীয় স্বার্থ ব'লে মালিকের স্বার্থের বাইরে আলাদা কিছু নেই। দ্বিতীয় বিষয় হ'ল, আমাদের হ'য়ে সম্পাদকীয় বিভাগ তোমাকে শাসনে রাখতে হবে। অর্থাৎ কোনও বিশেষ সাংবাদিক অথবা সাংবাদিকদের গোষ্ঠী যদি কখনও আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করে, আমরা চাইব

সম্পাদক দাঁড়াবেন আমাদের পাশে। নইলে স্টাফদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।'

প্রদীপ সকসেনা আন্তরিক ভাবে বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার কখনও স্বার্থের বিরোধ হবে আমি ভাবতেই পারি নে। আজ যে এই রাজ্যে আমার কিছুটা মান মর্যাদা তৈরী হ'য়েছে, এর জন্যে দায়ী আপনি, একথা আমি কদাচ ভুলতে পারি নে।'

কৃষ্ণনারায়ণ বললেন, 'বেশ। তোমার কথাবার্তায় আমার খুব আনন্দ হ'ল। কাল তুমি 'প্রজাতন্ত্র' দপ্তরে এসো, সেখানে তোমাকে নিয়োগপত্র দেব। তার আগে আর একজনের সঙ্গে তোমার দেখা করতে হবে।'

প্রদীপ সকসেনার কৌতুহলী চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে কৃষ্ণনারায়ণ বললেন, 'তিনি এবাড়িতেই থাকেন। রামদীন তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে।'

প্রদীপ সকসেনা বুঝতে পেরেছিলেন কার কাছে তাকে নিয়ে যাবে রামদীন।

রামদীন পথ দেখিয়ে তাকে তিনতলায় নিয়ে গেল। বারান্দা পেরিয়ে একটা বিরাট ঘরে ঢুকল প্রদীপ সকসেনা। ঘর ভরতি আলমারীতে বই, এক পাশে সোফা সেট, মাঝখানে বড় একটা কাঁচ-বসান টেবিল। টেবিলের এক পাশে গঙ্গাবাঈ একতাল সংবাদপত্র নিয়ে ব'সে আছেন। প্রদীপ সকসেনা এর আগে গঙ্গাবাঈকে সামনা-সামনি কখনও দেখে নি। দেখে কেবল এক নিমেষে বিহ্বল হ'য়ে পড়ল। উত্তীর্ণ মধ্যাহ্ন কোনও নারী যে এত সুন্দর হ'তে পারে, এমন কমনীয় পেলবকান্তা, প্রদীপ সকসেনা এর আগে জানত না। তাকিয়ে দেখল গঙ্গাবাঈ-এর চোখমুখের সঙ্গে অম্বরনাথ এবং সুমনের মুখচোখের সাদৃশ্য খুব কম। সুমনের চোখ বড় বড়, অনেক-দেখা, গঙ্গাবাঈ-এর চোখ দুটি ভ্রূর সঙ্গে সমান্তরাল, আশ্চর্য কালো, এবং মুখর। সামনের দু'একটি চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু মুখের চামড়ায়

বিন্দুমাত্র ভাঁজ পড়ে নি, দাঁতগুলি এখনও পরিপূর্ণ সাদা এবং সমান। গঙ্গাবাঈ মৃদু হেসে প্রদীপ সকসেনাকে স্বাগত করলেন, প্রদীপ সকসেনা নমস্কার করতে ভুলে গেল।

'আসুন, প্রদীপবাবু, আসুন। বসুন এখানে। এ বাড়িতে এত বছর আপনি আসা-যাওয়া করছেন, আমাদের অনেক উপকার করেছেন আপনি, অথচ এতদিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ হয় নি আমার।'

কি বলবে প্রদীপ সকসেনা খুঁজে পেল না। মনে মনে ভাবল, এতদিন আপনিই আমার সঙ্গে পরিচয়ের প্রয়োজন বোধ করেন নি, করলে আজকের মত অনেক দিন আগেই ডেকে পাঠাতে পারতেন।

গঙ্গাবাঈ বললেন, 'আমি জানি আপনি কি ভাবছেন। ভাবছেন, আমার ছেলের গৃহশিক্ষক আপনি অনেকদিন ধ'রে, আমার মেয়েকে আপনি জীবনে বেঁচে থাকার উপায় ও অর্থ বাৎলে দিয়েছেন, পাঁচ ছয় বছর প্রতি সপ্তাহে তিন চারদিন আপনি আসছেন এ বাড়িতে, কেন আমার সঙ্গে আপনার এতদিন দেখা হয় নি ভাবছেন না?'

প্রদীপ সকসেনাকে আরও হতবাক ক'রে হেসে উঠলেন গঙ্গাবাঈ। বললেন, 'ব্যাপারটা যত রহস্যময় মনে হ'তে পারে ততটা কিন্তু নয়। সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত অনেক কাজ আমাকে করতে হয়। 'প্রজাতন্ত্রের'ই কাজ: কৃষ্ণনারাণয়জীর ঘরে বাইরে আপিস আছে, আমার সব কাজ ঘরেই। এ বাড়িতে প্রত্যেকের নিজস্ব একটা জীবন আছে, অম্বরনাথের আছে, সুমনেরও। এমন নয় আমি তাদের সব খোঁজখবর পাই নে, এ বাড়িতে কি ঘটছে না ঘটছে, কখন, কেন, কাদের মধ্যে, কি ভাবে, তার অনেকটাই আমি জানতে পাই। কিন্তু যেখানে আমার উপস্থিতির প্রয়োজন নেই, সেখানে আমি অনুপস্থিত থাকতে ভালবাসি। অতএব, আমি জানি আপনি অম্বরনাথের ও সুমনের জন্যে কতখানি করেছেন, এবং সেজন্যে আমার কৃতজ্ঞতাও আর সবার মতই গভীর।'

প্রদীপ সকসেনার মনে হ'ল গঙ্গাবাঈ-এর প্রতিটি কথা অর্থ-ধোঝাই।

সে বলল, 'প্রতি বছর আপনি আমাকে দামী দামী সামগ্রী উপহার দিয়েছেন। আপনার আশীর্বাদ থেকে আমাকে বঞ্চিত রাখেন নি।'

'ঐ জিনিসগুলির উল্লেখ ক'রে আমাকে লজ্জা দেবেন না, প্রদীপ-বাবু। ভারতবর্ষে গুরুকে শিষ্যের ভোজ্য দেবার প্রথা প্রাচীন। আপনি না হ'লে সুমনকে লেখাপড়ার পথে কেউ নিয়ে আসতে পারত না। সুমনকে নিয়ে আমার বড় দুশ্চিন্তা ছিল। আজও নেই, তা নয়, ওকে নিয়ে এখনও আমি চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু জীবনের আস্বাদ ও পেয়েছে, এবং আপনার কাছে, এও তো আমি জানি।'

প্রদীপ সকসেনার গলা শুকিয়ে এল।

বলল, 'দেখবেন, বেশ সহজেই এম. এ. পাস ক'রে যাবে।'

'আপনি যখন বলছেন তখন করবেই। সুমনকে দিয়ে অনেক অসাধ্য-সাধন করিয়ে নিয়েছেন আপনি, প্রদীপবাবু। কিন্তু ওদের কথা থাক। আমার চেয়েও বোধকরি অম্বরনাথ ও সুমনকে আপনি বেশি জানেন। আপনার কথা এবার একটু শুনি।'

'আমাব কথা? আমার কথা তো বলবার মত কিছু নেই।'

'আছে বৈ কি? অনেক আছে। কিছু কিছু যে আমি না-জানি তা নয়। যেমন ধরুন 'প্রজাতন্ত্রে'র জন্যে আজ চার বছর আপনি নিয়মিত লিখছেন। এই দেখুন, আপনার প্রতিটি প্রবন্ধ আমার কাছে কেমন যত্নে রাখা আছে।'

গঙ্গাবাঈ উঠে গিয়ে আলমারী খুলে একটা মোটা বাঁধান ফাইল নিয়ে এলেন। প্রদীপ সকসেনার হাতে তুলে দিলেন ফাইলটা। প্রদীপ সকসেনা পাতা উলটে দেখল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার রচিত প্রতিটি প্রবন্ধ কেটে কাগজে আঠা দিয়ে জুড়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

• গঙ্গাবাঈ কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'আপনি তো কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন একসময়। রাজনীতি করেন না কি এখনও ?'

'না। ওপাট অনেকদিন চুকে গেছে। রাজনীতির আদৎ বদলে গেছে। দলবাজি করতে আমার রুচি হয় না।'

'কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে আদর্শ নিয়ে আপনার মতভেদ হয় নি ?'

'পণ্ডিতজী দেশটাকে ঠিকপথেই নিয়ে যাচ্ছেন, আমার মতে।'

'কোন পথে ?'

'এই ধরুন গণতান্ত্রিক সমাজবাদ। আমার মনে হয় এটাই ভারতের প্রকৃত পথ।'

'গণতন্ত্র ও সমাজবাদে যদি কোনওদিন সংঘাত দেখা দেয় ?'

'কেন দেবে ? দেবার তো কোনও কারণ নেই।'

'ধরুন একদিন দেখা গেল গণতান্ত্রিক পথে সমাজবাদ গঠন সম্ভব হ'চ্চে না। তখন ?'

'সে সম্ভাবনার কথা আমি ভাবতে পারি নে।'

'আপনার মা তো বেঁচে আছেন, তাই না ? তিনি কোথায় বাস কবছেন ?'

'ছোটবেলা আমার বাবা মারা যান। তখন থেকে মা মামাবাড়িতে। আমিও মামাদের কাছে থেকেই স্কুলের পড়া শেষ করেছিলাম। জলপানি পেয়ে কলেজে পড়তে এই শহরে আসি।'

'নিশ্চয় ঘন ঘন যাতায়াত করেন মামাবাড়ি ?'

'কখন সখন যাই। দু'বছরে একবার। গতবছর যাই নি। এবছর ভাবছি যাব।'

'আপনি বিবাহ করেন নি কেন ?'

'এমনি। সবারই বিবাহ করতে হবে এমন কোনও নিয়ম তো নেই।'

'না, তা নেই। অসুবিধা হয় না ? একা একা লাগে না ?'

'বাল্যকাল থেকে আমি একা থাকতে অভ্যস্ত। ভালই লাগে। একা থাকতে অসুবিধা নেই কিছু।'

'খাওয়া-দাওয়া ?'

'বহু বছর হস্টেলে মেসে বাস করেছি। এখন একটি লোক আছে। সেই সব করে।'

একটু থেমে প্রদীপ সকসেনা আরও বলল, 'আপনি বোধহয় জানেন না, সপ্তাহে চারদিন আজকাল রাত্রে আমি এ গৃহেই ভোজন করি।'

'তাই নাকি ? সুমন আশা করি আপনাকে যত্ন ক'রে খাওয়ায়। পরশু রাত্রে কিন্তু আপনি খান নি। শরীর ঠিক ছিল না, তাই-কি ? বিশেষ কিছু হয় নি তো ?'

'আজ্ঞে না। পেটটা ঠিক ছিল না।'

'অম্বরনাথকে কেমন দেখছেন ?'

'আজকাল তো বিশেষ দেখাই হয় না। পড়া শেষ ক'রে পুরোপুরি 'প্রজাতন্ত্রে' লেগে গেছে। শুনতে পাই জেনারেল ম্যানেজারের সব কাজ অম্বরনাথই করছে। 'প্রজাতন্ত্র-ভবনে' মাঝে মধ্যে এক আধটু দেখা হয়। সর্বদা খুব ব্যস্ত থাকে।'

'আপনাদের দু'জনকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আমাদের সৌভাগ্য আপনাকে আমরা পাচ্ছি। অম্বরনাথ আপনার পুরো সহায়তা পাবে, এতো কম কথা নয়।'

'অম্বরনাথ খুব ডাইনামিক ছেলে। দেখবেন, 'প্রজাতন্ত্র'কে অনেক এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

'আপনাকে পাশে পেলে ওর বল বাড়বে।'

'এই পত্রিকাগুলি আপনি সব পড়েন ?'

'না পড়লে চলবে কি ক'রে ? কৃষ্ণনারায়ণজী সময় করতে পারেন না। তাই একাজটা আমাকে করতে হয়। যা ওঁর দেখা দরকার আমি আলাদা ক'রে রেখে দি।'

মৃদু হেসে গঙ্গাবাঈ যোগ করলেন, 'সম্পাদক হ'লে আপনাকেও অনেক কাগজ খুঁটিয়ে পড়তে হবে।'

'পড়ায় আমার আলস্য নেই। পʼড়ে আর লিখেই তো এতগুলি বছর কেটে গেল!'

'এবং ছাত্র পড়িয়ে, তাই না?'

'কলেজে পড়িয়ে তেমন সুখ নেই।'

'এখন তো আর পড়াতে হবে না। তাই বʼলে সুমনকে পড়ানো কিন্তু ছাড়বেন না; ও-রকম কিছু ভাবছেন না তো?'

'না। সুমনকে পড়াবো। সুমন আমাকে ছাড়বে না।'

সম্পাদকের পদ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ সকসেনা নিয়োগ-পত্র পান নি। পেতে তিন মাস লেগেছিল। কলেজে মাইনে পেতেন তনশো ত্রিশ টাকা, কৃষ্ণনারায়ণের কাছে পেতে লাগলেন হাজার টাকা। প্রথম থেকেই কৃষ্ণনারায়ণ প্রদীপ সকসেনাকে সম্পাদকীয় বিভাগের পুরো দায়িত্ব থেকে রেহাই দিয়ে রেখেছিলেন; বড় সব কিছু ব্যাপারই উপস্থিত কবতে হʼত অম্বরনাথের নিকট, প্রয়োজন হʼলে কৃষ্ণনারায়ণের নিকট। 'প্রজাতন্ত্র-ভবনে' প্রদীপ সকসেনার যে-ইমেজ আগে থেকেই তৈরী ছিল, সম্পাদক প্রদীপ সকসেনা তাকে আরও মজবুত কʼরে তুললেন; সকলের ধারণা হʼল তিনি দুর্বল, কৃষ্ণনারায়ণের কৃপাতে সম্পাদক, মালিক পরিবাবেব অনুগত ভৃত্য। ধরমবীরের কালে সম্পাদকীয় নিবন্ধ কি কি বিষয়ে লিখিত হবে সে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হʼত সম্পাদকের দপ্তরে, সম্পাদক ও সহসম্পাদকদের দৈনন্দিন বৈঠকে। প্রদীপ সকসেনা আসবার পর অম্বরনাথের আদেশ হʼল এ বৈঠক বসবে তার নিজের ঘরে, এবং, সাধ্য ও প্রয়োজন মত, কৃষ্ণ-নারায়ণের উপস্থিতিতে; সম্পাদকীয় নিবন্ধের নির্বাচন, সুতরাং, সম্পাদকের স্বকীয় এলাকার বাইরে চʼলে গেল। তিন দিনের বেশি ছুটির আবেদন নিয়ে সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীদের উপস্থিত হʼতে হʼত অম্বরনাথের কাছে, প্রদীপ সকসেনার সুপারিশ নিয়ে; বার্তা সম্পাদক

এবং রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের দিনে অন্তত একবার অম্বরনাথের সঙ্গে বসতে হ'ত প্রতিদিনের বড় বড় সংবাদ সম্বন্ধে তাকে ওয়াকিবহাল রাখতে। প্রথম থেকেই কৃষ্ণনারায়ণ বুঝিয়ে দিলেন 'প্রজাতন্ত্র-ভবনে' তিনি দ্বিতীয় ধরমবীর আর চান না, হ'তে দিতে রাজী নন।

অম্বরনাথ প্রদীপ সকসেনাকে নিজের মাস্টার মশাই হিসেবে শ্রদ্ধা করত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে শ্রদ্ধা স্তিমিত হ'য়ে এল। এর কারণ ছিল প্রধানত দুটি। অম্বরনাথ নিজে ডাইনামিক, অনেক নতুন কিছু করার ইচ্ছা প্রথম থেকেই তার মনে প্রবল, প্রথম থেকেই সে নিজেকে বুঝিয়েছিল কৃষ্ণনারায়ণের মত সাবেকী ধীরতালে, প্রতি পদক্ষেপে সতর্ক থেকে, সব চেয়ে কম ঝুঁকি নিয়ে, প্রধানত পুরাতন পথে, পত্রিকা চালিয়ে যাবার কোনও মানে হয় না। 'প্রজাতন্ত্রে'র নতুন নতুন সম্ভাবনার স্বপ্ন প্রথম থেকেই তাকে পেয়ে বসেছিল, জেনারেল ম্যানেজার হবার পরেই সে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হ'য়ে উঠল। অম্বরনাথ দেখতে পেল প্রদীপ সকসেনা আসলে লোকটা অলস, সৃষ্টিশক্তিহীন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষারহিত। যেভাবে প্রদীপ সকসেনা বিনা প্রতিবাদে মালিকদের হাতে একের পর এক কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়ে চলল, তাতে অম্বরনাথের বিশ্বাস দৃঢ়তর হ'ল যে তাকে দিয়ে বড় কিছু করান অসম্ভব। দ্বিতীয় কাবণটা আরও সহজ। মালিকের পদে ব'সে অম্বরনাথ সহজেই নিজেকে মালিক ও প্রদীপ সকসেনাকে বেতনভুক্ কর্মচারীর দৃষ্টিতে দেখতে শিখল। নোকর প্রদীপ সকসেনাকে প্রাপ্য সম্মান দিতে সে প্রস্তুত ; কিন্তু মালিক অম্বরনাথের সঙ্গে সম্পাদক প্রদীপ সকসেনার সম্পর্ক কি হবে হবে-না এ বিষয়েও সে ছিল গোড়া থেকেই সম্পূর্ণ সচেতন।

যে-একটি মাত্র মানুষ প্রদীপ সকসেনার গর্বিত সম্পাদকীয় অস্তিত্বে রুষ্ট হ'য়েছিল তার নাম সুমন।

'তোমাকে ওরা ছোট ক'রে রাখছে। তুমি বুঝতে পারছ ?'

'পারলেই বা কি করা যাবে বল ?'

‘তুমি সম্পাদকের পূর্ণ অধিকার দাবী করতে পার না?’

‘প্রজাতন্ত্রে’র কোনও সংবিধান নেই, যাতে সম্পাদক বা অন্য কারুর অধিকার সুস্পষ্ট ঘোষিত। কিসের জোরে কোন অধিকার আমি দাবী করব?’

‘তুমি বলতে পারো না, সম্পাদকীয় কি লেখা হবে না হবে সে দায়িত্ব তোমার। তোমার অধীনস্থ কর্মচারীদের ছুটি মঞ্জুর না-মঞ্জুরের কর্তৃত্ব তোমার?’

‘বলতে পারি। কিন্তু তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি হবে বেশি।’

‘কার?’

‘আমার।’

‘কি ক’রে?’

‘আমার নিয়োগপত্রে এ ধরনের, বা কোনও ধরনের, কর্তৃত্বের কথা উল্লেখ নেই। কৃষ্ণনারায়ণজী যদি আমার দাবী অগ্রাহ্য করেন তা হ’লে আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে আমাকে পদত্যাগ করতে হয়। তুমি কি তাই চাও?’

‘তুমি চাও পদত্যাগ করতে?’

‘না।’

‘আমিও চাই নে।’

‘তা ছাড়া, আমাকে নিয়োগ করার আগের দিন কৃষ্ণনারায়ণজী ছুটি সর্তের উল্লেখ করেছিলেন। তার সারমর্ম হ’ল মালিকের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ আমি কদাচ করব না। সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে কখনও যদি মালিকের সংঘাত বাধে, আমি দাঁড়াব মালিকের পাশে।’

‘তুমি রাজী হ’য়েছিলে?’

‘যতদূর মনে পড়ছে, হ’য়েছিলাম।’

‘কেন হ’য়েছিলে?’

‘জবাব অতি সহজ। তুমি এবং আমি দু’জনেই চেয়েছিলাম প্রদীপ সকসেনা ‘প্রজাতন্ত্রে’র সম্পাদক হোক।’

'আসল কথা কি জানো? কৃষ্ণনারায়ণ এবং গঙ্গাবাঈ দ্বিতীয় ধরমবীর কাউকে হ'তে দেবেন না।'

'তা বুঝতে আমারও বেগ পেতে হয় নি।'

'তার মানে একদিন অম্বরনাথ নিজেই 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক হ'য়ে বসবে।'

'তুমি শুনেছ এ ধরনের কিছু?'

'না। আমাকে ওরা ঘুণাক্ষরেও জানতে দেবে না যদি এ ধরনের মতলব ওদের থাকে। আমি আন্দাজ করছি মাত্র।'

'তা হ'লে মালিকদের সঙ্গে বিরোধ বাধান একেবারেই ঠিক হবে না। তা হ'লে আমাকে দেখতে হবে সহজে কৃষ্ণনারায়ণ এমন কোনও অজুহাত না পান যাতে আমাকে বিদায় দিয়ে অম্বরনাথকে সম্পাদক করতে পারেন।'

এমনি ক'রে আরও কেটে গেল বছরের পর বছর। কালের ইতিহাস বহন ক'রে ক'রে 'প্রজাতন্ত্রে'র প্রতিপত্তি, আয় এবং প্রচার প্রতি বছর বেড়ে চলল। সরকারের হিন্দীভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় উত্তীর্ণ করবার নীতির কল্যাণে দেশের অন্যতম প্রথম ও প্রধান হিন্দী দৈনিক হিসেবে 'প্রজাতন্ত্র' নানাভাবে লাভবান হ'তে লাগল। সম্পাদক হিসেবে যতই না দুর্বল হোন প্রদীপ সকসেনা, হিন্দী সাংস্কৃতিক জগতে এবং রাজ্য, এমন কি জাতীয়, রাজনীতিতে তাঁর প্রভাবও বাড়ল অনেকখানি। শহরের নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি নিমন্ত্রণ পেতে লাগলেন প্রধান আতিথ্যের, পৌরহিত্যের অথবা সভাপতিত্বের। মার্কিন সরকারের সহৃদয়তায় একবার তিন মাসের জন্যে গোটা আমেরিকা ভ্রমণের সুযোগ পেলেন। পশ্চিম জার্মেনীর সরকার আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেলেন এবং সুযোগ দিলেন প্রদীপ সকসেনাকে পুরো পশ্চিম য়ুরোপ ভ্রমণের। ভারতবর্ষে হিন্দী পত্রিকার

সম্পাদকরা নিজেদের আলাদা সংগঠন তৈরী ক'রে প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্বে বরণ করলেন প্রদীপ সকসেনাকে। মুখ্যমন্ত্রী থেকে অন্য মন্ত্রীরা সবাই তাঁকে খাতির দেখাতে লাগলেন, প্রধান মন্ত্রী এ শহরে সফরে এলে বিশেষ সাক্ষাৎকারের সুযোগ মিলল প্রদীপ সকসেনার। তাঁর বেতন বৃদ্ধি পেয়ে তেরশো পঞ্চাশ টাকা হ'ল, তিনি নতুন ফিয়াট গাড়ি কিনলেন, ড্রাইভার রাখলেন, তাঁর দেহ মেদাধিক্যে ভারী হ'য়ে উঠল, টাক প্রায় সারা মাথা ছেয়ে ফেলল। দিনরাত তিনি অবিরাম মোহিনী জর্দাসহ তাম্বুল চর্বন করতে লাগলেন, ব্যাংকে মোটা টাকা জমল, অনেকের অনেক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন প্রদীপ সকসেনা। এক কথায় দুর্বল সম্পাদক হ'য়েও প্রদীপ সকসেনা দশজনের একজন হ'লেন।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণনারায়ণ হৃদরোগে হটাৎ মারা গেলে অম্বরনাথ 'প্রজাতন্ত্র-ভবনে'র একচ্ছত্র অধিপতি হ'লেন। নেপথ্যে কর্তৃত্বের চাবিকাঠি গঙ্গাবাঈ-এর হাতে থাকলেও জনচক্ষে 'প্রজাতন্ত্রে'র মালিক এখন অম্বরনাথ পাণ্ডে। কৃষ্ণনারায়ণের জীবদ্দশাতেই সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' জন্ম নিয়েছিল। অম্বরনাথ এবার 'প্রজাতন্ত্র'কে নতুন ধাঁচে নতুন পথে এগিয়ে নেবার জন্যে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন। নিজেকে তিনি এবার ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত ক'রে ম্যানেজমেণ্টে পারদর্শী একজন লোক খুঁজতে লাগলেন জেনারেল ম্যানেজার পদের জন্যে। দিল্লী থেকে নিয়ে এলেন নন্দন চোপড়াকে 'প্রজাতন্ত্রে'র রাজনৈতিক সংবাদদাতার ভূমিকায়। অম্বরনাথ বুঝতে পারলেন 'প্রজাতন্ত্র'কে প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে সমকক্ষ প্রতিযোগিতা করতে হ'লে অনেক ক্ষেত্রে মূল পরিবর্তন এবং অনেক কিছুর নতুন প্রবর্তন করতে হবেই। গ্রামে গ্রামে নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের কাছে, আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ বাসে নিযুক্ত নতুন 'চাষী'দের কাছে 'প্রজাতন্ত্র'কে পৌঁছে দেবার প্রস্তুতিতে তিনি অবিনাশ থাপড়কে নিয়ে এলেন গোবিন্দবল্লভ পন্থ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পত্রিকার কৃষি সংবাদদাতার নতুন

পদ সৃষ্টি ক'রে। প্রকাশ শরণ নিযুক্ত হ'ল অর্থনৈতিক সংবাদদাতা। এরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পাদক প্রদীপ সকসেনার সমকক্ষ হ'য়ে উঠল। এদের কারুর ওপর কোনও কনট্রোল রইল না প্রদীপ সকসেনার, এরা প্রত্যেকে অম্বরনাথের সঙ্গে সরাসরি পরামর্শ আলোচনার অধিকার পেল, এরা কে কি লিখবে অথবা লিখবে না তা ঠিক হ'তে লাগল এদের প্রত্যেকের সঙ্গে অম্বরনাথের আলাদা আলোচনায়। অম্বরনাথ যখন যার দিকে একটু ঝুঁকেন তখন তার প্রতিপত্তি বাড়ে, কর্মীরা পরিহাস ছলে বলে—নন্দন চোপড়া এবার মন্ত্রী হ'লেন, অথবা অবিনাশ থাপড় কিংবা প্রকাশ শরণ ; একজন একটু বেড়ে উঠলেই অম্বরনাথ তাকে দাবিয়ে রেখে অন্য একজনের দিকে সামান্য ঝুঁকে তাকে সাময়িক 'মন্ত্রী' বানালেন। ফলে কে যে কতখানি ক্ষমতাবান, কার ক্ষমতার অস্তিত্ব কতদিনের সে বিষয়ে কেউ কখনও নিশ্চিন্ত হ'তে পারল না।

এবার অম্বরনাথ নতুন দু'খানা পত্রিকার জন্ম দিলেন—স্ত্রীলোকদের জন্যে 'নারী', যুবকদের জন্যে 'নবীন'। দৈনিক 'প্রজাতন্ত্র', দু'খানি সাপ্তাহিক এবং একখানি পাক্ষিক পত্রিকার জন্যে প্রাপ্ত নিউজপ্রিণ্ট থেকে বেশ খানিকটা উদ্বৃত্ত অংশ অম্বরনাথ গোপন বাজারে বিক্রী ক'রে মোটা টাকা মুনাফা করতে লাগলেন।

গঙ্গাবাঈ এ ব্যাপারে সহজে মত দেন নি।

'ওটা তো ব্ল্যাক-মার্কেটই করা হ'ল, অম্বরনাথ! কৃষ্ণনারায়ণজী কিন্তু একাজ কখনও করেন নি।'

'দেখ মা, ইংরেজীতে একটা কথা আছে, যার মানে হ'ল, কুকুরকে বদনাম দিয়ে তাকে হত্যা করো। ব্ল্যাক-মার্কেট যদি বল তাহলেই না ব্যাপারটা ও-রকম দাঁড়ায়। গভর্নমেণ্ট নিউজপ্রিণ্ট কনট্রোল করছেন। সার্কুলেশন অনুযায়ী ওটা নির্ধারিত হ'চ্চে। দেশে এমন একটি সংবাদপত্র নেই যে সার্কুলেশন বেশি ক'রে দেখাচ্ছে না নিউজপ্রিণ্ট বেশি পাবার জন্যে। আমরা যা পাচ্ছি তা থেকে বেশ

একটু বাঁচছে। যদি বাড়তি অংশ আমরা ফিরিয়ে দিই, বা সার্কুলেশন কম ক'রে দেখাই, তা হ'লে বিজ্ঞাপন ক'মে যাবে, ভবিষ্যতে বেশি নিউজপ্রিন্ট পাওয়া দুষ্কর হবে। অতএব দুটোর একটাও করা যাবে না। উদ্বৃত্ত নিউজপ্রিন্ট ঘরে জমিয়ে রাখা বিপজ্জনক, ব্যয় সাপেক্ষ ও ক্ষতিকর। আজ মোটা লাভে ওটা বিক্রী করা সহজ, অনেকেই করছে। কাল আমাদের সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকাগুলির সার্কুলেশন বাড়লে আমরা নিজেরাই উদ্বৃত্ত নিউজপ্রিন্ট ব্যবহার করতে পারব।'

'তার চেয়ে প্রত্যেকটি পত্রিকা কিছু বেশি ছেপে বিক্রীর ব্যবস্থা করলে হয় না? 'প্রজাতন্ত্র' এখন পঁয়ষট্টি হাজার ছাপা হ'চ্চে। আমরা অনায়াসে আশি হাজার বিক্রী করতে পারি।'

'মা, তুমি ভাল করেই জানো প্রত্যেক পত্রিকার একটা অংক থাকে যার ওপর সার্কুলেশন বাড়লে আর্থিক লাভ নেই, বরং ক্ষতি। আমরা যে-রকম বিজ্ঞাপন পাই, এবং নিউজপ্রিন্টের যা দাম, তাতে ষাট হাজারের বেশি ছাপা আমাদের পক্ষে লাভজনক নয়। তবু আমরা পঁয়ষট্টি হাজার ছাপছি।'

'লাভটাই তো একমাত্র কথা নয়, অম্বরনাথ! এক লাখ সার্কুলেশন হ'লে আমাদের মর্যাদা কত বাড়বে ভেবে দেখ।'

'এক লাখ সার্কুলেশন হ'লে মর্যাদা বাড়বে, কিন্তু পত্রিকার আয় কমে যাবে। মা, ভুলে যেয়ো না, এ রাজ্য এখনও শিল্পে অনগ্রসর, এখানে শহরবাসীর সংখ্যা সামান্য। বিজ্ঞাপনদাতারা আমাদের রাজ্যকে তাদের মাল বিক্রীর বিরাট ক্ষেত্র মনে করে না, করবেও না। গ্রামে গ্রামে এখনও বৈজ্ঞানিক চাষের প্রবর্তন হয় নি, গ্রামের লোকেদের কাছে কেউ এখনও মালপত্রের বিজ্ঞাপন করতে চায় না। কলকাতা বোম্বাই-এ এক লাখ সার্কুলেশন হ'লে পত্রিকা পাবে শতকরা পঞ্চান্ন কলম বিজ্ঞাপন, ষাট-ও পেতে পারে। আমরা পাই পঁয়ত্রিশ, কখনও ত্রিশ। ত্রিশ কলম পার্সেন্ট বিজ্ঞাপন নিয়ে এক লাখ

কাগজ তুমি ছেপে ফেল, পত্রিকা চলবে না। পাঠকরা তো পত্রিকা বাঁচিয়ে রাখে না, মা। পত্রিকার আয়ু ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে। এবং, সর্বপ্রধান বিজ্ঞাপনদাতা হিসেবে, সরকারের কাছে।'

'তোমার যুক্তি অকাট্য, অম্বরনাথ, আমি মানছি। তবু আমার মন উঠছে না।'

'মা, আমার মাথায় অনেক, অনেক প্ল্যান আছে। আমি আরও অনেক কিছু করতে চাই। আমি হিন্দীতে পুস্তক প্রকাশনা করতে চাই। তার জন্যে আমাদের প্রেসটাকে ঢেলে সাজাতে হবে। লাইনো মেশিন কিনতে হবে একটা। আমি চাই ইংরেজী দৈনিক, যা এ রাজ্যে নেই বললেই চলে। তোমরা 'প্রজাতন্ত্রে'র অনেক উন্নতি করেছ, কিন্তু আমি চাই আরও অনেক, আরও নতুন অনেক কিছু। তোমরা জানতে পারো নি সংবাদপত্র কি বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ এক আধুনিক শিল্প। আমি তা জানি। আমার অর্থ চাই। যেখান থেকে যা আনতে পারি সবটুকু চাই আমার। তোমার অনুমতি ছাড়া কিছুই আমি করব না। 'প্রজাতন্ত্র' আগে তোমার, তারপর আমার। কিন্তু তুমি যদি আমাকে কেবল তোমাদের তৈরী মাঠে গোচারণ করতে বল, নতুন মাঠ পত্তনের অনুমতি ও উৎসাহ না দাও, তা হ'লে আমিও আর একটা প্রদীপ সকসেনা হ'য়ে যাব, কোনও কিছু করার আনন্দ থাকবে না আমার।'

গঙ্গাবাঈ এর পরে আর আপত্তি করেন নি।

কমলাপতি নিগম জেনারেল ম্যানেজার হ'য়ে আসার পর থেকে অম্বরনাথের দৃষ্টি দ্রুততর খুলতে লাগল, কর্মশক্তি ও উৎসাহ বন্যায় প্রবাহ হ'ল।

কমলাপতির কাছ থেকে হিউম্যান-কনট্রোলের নতুন নতুন আইডিয়া পেলেন অম্বরনাথ।

'আপনি 'প্রজাতন্ত্রে'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর', কমলাপতি বলল অম্বরনাথকে একদিন। 'প্রত্যেকের কাজকর্ম তাদের চেয়ে আপনি

বেশি জানেন এবং বোঝেন সর্বদা এটা আপনাকে সবার চোখের সামনে ধ'রে রাখতে হবে।'

'কি ক'রে?'

'তা আমি জানি নে। আপনি জানেন। এই-যে প্রদীপ সকসেনা, নন্দন চোপড়া, অবিনাশ থাপড়, অম্বিকাপ্রসাদ আগরওয়ালা, নগেন্দ্র-কুমার, 'প্রজাতন্ত্র-ভবনে' মহারথী এরা, এদের প্রত্যেকে আপনার কর্মচারী, এদের প্রত্যেককে আপনি গাইড করতে পারেন, এবং ক'রে থাকেন, এরা আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে কিছু করতে পারে না, এ সত্যটা প্রতিদিন সবার সামনে ধ'রে রাখতে হবে। কি ক'রে করবেন আপনি জানেন। আমি শুধু হিউম্যান কনট্রোলের নীতিটা আপনাকে জানিয়ে দিলাম।'

অম্বরনাথের দেরী হ'ল না নীতি কার্যকরী করতে।

কিছুদিনের মধ্যেই প্রদীপ সকসেনা আদেশ পেলেন প্রতি দিনের সম্পাদকীয় হয় অম্বরনাথকে দিয়ে দপ্তরে মঞ্জুর করিয়ে নিতে হবে, নয়তো রাত্রিতে টেলিফোনে তাঁকে প'ড়ে শোনাতে হবে।

নন্দন চোপড়াকে অম্বরনাথ প্রায়ই ডেকে পাঠাতে লাগলেন।

'আজ কি বোমা ছাড়ছ, চোপড়া?'

'তেমন কিছু নেই আজকে।'

'সে কি? সত্যি বলছ?'

'রোজ কি বড় বড় রুই কাতলা ধরতে পারে জেলের সর্দারও!'

'ধরা উচিত। নদীতে যখন রুই কাতলা আছে।'

'আছে?'

'আছে বৈ কি? তুমি বোধহয় একটু অলস হ'য়ে পড়ছ। শরীর ঠিক আছে তো?'

'নন্দন চোপড়া শরীরের অজুহাতে রুই কাতলা হারায় না। অলসও সে হ'য়ে পড়ে নি!'

'চটছ কেন? আমি দিচ্ছি তোমাকে রুই কাতলার সন্ধান।'

'দিন না!'

'গিরিধারীলালজীকে তলব করছেন পণ্ডিতজী হিন্দী শহরে। জরুরী তলব। তাঁর গদি আর বেশি দিন টিকবে না। আজ সকালে ট্রাংক কল এসেছে দিল্লী থেকে। মুখ্যমন্ত্রী রাত দশটার প্লেনে রাজধানী যাচ্ছেন।'

খবরটা নন্দন চোপড়ার অজানা ছিল না।

'কিন্তু এতে রুই কাতলা কোথায়?'

'বলো কি? ভারতবর্ষের বৃহত্তম রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী বদল হ'তে চলেছে, এটা বড় খবর নয়?'

'এ স্পেকুলেশন করা আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না।'

'কেন?'

'যদি গিরিধারীলাল এ যাত্রা টিকে যান, আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর কুটিল হ'য়ে উঠবে।'

'নন্দন চোপড়া, এবার তুমি রাজনৈতিক সংবাদদাতার সীমা ছাড়িয়ে মালিকের সীমায় প্রবেশ করছ। আমি জানি, গিরিধারী-লালের দিল্লী যাত্রার সংবাদ তোমার অজানা নয়। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তোমাকে অনুরোধ করেছেন এ সংবাদ যেন আমরা পরিবেশন না করি। তোমার কর্তব্য ছিল সংবাদ, এবং মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ, আমাকে জানানো। তাঁর অনুরোধ রাখব কিনা সে সিদ্ধান্ত আমার। নয় কি?'

নন্দন চোপড়ার কান গরম, দেহ কঠিন।

'আমি ভেবেছিলাম আপনার সিদ্ধান্তই আমি অনুসরণ করছি।'

'যদি তাও হ'ত, তথাপি আমাকে না জানিয়ে একাজ করা তোমার ঠিক হয় নি। এক্ষেত্রে তোমার অনুমান ভুল। কাল সকালে দিল্লীর কাগজে মুখ্যমন্ত্রীর রাজধানীতে আগমনের সংবাদ ছাপা হবে। আমরাই বা কেন ছাপব না? আমরাও ছাপব। আমরা কোনও স্পেকুলেশন করব না। শুধু বলব প্রধান মন্ত্রীর জরুরী তলব পেয়ে

পণ্ডিত গিরিধারীলাল আজ রাতের প্লেনে রাজধানী চ'লে গেছেন। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে, প্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও তাঁরা আলোচনা করবেন।'

নন্দন চোপড়াকে চুপ দেখে, অম্বরনাথ বললেন, 'তুমি রিপোর্টটা লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি সই ক'রে সকসেনাজীকে পাঠিয়ে দেব। পণ্ডিত গিরিধারীলাল যদি তোমাকে কিছু বলেন, তাঁকে বোলো তুমি আমার হুকুমে সংবাদটি পরিবেশন করতে বাধ্য হয়েছ।'

নন্দন চোপড়া এবার বলল, 'তাই দিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা। গিরিধারীলালের কাছ থেকে আপনি কম পান নি। 'প্রজাতন্ত্রে'র অনেক উপকার করেছেন গিরিধারীলাল। আজ তাঁর রাজনৈতিক নাভিশ্বাস। আজকের দিনে তাঁর জন্যে এটুকু করা কি আপনার উচিত নয়? কেদারনাথ শর্মার সঙ্গে মদৎ করবার সময় তো আসবেই।'

অম্বরনাথ ক্ষুরধার হাসির সঙ্গে জবাব দিলেন, 'অন্য কেউ হ'লে বলতাম, এ ধরনের কথা বলার অধিকার তার নেই। নেই তোমারও। তবু তোমার প্রশ্নের জবাব আমি দেব। কেননা তুমি অতি বুদ্ধিমান সুদক্ষ সাংবাদিক, এবং তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। গিরিধারী-লাল 'প্রজাতন্ত্রে'র জন্যে যা করেছেন 'প্রজাতন্ত্র' তাঁর জন্যে একটুও কম করে নি। যে রাজনৈতিক নেতা অস্তাচলে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবার মত ভাববিলাস আমার নেই। কেদারনাথ শর্মাকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। একথাটা তুমি অনুগ্রহ ক'রে মনে রাখবে।'

আর একদিন ডাঃ নগেন্দ্রনাথের ডাক পড়ল অম্বরনাথের দপ্তরে।

'ডক্টর সা'ব, আপনি আজকাল সংস্কৃতভাষায় প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছেন, প'ড়ে তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ডাঃ নগেন্দ্রনাথ আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। থতমত খেয়ে বললেন, 'কৈ না! সংস্কৃত ভাষায় তো কিছু লিখি নি!'

অম্বরনাথ সেদিনকার 'প্রজাতন্ত্র' এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এরই মধ্যে ভুলে গেছেন? এই দেখুন!'

'আজ্ঞে, এটার কথা বলছেন! এ তো খাঁটি হিন্দী ভাষা। ডাক্তার রঘুবীরের অনুমোদিত। শেঠ গোবিন্দদাসজী—'

''প্রজাতন্ত্রে'র পাঠক ডাঃ রঘুবীর নন, শেঠ গোবিন্দদাসজী নন। এ রাজ্যের সাধারণ মানুষ। তারা এ ভাষা বলে না, বোঝে না।'

'তাদের প্রকৃত হিন্দী শেখাতে হবে। সে কর্তব্য আমাদের।'

''প্রজাতন্ত্র' সংস্কৃত-হিন্দী শিক্ষার বাহক নয়। 'প্রজাতন্ত্র' সংবাদপত্র। সাধারণ নিম্নশিক্ষিত মানুষ যা প'ড়ে বুঝবে না এমন রচনা ছাপা হবে না 'প্রজাতন্ত্রে'।'

'কিন্তু, অম্বরনাথজী, হিন্দী একটা সাধারণ ভাষা নয়। ভারতের রাষ্ট্রভাষা।'

'অতএব তাকে প্রত্যেক ভারতীয়ের বোধগম্য করতে হবে।'

'হিন্দী ভাষায় বিরাট অরাজকতা বিদ্যমান। অন্তত দশটা প্রধান 'হিন্দী-ভাষা' আছে দেশে। আমাদের এমন এক আদর্শ হিন্দী-ভাষা তৈরী করতে হবে যা ভারতের রাষ্ট্রভাষার গৌরব অর্জনের অধিকার রাখে।

'করতে হবে, করুন। 'প্রজাতন্ত্রে'র মাধ্যমে নয়। 'প্রজাতন্ত্র' কি করবে না করবে সে সিদ্ধান্ত আমার।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। এ প্রবন্ধটা হয়ত একটু কঠিন হ'য়ে গেছে। অর্থনীতি বড় কঠিন বিষয়। প্রতিশব্দ পাওয়া মোটেই সহজ নয়।'

'এই নিয়ে চতুর্থ প্রবন্ধে আপনি আপনার নতুন সংস্কৃত হিন্দী ব্যবহার করেছেন। একটার চেয়ে অন্যটা বেশি অবোধ্য। ইকনমিকস্ যদি আপনার পক্ষে শক্ত বিষয় হ'য়ে থাকে, আপনি অন্য বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন, সকসেনাজী অর্থনৈতিক বিষয়ে লিখবেন। 'প্রজাতন্ত্রে'র পুরনো ফাইলে তাঁর অনেক প্রবন্ধ আছে, সেগুলি প'ড়ে দেখবেন, ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সাধারণ মানুষেরও বুঝতে কষ্ট হয় না। পড়লে আপনার উপকার হবে।'

'উছু' শব্দের ছড়াছড়ি—'

'হিন্দুস্থানী গান্ধীজীর মতে ভারতের রাষ্ট্রভাষা। আমি চাই সাধারণ মানুষ যে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ব্যবহার করে তাই হবে 'প্রজাতন্ত্রে'র ভাষা।'

'বেশ, আমি তাই লিখতে চেষ্টা করব। আপনি বড় দুঃখ দিলেন আমাকে। আমি লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্-এর ডক্টরেট। প্রদীপ সকসেনা ইকনমিকসের কি বোঝেন?'

'আপনি সকসেনাজীর চেয়ে অনেক ভাল ইকনমিকস্ জানেন বলেই আমরা আপনাকে এনেছি। কিন্তু যা জানেন তা যদি পাঠকদের জানাতে না পারেন তা হ'লে জেনে আপনার লাভ কি, আপনাকে পেয়ে আমাদেরই বা লাভ কি? যদি আপনার মনে আঘাত দিয়ে থাকি, মার্জনা করবেন, সে অভিপ্রায় আমার ছিল না। কিন্তু এই সংস্কৃতের অভিযান একেবারেই চলবে না 'প্রজাতন্ত্রে'র কলমে। আচ্ছা, আজ আসুন।'

কমলাপতির সাহায্যে অম্বরনাথ ক্রমে ক্রমে শ্রেণী সচেতনতা লাভ করলেন, বুঝতে পারলেন তিনি একা নন, একা নয় 'প্রজাতন্ত্র পাবলিকেশন্‌স্', তিনি দেশব্যাপী, বিশ্বব্যাপী শিল্পপতি শ্রেণীর অন্যতম, এক বিরাট অপরিসীম শক্তির সঙ্গে তাঁর সংযোগ। এ রাষ্ট্রকে যদি শিল্পায়নে স্নাতকোত্তর করতে হয়, বীরের ভূমিকায়, বিজয়ীর ভূমিকায়, সেনাপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হবে তাঁকে, তার মত আরও অনেক শিল্পপতিকে। একের পর এক নতুন কারখানা এবং ব্যবসায় শুরু ক'রে এক অভূতপূর্ব জীবনী শক্তির সন্ধান পেতে লাগলেন, অম্বরনাথ, বহু, বহু লোকের তিনি অন্নদাতা, বহু মেশিনের সমবেত ঐক্যতানে তিনি ঘোষণা করছেন সমাগত নতুন সভ্যতার। অম্বরনাথ বুঝতে পারলেন রাজশক্তির সঙ্গে শিল্পশক্তির জটিল মৈত্রী-বৈরীতা

সম্পর্ক, একদিকে রাজশক্তি যেমন তাঁদের মিত্র, অন্যদিকে তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে না আনতে পারলে তার মৈত্রী-সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া অসম্ভব। ভারতের সরকারী 'সমাজবাদ'কে তিনি আর ভয় করেন না, ওটা আসলে মুখোশ, ঐ মুখোশের আড়ালে গ'ড়ে উঠছে প্রবল ধনতন্ত্র, আমলাতন্ত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। তবু অম্বরনাথের সন্দেহ একেবারে বিদূরিত হয় নি, কেননা রাজনৈতিক নেতাদের বিশ্বাস নেই, নিজেদের ক্ষমতা রক্ষার জন্যে তাঁরা যে-কোনও চাল চালতে, খেল্ খেলতে প্রস্তুত, বিপদে পড়লে ধনতন্ত্রকে আঘাত করতে তারা বিমুখ হবে না। অতএব আমাদের কর্তব্য তাদের আঘাত করবার শক্তি কেড়ে নেওয়া। এক বিচিত্র খেলা চলছে ভারতবর্ষে আজ, অম্বরনাথ ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলেন, এ বিচিত্র খেলায় রাজশক্তি ব্যবহার করছে আমাদের নিজের স্বার্থে, আমরা ব্যবহার করছি রাজশক্তিকে আমাদের স্বার্থে, আমরা এক সঙ্গে এক পথে চলছি, তবু সরাসরি হাতে হাত মেলাতে পারছি না, ঘোষণা করতে পারছি না আমাদের ঐক্যকে। আর ঐ অদূরে রয়েছে আমাদের দু'পক্ষেরই সমান দুশমন—এ দেশের অধিকাংশ মানুষ, যাদের কিছু নেই, যারা আজ, কাল, চিরকাল দরিদ্র, অথচ যাদের হাতে ভোট আছে, যারা রাজশক্তিকে একদিন দারুণ আঘাত করতে সক্ষম, অন্তত আছে তাদের সক্ষম হবার সম্ভাবনা। আজও তারা রাজনৈতিক নেতাদের কথায় উঠছে, বসছে, নির্দেশ মত ভোট দিচ্ছে, তাই রক্ষে, কিন্তু একদিন যদি না দেয়, তখন? যদি ওরা ক্ষেপে ওঠে, দাবী ক'রে বসে নিজেদের অধিকার, তা হ'লে? অম্বরনাথের মনে হ'তে লাগল, সময় ফুরিয়ে আসছে, যা করবার জলদি করতে হবে, শিল্প, শিল্প, আরও শিল্প, একটার পর আর একটা কার-খানা, রাজনৈতিক নেতারা, আমলারা বুঝতে পারছে না সময় কত কম, দুশমন এগিয়ে আসছে, বুঝতে পারছে না যা করবার জলদি করতে হবে, তা নইলে একদিন সব যাবে প্লাবনে ভেসে, তখন আর আমি নেই, আমরা নেই, এই রাজশক্তিও নেই, এই সাধারণ কথাটা

রাজনৈতিক নেতারা বুঝছে না, তাই তারা এখনও ছোট্ট স্বার্থের পেছনে ছুটছে, ভয় পাচ্ছে সাহস নিয়ে বড় কিছু করতে, যাতে তাদেরও আয়ু বাড়ে, আমরাও অমর হই।

এই তপ্ত স্বপ্নের আলোকে হিন্দী পত্রিকা 'প্রজাতন্ত্র' ক্রমে ক্রমে অম্বরনাথের কাছে ক্ষুদ্র হ'য়ে আসতে লাগল—'প্রজাতন্ত্র'কে ধ'রে যে নতুন শিল্প সাম্রাজ্যের কল্পনা তাঁকে পেয়ে বসল তার মধ্যেই মনপ্রাণ ডুবে যেতে চাইল। অতএব একদিন যখন কমলাপতি নিগম বলল:

'আমার মনে হয় 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক এখন আপনারই হওয়া দরকার।'

অম্বরনাথ বললেন, 'কেন?'

'পত্রিকার নীতি যদি পরিষ্কারভাবে বদলাতে চান, কর্ণধারও কি বদলানো দরকার নয়?'

'কর্ণধার তো আমিই আছি।'

'জনসাধারণের চোখে পত্রিকার কর্ণধার সম্পাদক।'

'এদেশে নয়।' সম্পাদক ব'লে আজ আর কেউ নেই।'

'সরকার সম্পাদককে মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে।'

'প্রদীপ সকসেনা যতদিন আছেন, ততদিন পারবে না।'

'একথা কেন বলছেন।'

'আমি বহুকাল থেকে প্রদীপ সকসেনাকে দেখে আসছি। ব্যবহারের যোগ্য যন্ত্র উনি নন।'

'অর্থাৎ আপনি 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদক হ'তে চান না।'

'এতক্ষণে ঠিক বলেছ। তার চেয়ে অনেক বড় কাজ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রদীপ সকসেনার হাতে 'প্রজাতন্ত্র' নিরাপদ। ষাট বছর বয়সে একদিন উনি অবসর নেবেন। তার আরও ছ'সাত বছর বাকী আছে। তার মধ্যে অনেক কিছু ঘটবে আশা করি। যখন প্রদীপ সকসেনা অবসর নেবেন তখন ভেবে দেখব কাকে সম্পাদক

করা ঠিক হবে। তেমন দেখলে সৌদামিনী প্লাণ্ডেকেই সম্পাদক ক'রে দেব, কি বল?'

নিজের রসিকতায় নিজেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন অম্বরনাথ।

যেদিন অম্বরনাথ তীক্ষ্ণতর শ্রেণীসচেতনতায় 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদকীয় নীতির বিঘোষিত পরিবর্তন হুকুম করলেন, এবং যেদিন সন্ধ্যাবেলা অর্চনা কাউল অম্বরনাথের টেবিলে পদত্যাগপত্র দাখিল ক'রে কিছুক্ষণের ব্যবধানে নতুন চাকরীর জন্যে সমাগত হ'ল মদ্যপানে আত্মচেতন নন্দন চোপড়ার কাছে প্রেস ক্লাবে, সেদিন সম্পাদকীয় কর্তব্য সমাপন ক'রে সম্পাদক প্রদীপ সকসেনা ধীরে আস্তে মেদবহুল ক্লান্ত দেহকে সমাদরে নিয়ে গেলেন গ্যারেজের সামনে; তার ড্রাইভার লক্ষ্মণ সিং ফিয়াট গাড়ি নিয়ে প্রস্তুত ছিল আগে থেকেই, এসে চটপট দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইল, প্রদীপ সকসেনার দেহ প্রবেশ করল গাড়িতে, স্থাপিত হ'ল ব্যাক-সীটে, ড্রাইভার ষ্টার্ট দিয়ে আদেশের অপেক্ষায় রইল, বিরাট এক হাই তুলে প্রদীপ সকসেনা নির্দেশ দিলেন:

'রূপনগর।'

গাড়ি চলল ফাটক পেরিয়ে একের পর এক রাস্তা পেরিয়ে, পুরনো শহরের বাজার, অনেক মানুষের অব্যয় ভিড়, মটর গাড়ি, সাইকেল রিকশা, ঠেলা গাড়ি, ট্রাক, গরুর গাড়ি, স্কুটার সব রকম যানবাহনের সমবেত নৈরাজ্য, দোকান, দোকান, দোকান, সারি সারি স্তূপ স্তূপ পণ্য। কি ভীষণ বেড়ে গেছে মানুষের চাহিদা, বাড়ছে, রোজ বাড়ছে, নিয়ন লাইট, বিজ্ঞাপনের ঝিলমিল, 'লিপটনের তাজমহল চা, তাজমহলের মতই পৃথিবীর বিস্ময়', 'ব্যাংকে টাকা রাখলে প্রতি মাসে সুদ পাবেন', 'দূরদৃষ্টি যাঁদের আছে তাঁরা ডানলিপিলোর সুদীর্ঘ আরাম চান', কত নতুন নতুন কত কিছুতে শহরের এই প্রাচীন পাড়াগুলিও

সরগরম, তথাপি ভিক্ষুক আছে, সংখ্যায় বাড়ছে প্রতি বছর, রাস্তায় শুয়ে রাত কাটাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ, এটা একসময় বেশ্যাপাড়া ছিল, এখন কি বদলে গেছে চেহারা, দুটো সিনেমা হাউস, একের পর এক রেস্তোরাঁ, একটা ডিসকোথেক, ওতে নাকি সাইকাডেলিক না-কি আলো জ্বলে এবং ছেলেমেয়েরা নানা সেক্সী ঢঙ্গে নাচে, বড় একটা হোটেল তৈরী হয়েছে, নাম 'হর্ষবর্ধন'। আধুনিক বেশ্যারা নাকি রেস্তোরাঁয়, হোটেলে, ডিসকোথেকে সেজে গুজে পুরুষ ধরে, রাস্তায় মেয়েরা চলছে, সংক্ষিপ্ত চৌলি, নাভির নীচে শাড়ী পড়েছে অনেক তরুণী, কারুর পিঠের অর্ধেক অনাবৃত, দেখতে বেশ লাগে মুখে যে যাই বলুক, সেই অজন্তা-ইলোরা মহাভারতের সভ্যতা ফিরে আসছে, মোহিনী-জর্দাসহ আর এক খিলি পান মুখে পুরলেন প্রদীপ সকসেনা, গাড়িটা হটাৎ ব্রেক ক'ষে থামল, সামনে ঝুঁকে প'ড়ে সামলে নিলেন প্রদীপ সকসেনা। গাড়ির সামনে তিন তিনটে ষাঁড়, 'একটু সামলে চল, লক্ষ্মণ সিং,' একদল হিপিও এসে উদয় হয়েছে এখানে আজকাল, দুটি আমেরিকান কৃষ্ণভক্ত, মাথা কামানো, দেহে নামাবলী, কপালে নাকে দাগ কেটেছে বৈষ্ণবদের মত, সত্যিই কি ওরা কৃষ্ণভক্ত? নাকি এরা সি. আই. এ এজেন্ট? ভারতের সনাতন ধর্ম সারা বিশ্ব জয় করতে চলেছে, 'দুর্বল পুরুষের নির্ভরযোগ্য বন্ধু : সিংহ-মোদক' যত সব বুজরুকি, কিসস্যু হয় না মোদক-ফোদকে, অন্তত আমার, 'বাটার জুতা পরে আরাম, পরিয়ে আরাম,' এক জোড়া জুতা কিনতে হবে, কানপুরের লালা জগৎমাধবকে ফোন করতে হবে, আর্ধেক দামে দিয়েছিল এই জুতা জোড়া, চললো এক বছরের বেশি, ফুটপাতে আজকাল কি ভীষণ কাপড়ের দোকান ব'সে গেছে, নিশ্চয় এরা কেউ কর্পোরেশনকে ট্যাক্স দেয় না, লোকেরা ভিড় ঠেলে চলতে পারছে না, বাঃ বেশ তো দেখতে মেয়েটি! অর্ধেক পেট দেখা যাচ্ছে, কি মসৃণ কচি পাতলা পেট, চুলগুলি কি নিজের? 'আপনার সুন্দর সুঠাম দেহকে সাজাবার সৌভাগ্য আমাদের দিন,' বিজ্ঞাপনের বহর দেখলে

অবাক হ'তে হয়, 'পদসেবক', 'বাঙ্গাল রসগোল্লা', 'দি সুপ্রীম জেনারেল ষ্টোরস্', 'লোহা, লোহা, লোহা', 'আয়ুর্বেদ ঔষধালয়', 'প্রীতম রেষ্টুরেন্ট', অম্বরনাথেরও বয়স কম হয় নি, চুলে পাক ধরেছে, অনেক কিছু একসঙ্গে কামড়ে ধরেছে অম্বরনাথ, এখন চিবুতে পারলে হয়, ছেলেটার ডাইনামিজম আছে, স্বীকার করতেই হবে, তবে লোভ বেড়ে গেছে বড্ড বেশি, এবার একদিন স্বখাত সলিলে ডুববে, তখন হাততালি দেবে শয়তান কমলাপতি নিগম, যত নষ্টের গোড়া, ঘোরাচ্ছে অম্বরনাথকে নাকে দড়ি দিয়ে 'ডাঃ এস. এম. দুগ্‌গল এম-বি-বি-এস (পাঞ্জাব) এম-ডি (আগ্রা) এম-এস (চণ্ডীগড়)—সার্জন এ্যাণ্ড ফিজিশিয়ন', নিগম লোকটা নির্ঘাত সর্বনাশ করবে অম্বরনাথের, এদিকে নিজে তো মুখ্যমন্ত্রীর কন্যাকে বিয়ে ক'রে আখের গুছিয়ে নেবার তালে আছে, 'দি নিউ লাইফ ডিসপেনসারী', 'লেডী ডাক্তার কুমুদিনী ; পরিবার নিয়ন্ত্রণের সব ব্যবস্থা বর্তমান', কুমুদিনী শুনেছি ভদ্রঘরের মেয়েদের এবরশন করিয়ে দেয়, বেশি টাকা নেয় না, তিনশো থেকে পাঁচশো, এমন অনেক কুমুদিনী দোকান সাজিয়ে বসেছে এই শহরে আজকাল ; অম্বরনাথের কি ব্লাড প্রেসার আছে ? সাবধানে থাকা উচিত ছেলেটার, আজকাল কখন কার কি হয় বলা যায় না ; 'হীরালাল মতিলাল : খাদ্যশস্যের প্রধান পাইকারী ব্যবসায়ী', 'ছোটনলাল সরভাজিয়া : হোলসেল হুইট মার্চেন্ট', 'কনট্রোল দরে সিমেন্ট', 'মডার্ণ বাথরুম', অর্চনা কাউলের সঙ্গে অম্বরনাথের সম্পর্কটা এখনও ঠিক জানা গেল না, মেয়েটার মধ্যে কিসস্যু নেই, কিসস্যু নেই, না পারে লিখতে, না আছে বিনয়-বাধ্যতা, অম্বরনাথের প্রশ্রয় না পেলে কিছুতেই অমন দেমাকী হ'তে পারত না, সৌদামিনী দেবীকে অম্বরনাথ কখনও আঘাত করবে না ; সৌদামিনীর অহংকারে পা পড়ে না ; কখনও আমার সঙ্গে একটা কথাও বলে নি, সেই যেবার প্রথম এল প্রজাতন্ত্র-ভবনে, যেবার আপিসের লোকেরা 'রাণা প্রতাপ' নাটক করেছিল,

অম্বরনাথ আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে নামমাত্র একটা নমস্তে ক'রে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল, আমি যা দু'একটা কথা বলেছিলাম, জবাব তো দিলই না, শুনতে পেল না পর্যন্ত; তারপর আর কোন ফাংশনে আসে নি সৌদামিনী; সুমনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না কোনওদিন, আমাকেও দেখতে পারে না; অর্চনা কাউলের সঙ্গে শোয় নিশ্চয় অম্বরনাথ; কোথায়, কখন, কিভাবে? ল্যাংটো হ'লে অর্চনা কাউলকে বোধহয় ভালোই দেখায়, শরীরটা মন্দ নয় মেয়েটার, একবার সঠিক কিছু জানতে পারলে সৌদামিনীকে জানিয়ে দিতে পারলে তার অহংকার চুরমার করা যেত।

পুরনো শহর পেরিয়ে গাড়ি এবার নতুন শহরে পড়ল, রাস্তা এবার ফাঁকা, টিমটিমে বিজলি বাতি আধ ফার্লং দূরে দূরে, রাস্তা এখন আধা-অন্ধকার, অন্ধকার ফাঁকা মাঠে, জলায়, জঙ্গলে। ডান দিকে নতুন নগর, বাঁ দিকেও, লক্ষ্মণ সিং বাঁ দিকের রাস্তা ধ'রে চলল, গাড়ির বেগ বাড়ল, প্রদীপ সকসেনার চিন্তারও। অম্বরনাথ 'প্রজাতন্ত্র'কে শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র পার্টির মুখপত্রে দাঁড় করালো! বলছে বটে অম্বরনাথ সে কোনও দলের নয়, শিল্পপতি এবং স্বাধীন, 'প্রজাতন্ত্র'কে এবার সে ক্ষমতায় সমাসীন রাজনৈতিক দলের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করবে, নির্ভীক নির্দলীয় নিরপেক্ষতার সঙ্গে 'প্রজাতন্ত্র' ভারতবর্ষে স্বাধীন যন্ত্রসভ্যতা সংগঠনের কার্যে আত্মনিয়োগ করবে। আসলে কিন্তু তা নয়, অম্বরনাথ টের পেয়েছে কংগ্রেসের একাধিপত্য আর বেশি দিন নেই, নিজগৃহে তার ভাঙ্গন ধরেছে, এ সময় রাজ-শক্তিকে শিল্পপতিদের কব্জার মধ্যে আনতে হবে। অম্বরনাথ আশা করেছিল সমাজতন্ত্র বর্জন, ধনতন্ত্রকে আলিঙ্গন করবে যে 'প্রজাতন্ত্র', প্রদীপ সকসেনা তার সম্পাদনা করতে রাজী হবে না। অম্বরনাথ অনেকবার অনেককাল আশা ক'রে এসেছে সম্পাদকের পদ থেকে আমি স'রে যাব। অনেকবারের মত এবারও আমি হতাশ করেছি অম্বরনাথকে। আমার কি আসে যায় অম্বরনাথ কোন পথে

তার পত্রিকাগুলিকে টেনে নিয়ে চলে? পনের বছর সমাজতন্ত্রের সমর্থন ক'রে 'প্রজাতন্ত্র' কি দেশে সমাজবাদ আনতে পেরেছে? কে চায় সমাজবাদ এ দেশে? সত্যিকারের সমাজবাদ। সমাজকে বাদ দিয়ে চলছে নেতারা সবাই, যে যার নিজের স্বার্থ গুছিয়ে, নিজের সাম্রাজ্য সংগ্রহ সযত্নে সংরক্ষণ ক'রে। 'প্রজাতন্ত্র' নতুন সমাজ তৈরীর অস্ত্র নয়, ছিল না কোনওদিন, যেমন নয় কোনও সংবাদপত্র সারা ভারত-বর্ষে, প্রেস হ'চ্চে পাওয়ারের বলিষ্ঠ পিলর, এদেশে, সবদেশে, একালে, সবকালে। আমি কেন পদত্যাগ করতে যাব অম্বরনাথের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করবার জন্যে? আমি কেন মালিকের ফাঁদে ধরা পড়ব? পড়েছি কোনওদিন? অম্বরনাথ কি কম চেষ্টা করেছে ফাঁদে ফেলতে আমাকে? সম্পাদক পদ ছাড়ব যেদিন আমার ইচ্ছে হবে, যেদিন রিটায়ার করবার সময় আসবে, সেদিন। এখনও তার অনেক দেরী, অনেক। কত বয়স হল আমার? জন্মেছিলাম কোন সালে? পঞ্চান্ন না ছাপান্ন? মনে হয় কত দীর্ঘকাল বেঁচে আছি, কত কিছু ঘটল চোখের ওপর, কত যুগ যুগ না গেল কেটে। খুব খারাপ কেটেছে কি? কাটে নি তো? জীবনে কম পাইনি। তবে কেন এত ক্লান্ত লাগে, কেন এমন উৎসাহের অভাব? সুমন তো আমাকে কম দেয় নি! সারাটা জীবন আমাকে দিয়ে এসেছে। দিই নি আমিই সুমনকে কিছু। স্বামী দিই নি, দিই নি সন্তান। সুমন কিন্তু কোনওদিন বিবাহের প্রস্তাব করে নি। বিধবা সুমন, ভুলতে পারে নি এ কথা কোনওদিন। বিবাহ করবার গরজ হয় নি আমারও, প্রয়োজনও না। স্ত্রী পুত্র সংসার; এসবের বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে চাই নি কোনওদিন। সুমনকে চাই নি বিয়ে-করা বৌ বানাতে। চাইলে হয়ত রাজী করান যেত। চাই নি। দিই নি সুমনকে কিছু। দিয়েছি কি? কাকে কোনওদিন কিছু আমি দিয়েছি? অম্বিকা-প্রসাদজী একবার সাংবাদিকদের নিয়ে একটা ট্রেড য়ুনিয়ন করবার হুজুগে মেতেছিলেন। এসেছিলেন আমার সাহায্য প্রার্থী হ'য়ে।

'আপনি এটুকু আমাদের জন্যে করুন। আপনি প্রেসিডেন্ট হ'লে সবাই এগিয়ে আসবে।' রাজী হই নি। সম্পাদক থাকবে প্রত্যেক স্বার্থের বাইরে। মালিকের, কর্মীদের। সম্পাদক একা এবং আলাদা। সে কারুর বন্ধু নয়। মিত্র নয় কারুর। না মালিকের, না সাংবাদিকদের, না শ্রমিকদের। সে কেবল তার নিজের বন্ধু। তার সংগ্রাম একক। সে পৃথক। একা এবং আলাদা।

যে বাড়িটার সামনে লক্ষ্মণ সিং গাড়ি থামাল, সে বাড়ি সুমনের। ছোট্ট সুন্দর একতলা বাড়ি, সামনে ক্ষুদ্র লন, সবুজ ঘাস আর পোষাকী ফুলে সাজানো।

প্রদীপ সকসেনা ধীরে আস্তে গাড়ি থেকে নামলেন।

সন্ধ্যা তখন বেশ কিছুক্ষণ উত্তীর্ণ। আকাশ কিন্তু পুরো অন্ধকার হয় নি। তারা জ্বলছে টিপ টিপ। এক ফালি চাঁদ উঠেছে। ফুলের সুগন্ধ ভেসে আছে মৃদু বাতাসে।

প্রদীপ সকসেনা লক্ষ্মণ সিংকে বললেন, 'তুমি গাড়ি নিয়ে গ্যারেজে রেখে দাও। কাল সকাল ন'টার সময় এখানেই এসো। দেরী কোরো না। আপিসে যাবার আগে আমাকে একবার কেদারনাথজীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

গাড়ির শব্দ শুনে পুরাতন ঝি রামবাঈ এসে দরজা খুলে দিয়েছিল। প্রদীপ সকসেনাকে ভেতরে ঢুকতে দিয়ে, বলল, 'দিদি উকিল সাহেবের বাড়ি গেছেন। ফিরতে ঘণ্টাভর হবে।'

প্রদীপ সকসেনা চলে গেলেন শোবার ঘরে। বসলেন প্রথমে বিছানার ওপর, পরে আরাম কেদারায়। উঠে, কুর্তা-ধুতি ছেড়ে পায়জামা আর ড্রেসিং গাউন পরলেন। মোহিনী জর্দাসহ পান খেলেন আর এক খিলি।

রামবাঈ এসে জানতে চাইল চা-পানের ইচ্ছা আছে কি না।

প্রদীপ সকসেনা বললেন, 'না। চা খেয়েছি। তুমি বরং সোডার ব্যবস্থা করো।'

কিছুক্ষণ পরে রামবাঈ সোড়া, গ্লাস ও হুইস্কির বোতল নিয়ে এল।

প্রদীপ সকসেনা পানে প্রবৃত্ত হলেন।

সুমনের ফিরতে এক ঘণ্টার অনেক বেশি সময় লাগল।

'তুমি কখন এলে?' বলল সুমন।

'কখন এলাম? ভুলে গেছি। অনেকক্ষণ।'

'আমার দেরী হ'য়ে গেল। উকিলবাবু ব্যস্ত ছিলেন। বসতে হ'ল।'

'এলে কি ক'রে? গাড়ির শব্দ পেলাম না তো?'

'গাড়ি উকিলবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফেরৎ চলে গেল। দাদার নাকি দরকার। আমাকে সাইকেল রিকশা ক'রে ফিরতে হ'ল।'

সুমনের আলাদা গাড়ি নেই। প্রয়োজন হ'লে অম্বরনাথের কাছে গাড়ি চায়, সাধারণত পেয়ে থাকে।

'উকিলবাবু কি বললেন?'

'খুব ভাল কথা তো বললেন না!'

'কি বললেন?'

'কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম অনুসারে শেয়ার বিক্রীর আগে শেয়ার হোল্ডারদের নোটিফাই করতে হবে। বিক্রীর জন্যে প্রদত্ত শেয়ার কেনবার প্রথম অধিকার বর্তমান শেয়ার হোল্ডারদের। তারা না কিনলে তবে বাইরের লোক কিনতে পারবে।'

'এ নিয়মের মানে?'

'অতি সহজ। কৃষ্ণনারায়ণ ও গঙ্গাবাঈ প্রথম থেকেই সতর্ক ছিলেন 'প্রজাতন্ত্র পাবলিকেশন্‌স্'-এর শেয়ার বাইরের লোকেদের হাতে না চ'লে যায়।'

'বছর তিনেক আগে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার নতুন শেয়ার ছাড়া হ'য়েছিল।'

'তার অর্ধেক কিনেছে হিম্মৎলাল।'

'সেটা কি ক'রে হ'ল ?'

'বর্তমান শেয়ার হোল্ডারদের অনুমতি নিয়ে।'

'তা হ'লে তো, তোমার শেয়ার অম্বরনাথ কিম্বা গঙ্গাবাঈ কিনে নেবেন।'

'শুনছি, দাদার হাত শূন্য।'

'অনেক কাজে এক সঙ্গে হাত দিয়েছে অম্বরনাথ। ডুবে না যায়।'

'মা অবশ্য ইচ্ছে করলে কিনতে পারে। মা'র অনেক টাকা।'

প্রদীপ সকসেনা গ্লাসে চুমুক দিলেন।

সুমন উত্তেজিত হ'য়ে বলল, 'মা কিংবা দাদাকে আমি শেয়ার বেচব না।'

'কাকে বেচবে ?'

'তোমাকে।'

'আমি তো শেয়ার হোল্ডার নই। কিনব কি ক'রে ?

'যে ক'রেই হোক, তোমাকে কিনতেই হবে।'

'পথ তো বন্ধ।'

'কর্মচারীদের শেয়ার কেনার কিছুটা অগ্রাধিকার আছে।'

'যদি শেয়ার হোল্ডাররা না কেনে, যদি বিক্রীর শেয়ার থাকে, তাহলেই সে কথা ওঠে। এক্ষেত্রে সে কথা উঠবে না।'

'তা হ'লে দাদা আর মাকে রাজী করাতে হবে তোমাকে শেয়ার হোল্ডার বানিয়ে নিতে। তুমি পনের বছর 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদনা করেছ। অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে 'প্রজাতন্ত্র' পনের বছরে। তার কোনও পুরস্কার নেই ?'

'তোমার মা আর দাদা চাইছে আমি স'রে পড়ি।'

'চাইলেই হ'ল ? আইন নেই ? ধর্ম নেই ? আমি তো এখনও মরি নি !'

সুমনের দেহ রাগে ফুলতে লাগল। মোটা দেহে বড় বড় থেৎলে-পড়া বুক ব্লাউজের ভেতরে জোরে জোরে উঠতে-পড়তে লাগল।

'আইনমত টাকা পয়সা দিতে অম্বরনাথ কার্পণ্য করবে না।'

'তুমি এক-পা নড়ছ না।'

'তা আর বলতে! আজ এক নতুন ফাঁদ পেতেছিল।'

'আবার ফাঁদ।'

'সকালে দপ্তরে গিয়ে দেখি, অম্বরনাথের সই করা মেমো আমার টেবিলে। কাল থেকে 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদকীয় নীতির পরিবর্তন হবে। সমাজবাদকে আর সে সমর্থন করবে না। এখন থেকে 'প্রজাতন্ত্রে'র নীতি হবে প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ।'

'দাদাটা পুরো ক্যাপিটালিস্ট হ'য়ে গেছে।'

'অম্বরনাথ ভেবেছিল প্রতিবাদে আমি পদত্যাগ করব। ইংগিতও করেছিল। 'যদি কেউ নতুন নীতির সঙ্গে একমত হ'তে না পারেন তাঁকে, তাঁর ইচ্ছে হ'লে, সসম্মানে অবসর নেবার বা পদত্যাগ করবার সুযোগ দেওয়া হবে'।'

'তুমি কেন পদত্যাগ করতে যাবে?'

'নিশ্চয়! আমি কেন? একজনও করবে না। করে নি।'

'কেন করবে? তোমাদের ব'য়ে গেছে!'

'সেজন্যেই তো অম্বরনাথের বমশেল ফাটলো না। বোবা হ'য়ে রইল।'

'তুমি যদি আজ ছেড়ে দাও, অর্চনা কাউলকে দাদা সম্পাদক বানাবে।'

'আমার তা মনে হয় না। আমার পর সম্পাদক হবে অম্বরনাথ নিজেই। তারপর হবে তার ছেলেদের একজন।'

'ইংরেজী কাগজের সম্পাদক তো দাদা নিজেই হ'চ্চে।'

'দেখতে পাচ্ছ তো হাওয়া কোন দিকে বইছে?'

'তুমি রিটায়ার করার পর দাদা যা ইচ্ছে করুক। তার আগে নয়। ঠিক বয়সে অনেক মান সম্মানের সঙ্গে তুমি অবসর নেবে। তখন আমি যেখানেই থাকি ফিরে আসব তোমার বিদায়-সম্মান দেখতে।'

'তুমি কি যাবেই ঠিক করেছ?'

'হ্যাঁ। সারাটা জীবন তো এমনি ক'রেই কেটে গেল। কারুর কোনও কাজে এলাম না। না নিজের, না অন্য কারুর। গুরুদেব এবার অনেকের কাজে-আসবার পথ দেখিয়েছেন। দেখি কিছু করতে পারি কি না।'

'সে কাজতো দেশে থেকেও সম্ভব।'

'সম্ভব নয়। গুরুদেবের ইচ্ছা আমি আমেরিকায় ওঁর আশ্রমে বড় কিছু দায়িত্ব নিই। তাঁর ইচ্ছে মানে আদেশ।'

'তুমি বুড়ো বয়সে হটাৎ দারুণ বাধ্য হ'য়ে উঠেছ।'

'খুব বুড়ো হ'য়ে গেছি, না? আমারও তাই মনে হয়।'

'তোমার চেয়ে অনেক বুড়ো হয়েছি আমি। বয়সের তুলনায় তুমি এখনও বেশ আছ।'

সুমন লজ্জা পেয়ে আঁচলে গা ঢাকল।

'মোটেই নয়। আমার কি অবস্থা সব চেয়ে বেশি জানি আমি।'

'আমার এই সামান্য কথাটা মানতে পারছ না, আর গুরুদেবের ইচ্ছা মানেই আদেশ!'

'বা, তিনি গুরুদেব যে!'

'আর আমি? আমি আসলে কেউ নই।'

'তাই কি জেনেছ এতদিনে? তোমাকে নিয়েই তো সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলাম।'

'এমন ভাবে কাটালে যে আজ পালাবার পথ খুঁজছ দিনরাত।'

'তা নয়। আমাদের নাটক শেষ হ'য়ে এসেছে।'

'কেন?'

'বুঝতে পারছ না? আমরা স্বামী-স্ত্রী নই। কঠিন সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আমি তোমার রক্ষিতা।'

'অত বড় মিথ্যে কথা আর নেই। তুমি সারাজীবন কিছু নাও নি আমার কাছ থেকে। আমি তোমার আর যাই হই, রক্ষক নই।'

'আমি তোমার মিস্ট্রেস।'

'কথাটা আমাদের সমাজে নোংরা শোনায়। আমরা দু'জনে দু'জনের লাভার।'

'বৃদ্ধ বয়সে এ সম্পর্ক কখনও টেকে না।'

'কেন টিকবে না? টেকে, ভালভাবে টেকে, তার উদাহরণ তোমার সামনেই রয়েছে।'

'ওঁদের কথা আলাদা। ওঁদের দু'জনের মধ্যে 'প্রজাতন্ত্র' ছিল। গভীর বন্ধন। তা ছাড়া, আমার বাবার অনুমোদন ছিল, স্বীকৃতি ছিল, তাই-না মা সমাজকে উপেক্ষা করতে পেরেছে। আমিও করেছি, কিন্তু কারুর অনুমোদন পাই নি। দাদারও না। ওঁরা আমাকে বাধা দেন নি, তার কারণ বাধা দেবার মত মুখ ছিল না ওঁদের, দিয়ে লাভ হ'ত না। তুমি তো জানো, আমাদের মধ্যে তৃতীয় কিছু নেই।'

প্রদীপ সকসেনা আবার গ্লাসে চুমুক দিলেন।

সুমন বলল, 'তোমার আজ কিন্তু বড্ড বেশি হ'য়ে যাচ্ছে। আমি বাড়ি ফেরার অনেক আগে থেকে শুরু করেছ।'

'নেশার নামগন্ধ পাচ্ছি না এখনও। পূর্ণ হুঁশে আছি।'

'আর খেয়ো না। খেলে আর আহার করতে পারবে না।'

'ক্ষিধে নেই। আজকাল ক্ষিধে হয় না।'

'তোমার শরীরটা কি ভেঙ্গে পড়ছে? তোমাকে ছেড়ে যেতেও আমার চিন্তার শেষ নেই।'

'তোমার না গেলে হয় না?'

'না।'

'আমরা কিন্তু এখনও বিবাহ করতে পারি।'

'এতবছর পর প্রথম তুমি একথা বললে।'

'তুমিও কোনওদিন বল নি।'

'আমি বিধবা। দ্বিতীয়বার বিবাহের সাহস আমার ছিল না। কেমন বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল আমি যাকে বিয়ে করব সে বাঁচবে না।'

'বোকা কথা।'

'নিশ্চয়। তুমি কেন তোলো নি বিয়ের প্রস্তাব?'

'আমি বিয়ে ক'রে সংসার পাতবার লোক নই। তোমাকে না পেলে কোনও স্ত্রীলোক বোধহয় আসত না আমার জীবনে।'

'আমি জানতাম বিবাহে তোমার রুচি নেই।'

'কিন্তু এখন তো আমাদের বিবাহ হ'তে পারে।'

'না। পারে না।'

'কেন?'

'তুমি আমাকে কৃপা ক'রে ওকথা বলছ। সহানুভূতি থেকে বলছ। ওতে কিছু লাভ হবে না। বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী হ'লেও আমাদের মধ্যে কিছু আর থাকবেনা বেশি দিন। তা ছাড়া আমার মন গুরুদেবের দিকে চ'লে গেছে। এবার আমি বেরিয়ে পড়তে চাই।'

'আমি থাকব কি নিয়ে? আমার মন তো গুরুদেবের দিকে ধায় নি!'

'তোমার 'প্রজাতন্ত্র' আছে।'

'কোনও একদিন ছাড়িয়ে দেবে।'

'পারবে না। তুমি ঠিক বয়সে অবসর নেবে। তখন দেখবে আমি এসে গেছি। দাদা তোমাকে রীতিমত সভা ক'রে বিদায় না দিয়ে পারবে না। আমি উপস্থিত থেকে তোমার গলায় মালা পরাব।'

'তারপর কি হবে? তখন কি করব আমি?'

'কি করবে তার ব্যবস্থা তুমি ক'রে রেখেছ। আমাকে জানাও নি।'

'কি করেছি?'

'যা আমাকে জানাতে চাও নি, তা জানলেও বলতে যাব কেন তোমাকে? 'প্রজাতন্ত্র' থেকে অবসর নেবার পরে কি করবে তার ব্যবস্থা তুমি ক'রে রেখেছ জানতে পেরে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি।'

'তোমাকে কেন বলিনি তা বলতে দেবে?'

'বিশ্বাস করো, তোমার বিরুদ্ধে কোনও নালিশ নেই আমার। বহুবছর আগে তুমি আমাকে ছেড়ে দিতে পারতে। বিয়ে ক'রে ঘর সংসার পাততে পারতে। যৌবনকালে তাতে আমার খুব দুঃখ হ'ত। সে দুঃখ তুমি আমাকে দাও নি। আজ বিশ বছর তুমি আমার কাছে। এত দীর্ঘ সময়ে তুমি অন্য কোনও রমণী দ্বারা আকৃষ্ট হও নি। এতটা আমার পাওনার চেয়ে অনেক বেশি। অনেক।'

'তুমিও সারাটা জীবন আমাকেই দিয়ে দিলে।'

'আমার কথা ছেড়ে দাও। তোমাকে পেয়ে আমি সব দিক থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। তুমি সত্যি আমাকে বাঁচিয়েছিলে। তোমাকে না পেলে আমার যে কি হ'ত আজও ভাবতে ভয় করে।'

'তবুও আমাকে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছ।'

'কি করব বল? জীবনে দেখছি সব কিছুই ফুরিয়ে যায়। কামনা, বাসনা, প্রেম, চাওয়া-পাওয়া, বিশ্বাস, নির্ভর, কোনওটাই চিরস্থায়ী নয়।'

'তুমি যাবেই ঠিক করেছ।'

'ঠিক আমি করিনি। গুরুদেব করেছেন। আমি শুধু ঠিক করেছি এবার গুরুদেবকে মানব। দেখি পারি কিনা।'

'বিদেশে গিয়ে তোমার ভাল লাগবে?'

'দেশেই কি আমার খুব ভাল লাগছে? তা ছাড়া আমি তো বিদেশে যাবার জন্যে চ'লে যাচ্ছি না। গুরুদেব যেখানে যেতে বলছেন সেখানে যাচ্ছি। তিনি যদি দেশে কোথাও যেতে বলতেন, তাই করতাম।'

রাত্রির আহার সেরে প্রদীপ সকসেনা পোর্টফোলিও খুলে কয়েকখানা সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন বার করলেন। ঘণ্টা খানেক পড়লেন। দেখতে পেলেন মন বসছে না। ক্লান্ত লাগছে দেহমন। শোবার ঘরে গিয়ে দেখলেন সুমন বিছানায় শুয়ে একটা বই পড়ছে। কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন রাজাগোপালাচারির গীতা-ভাষ্য।

পাশে এসে শুয়ে পড়লেন প্রদীপ সকসেনা।

সুমনকে জড়াতে গেলেন।

সুমন বলল, 'ওসব আর কেন? অনেক তো হয়েছে জীবনে।'

'বহুদিন কিচ্ছু হয় নি', জড়িয়ে ধরে বললেন প্রদীপ সকসেনা।

'থাক না।'

'কাছে এসো।'

চুয়ান্ন বছরের প্রদীপ সকসেনা ছেচল্লিশ বছরের সুমনের দেহের ওপর চড়ে পড়লেন।

সুবিধে হ'ল না। অল্পেই ক্লান্ত হয়ে হাঁপিয়ে গেলেন প্রদীপ সকসেনা। কিছু হ'ল না।

'আমি আজকাল আর পারি নে। সব যেন ফুরিয়ে গেছে।'

সুমন বলল, 'তাইতো বলছিলাম, থাক না। এ বয়সে তোমার এত পরিশ্রম করা ঠিক নয়।'

সুমনের দেহ থেকে নামলেন না প্রদীপ সকসেনা।

সুমন বলল, ' 'প্রজাতন্ত্রে'র শেয়ারগুলি তোমাকেই কিনতে হবে। উপায় আমি একটা বার করবই।'

'কি হবে শেয়ার কিনে?'

'এত বছর সম্পাদক থেকেছ। মালিক হবে। অন্তত দশ পার্সেণ্ট মালিক। খুব কম নয়।'

'পাখাকাটা সম্পাদক হ'য়ে জীবন চ'লে গেল। পাখাকাটা মালিক হ'য়ে লাভ কি?'

'লাভ নাই বা হ'ল। তোমার যা প্রাপ্য তা তুমি আদায় করবে না কেন?'

'শেষ পর্যন্ত অম্বরনাথ আর গঙ্গাবাঈ শ্রেণীর সঙ্গে হাত মেলাব?'

'হাত তো মিলিয়েই আছ। তোমরা তো ওঁদেরই দলে।

ছোট খাট বিরোধ, অনেক বড় বড় কথা।' আসলে তোমরা সবাই তো আমাদের শিবিরে তাই না?'

'কি জানি। হ'লেও স্বীকার করতে বাধে। লজ্জা করে। ভয় হয়।'

'এবার নেমে পড়। দম আটকে আসছে।'

একটু পরে সুমন বলল, 'ঘুমিয়ে পড় এবার। কাল সকালে তোমার না মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা!'

ঘুম-ঘুম স্বরে প্রদীপ সকসেনা বললেন, 'ন'টার সময়।'

'কেন যাচ্ছ?'

ঘুমকে জোর করে একটু দূরে রেখে প্রদীপ সকসেনা বললেন, 'আগামী নির্বাচনে বিধান সভায় দাঁড়াব ভাবছি। কেদারনাথজী ভরসা দিয়েছেন। তাঁর সাপোর্ট পেলে আর কোনও ভাবনা থাকবে না। পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে কেদারনাথজীর নির্বাচন ফাণ্ডে। দিয়ে দেব ভাবছি।'

সুমন বলল, 'দিয়ে তো দিয়েছই।'

প্রদীপ সকসেনা শুনতে পেলেন না। তাঁর তখন ঘুম এসে গেছে।

॥ সমাপ্ত ॥